উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২ B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, 2020)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for
Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) [NED]
Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title: Sociology of Education
Course Code: NEC-ED-03

1st Print : <Month>, 2025
Print Order : <memo no. and Date>

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureauof the University Grants Commission.

F/Ranjan/2024/FCC_HI_63_(DSC-5)_FCC-HI_63_New_Book_1st Proof/28_11_2024

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for
Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) [NED]
Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title: Sociology of Education
Course Code: NEC-ED-03

: Board of Studies :
Members

Dr. Atindranath Dey
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)
Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU
Dr. K. N. Chattopadhyay
Professor, Dept. of Education,
University of Burdwan
Dr. Abhijit Kr. Pal
Professor, Dept. of Education,
West Bengal State University
Dr. Dibyendu Bhattacharyya
Professor, Dept. of Education,
University of Kalyani
Dr. D. P. Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU
Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU
University of Burdwan
Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU
Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Course Writer :
Block – 1 & 5
Dr. Ajit Mondal
Assistant Professor, Dept. Education,
West Bengal State
University, Barasat, WB.
Block – 2, 3 & 4
Dr. Rathin Biswas
Assistant Professor, Dept. of Education,
Barasat College,
Barasat, WB.

: Course Editor :
Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

: Format Editor :
Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission from Netaji Subhas Open University.

Ananya Mitra
Registrar (Add'l Charge)

Netaji Subhas
Open University

UG: Education
NED

Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title: Sociology of Education
Course Code: NEC-ED-03

ব্লক-১ : শিক্ষার সমাজ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

একক ১ ❑ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ ৭-২০

একক ২ ❑ কাঠামোগত-কার্যবাদ ২১-৩৩

একক ৩ ❑ দ্বন্দ্বতত্ত্ব ৩৪-৫০

ব্লক-২ : সামাজিক চিন্তা

একক ৪ ❑ ভারতীয় সামাজিক চিন্তাবাদ ৫৩-৯০

একক ৫ ❑ প্রীতিকী মিথস্ক্রিয়ার তত্ত্ব ৯১-১২০

শিক্ষার সমাজতত্ত্ব
[Sociology of Education]

ব্লক ১: শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি
(Approaches to Sociology of Education)

ড. অজিত মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

একক ১: প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism)

গঠন (Structure)

১. উদ্দেশ্য (Objectives)

২. ভূমিকা (Introduction)

৩. প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অর্থ এবং সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Symbolic Interactionism)

৪. প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল নীতিসমূহ (Basic Principles of Symbolic Interactionsim)

৫. ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background)

৬. মৌলিক পূর্বানুমান এবং দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Premises and Approach)

৭. জর্জ হার্বার্ট মিড (Gerorge Herbert Mead)

৮. হার্বার্ট ব্লুমার (Herbert Blumer)

৯. প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অনুমান এবং পূর্বানুমান (Assumptions and Premises of Symbolic Interctionism)

১০. সারাংশ (Summary)

১১. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১২. তথ্যসূত্র (References)

১. উদ্দেশ্য (Objectives)

এই একক অধ্যয়ন করার পর ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবেন –

- প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অর্থ এবং সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Symbolic Interactionism)
- প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের ধারণা (Concept of Symbolic Interactionism)
- প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল নীতিসমূহ (Basic Principles of Symbolic Interactionsim)
- ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background)
- জর্জ হার্বার্ট মিড (Gerorge Herbert Mead)
- হার্বার্ট ব্লুমার (Herbert Blumer)
- প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অনুমান এবং পূর্বানুমান (Assumptions and Premises of Symbolic Interactionism)

২. ভূমিকা (Introduction)

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কাঠামোগত স্কুলের প্রাধান্যের সাথে সমাজবিজ্ঞান একটি শাখা হিসাবে বিকশিত হয়েছিল যেখানে সামাজিক আচরণকে সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম এবং মান থেকে উদ্ভূত হিসাবে দেখা হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞান, তার বিবর্তনীয় এবং কার্যকরী কাঠামোর সাথে এইভাবে একটি ম্যাক্রো দৃষ্টিকোণ সহ একটি শাখা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আচরণগত মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিসহ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ বিপরীতে একটি মাইক্রো দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। ব্যক্তি সমাজের নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ, এটি কীভাবে ব্যক্তি আচরণ সম্পর্ক তৈরি করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে পারস্পরিক ফ্যাশনে দেখতে বিবেচনা করেছিল। ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণভাবে বিষয় এবং এজেন্ট উভয় হিসাবে দেখা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র বস্তু হিসাবে নয়। সামাজিক ভূমিকা এবং স্থিতির ধারণাটি আত্ম এবং চেতনার ধারণা দ্বারা পরিপূরক ছিল। সামাজিক ব্যক্তিত্বকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হত এবং কেবল প্রদত্ত হিসাবে নয়। এইভাবে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের সাথে, একটি গতিশীল এবং প্রক্রিয়াগত পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ধারণার প্রবর্তন করা হয়েছিল। ডুরখেইমের বিপরীতে যারা সামাজিক ঘটনা দ্বারা সামাজিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা মনস্তাত্ত্বিক বিবেচনাকে তাদের ব্যক্তি, স্ব এবং সমাজের ধারণাগুলিতে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সমাজ কীভাবে ব্যক্তি আচরণকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা নিম্ন স্তর থেকে কাজ করেছেন কীভাবে ব্যক্তিরা সমাজকে বোঝে এবং তারা যা করে তার অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, জর্জ হার্বার্ট মিড একজন চিন্তাবিদ, সামাজিক মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক, এই চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচিত হন যদিও তিনি কখনও প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া শব্দটি উদ্ভাবন করেননি।

৩. প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অর্থ এবং সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Symbolic Interactionism)

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বের মধ্যে একটি। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া তত্ত্বটি তাত্ত্বিকদের আলোকে বিকশিত হয়েছে যেমন ডিউই (1930), কুলি (1902), পার্কস (1915), মিড (1934,1938), ইত্যাদি। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রদর্শন করে। সমস্ত মিথস্ক্রিয়াবাদী একমত যে তথ্যের উৎস হ'ল মানুষের মিথস্ক্রিয়া। অধিকন্তু, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীদের মধ্যে একটি সাধারণ চুক্তি রয়েছে যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং অংশগ্রহণকারীদের সহানুভূতি বিকাশকারী ক্ষমতাগুলি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াগুলির মূল বিষয় (Stryker & Vryan, 2003; Berg, 2000)। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ যা ব্যক্তিকে একটি সামাজিক সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করে 1970 এর

দশক থেকে তার গতিশীলতা হারিয়েছে। নতুন প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ মিড এবং ব্লুমারের সময়কালের তুলনায় আরও ভিন্ন এবং সাংশ্লেষিক দৃষ্টিকোণ থেকেও। এটি এমন একটি যুগে প্রবেশ করেছে যেটিকে Fine (1992) "পোস্ট-ব্লুমেরিস্ট" (Post-Blumerist) যুগ বলে (Slattery, 2007)। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ একটি সামাজিক তত্ত্ব যা ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ, ব্যাখ্যা এবং সমন্বয়ের নিদর্শনগুলির বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তত্ত্বটি বিভিন্ন প্রতীকের অর্থ সংযুক্ত করে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে এবং সমাজের অভ্যন্তরে কীভাবে যোগাযোগ করে সে সম্পর্কে বোঝার রূপরেখা দেয়। মৌখিক এবং অমৌখিক উভয় প্রতিক্রিয়া যা একজন শ্রোতা প্রদান করেন একইভাবে মূল বর্ণনাকারী কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে তার প্রত্যাশায় তৈরি করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের শাখায় বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক আচরণকে ব্যাখ্যা করে এবং এটি মনে করা হয় যে সামাজিক কাঠামো বোঝার কার্যকর উপায় এই ধরনের ব্যক্তিগত মিথস্ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে। বিংশ শতকের সময়, জর্জ হার্বার্ট মিড এবং হার্বার্ট ব্লুমারের মত চিন্তাবিদরা এই চিন্তাধারার বিকাশ করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করত যে এই ধরনের সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলি একজনের স্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং যেভাবে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং মিথস্ক্রিয়া করে তা তাদের ক্রিয়া, ভাষা এবং অবস্থা ইত্যাদির মতো উপাদানগুলির ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। এটি বাস্তবসম্মত কর্মের সাথে বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনা এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতির সংশ্লেষণ হিসাবে সর্বোত্তম সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। 'প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া' শব্দটি অবশ্যই মিথস্ক্রিয়াটির নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র চরিত্রকে বোঝায় কারণ এটি মানুষের মধ্যে সংঘটিত হয়। বিশেষত্বের মধ্যে রয়েছে যে মানুষ একে অপরের ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে একে অপরের কর্মের ব্যাখ্যা করে। তাদের 'প্রতিক্রিয়া' সরাসরি একে অপরের ক্রিয়াকলাপে তৈরি করা হয় না বরং এর পরিবর্তে তারা এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত অর্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। সুতরাং, মানুষের মিথস্ক্রিয়া প্রতীক ব্যবহার করে, ব্যাখ্যার মাধ্যমে বা একে অপরের কর্মের অর্থ নির্ণয়ের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা হয়। এই মধ্যস্থতা মানব আচরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ব্যাখ্যার একটি প্রক্রিয়া সন্নিবেশ করার সমতুল্য। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের সংজ্ঞা নিম্নে আলোচনা করা হল –

মারভিন ই. ওলসেন (Marvin E. Olsen) এর মতে প্রতীকী তত্ত্বটি মূলত ব্যক্তি তার নিজের এবং অন্যের ক্রিয়াকলাপের বিষয়গত অর্থের সাথে সম্পর্কিত। (Symbolic theory is concerned primarily on with the subjective meanings that individual give to their own and other's action.) **ফ্রান্সিস আব্রাহামের (Francis Abraham)** মতে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি, সামাজিক ক্রিয়ার গতিশীল নিদর্শন এবং সামাজিক সম্পর্কের উপর ফোকাস করে। মিথস্ক্রিয়াকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। (Symbolic interactionism focus on the nature of interaction, the dynamic patterns of social action and social relationship. Interaction itself is taken as the unit of analysis.) **বার্নার্ড**

ফিলিপসের মতে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ হল একটি তাত্ত্বিক অভিযোজন যা ব্যক্তি পরিস্থিতি, ভূমিকা এবং স্ব-বিম্বনের সংজ্ঞার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। (Symbolic interactionism is a theoretical orientation focusing on the individuals definitions of the situation, roles and self-images.)

হার্বার্ট ব্লুমারের (Herbert Blumer) মতে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া শব্দটি অবশ্যই মানুষের মধ্যে সংঘটিত মিথস্ক্রিয়ার বিশেষত্ব এবং স্বতন্ত্র চরিত্রকে বোঝায়। (The term symbolic interaction refers, of course to the peculs and distinctive character of interaction as it takes place between beings.) **ম্যানিস এবং মেল্টজারের (Manis and Meltzer)** মতানুসারে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ মানুষের আচরণের অভ্যন্তরীণ বা ঘটনাগত দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত। (Symbolic interactionism is concerned with the inner or phenomenological aspects of human behaviour.) **L. H. Warshay-এর মতে,** ব্যাপক অর্থে মিথস্ক্রিয়াবাদ বলতে বোঝায় পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাষা, ভূমিকা, মনোভাব এবং বা নিজের উপর ফোকাস। এর সংকীর্ণ অর্থে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রস্থল যা ভাষাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীভূত, মিথস্ক্রিয়ার সমার্থক হিসাবে, এবং সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে, মন, আত্ম এবং ভূমিকা-গ্রহণের সূচনা হয়। (In broadest sense, interactionism refers to the focus on interaction, language, role, attitudes and or self. In its narrow sense, symbolic interactionsim the approach centre around language as central, as synonymous with interaction, and as the social process within mind, self and role-lacking emerge.) **Schenk এবং Holman (1980)** বলেছেন যে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া হল একটি গতিশীল তত্ত্ব কারণ এই তত্ত্ব অনুসারে বস্তুগুলি নিজেদের মধ্যে অর্থগুলিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে এবং ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের এবং তাদের আশেপাশের মানুষ এবং বস্তুর মূল্যায়নের দিক থেকে তাদের কার্যকলাপ গঠন করে। সুতরাং, সামাজিক অভিনেতারাই এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে বস্তুর অর্থকে দায়ী করে। (Symbolic interaction is a dynamic theory because according to this theory objects feature meanings within themselves and individuals formulate their activities in the direction of their evaluation of themselves and also people and objects around them.)

৪. প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল নীতিসমূহ (Basic Principles of Symbolic Interactionsim)

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল নীতিগুলি কয়েকজন প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের দ্বারা প্রণীত হয়েছে (ব্লুমার, ১৯৬৯; মেনিস ও মেল্টসার, ১৯৭৮; রোস , ১৯৬২)। এই নীতিগুলি নিম্নে আলোচিত হল –

1) জীবজগতে একমাত্র মানুষের চিন্তা করার শক্তি আছে।
2) মানুষের মধ্যে চিন্তা করার ক্ষমতা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠে।

3) মানুষ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া শব্দের অর্থ এবং প্রতীক সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে শেখে। ফলস্বরূপ, মানুষ হিসাবে তার চিন্তা করার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে থাকে।
4) অর্থ এবং প্রতীক মানুষকে মনুষ্যচিত বিশেষ ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়া করতে সাহায্য করে।
5) ব্যক্তি ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়ায় ব্যবহৃত অর্থ ও প্রতীকগুলিকে তার পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করে।
6) ব্যক্তি এই পরিবর্তনগুলি করতে সক্ষম হয় কারণ ব্যক্তি তার নিজের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তি সম্ভাব্য কর্মপন্থাগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলিকে নির্ণয় করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী একটিকে নির্বাচন করতে পারে।
7) ক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া যুগ্ম পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র সমাজ তথা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।
8) ব্লুমার ও কোহনের মতে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াদের বিষয়বস্তু হল - মানব মস্তিষ্কের ভেতর কি চলছে?

৫. **ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background)**

1920-এর দশকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ বিকশিত হয়েছিল এবং এটি এখনও শাখা/বিষয়ের কিছু ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হতে চলেছে। মাইক্রোসোসিওলজি এবং সামাজিক মনোবিজ্ঞানে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি বাস্তববাদের আমেরিকান দর্শন থেকে এবং বিশেষত সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হিসাবে জর্জ হারবার্ট মিডের কাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে (Calgar and Alver, 2015)।

উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণটি হল প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ যা পিয়ার্স, ডিউই, কুলি এবং মিডের (Peirce, Dewey, Cooley, and Mead) মতো বাস্তববাদী দার্শনিকদের মধ্যে এর ভিত্তি খুঁজে পায়। এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিস্তৃত একাডেমিক বিবরণ রয়েছে, যা জার্মান সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ, ম্যাক্স ওয়েবার (1864-1920) এবং আমেরিকান দার্শনিক, জর্জ এইচ. মিড (1863-1931) থেকে শুরু হয়েছে, যাঁরা উভয়েই মানুষের আচরণের বিষয়গত অর্থ, সামাজিক প্রক্রিয়া এবং বাস্তববাদকে তুলে ধরেছেন। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের তত্ত্বের প্রাথমিক প্রবক্তারা ছিলেন জর্জ হারবার্ট মিড এবং চার্লস হর্টন কুলি। জি.এইচ. মিড অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যেকোন তত্ত্বের সঠিক বিশ্লেষণ এই সত্যের মধ্যে রয়েছে যে এটি অন্যান্য জটিল সামাজিক সমস্যাগুলিকে ক্র্যাক করতে সহায়ক হওয়া উচিত। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া চার্লস হর্টন কুলির দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে নিজের অনুভূতি স্ব-উৎপাদিত হয় না তবে এটি উল্লেখযোগ্য অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া দ্বারা বিকশিত হয়।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের উপর মীডের বিশ্লেষণের প্রভাব এতটাই কার্যকর বলে বলা হয়েছিল যে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা তাকে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের চিন্তাধারার একজন 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। মিড একাডেমিকভাবে দর্শন বিভাগের সাথে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, অনেক সমাজবিজ্ঞানী তাকে তত্ত্বের

মাস্টার-প্রশিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করেন। রেকর্ডগুলি বলে যে, মিড কখনই তার ধারণাগুলিকে একটি বইয়ের বিন্যাসে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গুটিয়ে নেয়নি তবে তার মৃত্যুর পরে তার ছাত্ররা তা করেছিল। 1931 সালে তার মৃত্যুর পর, তার ছাত্ররা তাদের পরামর্শদাতার সাথে ক্লাস নোট এবং কথোপকথন সংগ্রহ করে এবং তার নামে মন, স্ব/নিজেকে এবং সমাজ (Mind, Self and Society) প্রকাশ করে। যদিও প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্বটি প্রায়শই মিডের সাথে সংযুক্ত, এটি হার্বার্ট ব্লুমার (1900-1987) যিনি মিডের ধারণাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের আরও পদ্ধতিগত সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিকাশ করেছিলেন। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ শব্দটি ব্লুমার দ্বারা 1937 সালে উদ্ভাবন করা হয়েছিল। তিনি 1950 এর দশকের গোড়ার দিকে শিকাগোতে এবং পরবর্তীতে ক্যালিফোর্নিয়ায় যেখানে তিনি বার্কলেতে ক্যালিফোর্নাা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সজীব (animate) রেখেছিলেন। যদিও হোল্টন এবং কোহেন যুক্তি দেন যে ব্লুমার মিড থেকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ধারণা নিয়েছিলেন, কিন্তু ব্লুমারই নির্দিষ্ট দিকগুলি বিকাশ করেছিলেন যা পরবর্তীতে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতির ভিত্তি তৈরি করেছিল।

এটি একটি সাধারণ ভুল ধারণা যে জন ডিউই এই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের নেতা ছিলেন; যাইহোক, 'দ্য হ্যান্ডবুক অফ সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিজমের' (The Handbook of Symbolic Interactionism) মতে, মিড নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি "তত্ত্বের অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে রূপান্তরিত করেছিলেন, এটিকে তাত্ত্বিক জটিলতার উচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন"। অন্য দুই তাত্ত্বিক যারা প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছেন তারা হলেন ইরজো এনজেস্ট্রোম এবং ডেভিড মিডলটন (Yrjö Engeström and David Middleton)। এনজেস্ট্রোম এবং মিডলটন "আইন আদালত, স্বাস্থ্যসেবা, কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ডিজাইন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, টেলিফোন বিক্রয়, নিয়ন্ত্রণ, মেরামত এবং অগ্রিম উৎপাদন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরণের কাজের সেটিংয়ে যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেছেন। তত্ত্বে অবদানের জন্য কৃতিত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য পণ্ডিতরা হলেন থমাস, পার্ক, জেমস, বেলউইন, জেমস, এইচডি, কোফিল্ড, পার্ক, কোভিন এবং উইর্থ (Thomas, Park, James, Horton, Cooley, Znaniecki, Baldwin, Redfield, and Wirth)।

অন্যান্য তাত্ত্বিক (Other theorists) শাখা/বিষয়ে কম প্রভাবশালী কাজ থাকা সত্ত্বেও, চার্লস হর্টন কুলি এবং উইলিয়াম আইজ্যাক থমাসকে তত্ত্বের প্রভাবশালী প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কুলির লেখাটি মিডের চিন্তাধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। কুলি সমাজকে অনুভব করেছিলেন এবং ব্যক্তিরা কেবল একে অপরের সাথে সম্পর্কের মধ্যেই বোঝা যায়। কুলির 'লুকিং-গ্লাস সেলফ' (looking glass self) এর ধারণা জর্জ হারবার্ট মিডের আত্ম (self) এবং প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল। উইলিয়াম আইজ্যাক থমাসকে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের প্রতিনিধি হিসাবেও পরিচিত করা হয়। তার প্রধান কাজ ছিল ব্যক্তি এবং 'আচরণের সামাজিক উৎস' মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সম্বোধনকারী মানব প্রেরণার একটি তত্ত্ব (Meltzer et al, 1975)। তিনি চেষ্টা

করেছেন সামাজিক জীবনে যথাযথ পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা; মানুষের প্রেরণার একটি তত্ত্ব বিকাশ; প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিকীকরণের একটি কার্যকরী ধারণা বানান; এবং বিচ্যুতি ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা।

৬. মৌলিক পূর্বানুমান এবং দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Premises and Approach)

'প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ' শব্দটি মানুষের জীবন এবং মানুষের আচরণের অধ্যয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র পদ্ধতির জন্য একটি লেবেল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। (ব্লুমার, 1939)। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের সাথে, বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতাকে অন্যদের সাথে একটি উন্নত মিথস্ক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বেশিরভাগ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা একজন ব্যক্তির সামাজিক সংজ্ঞা দ্বারা একটি ভৌত বাস্তবতার অস্তিত্বকে বিবেচনা করে যা 'বাস্তব' কিছুর সাথে সম্পর্কিত। মানুষ এভাবে এই বাস্তবতার প্রতি প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া দেখায় না, বরং বাস্তবতার সামাজিক উপলব্ধির জন্য। মানুষ তাই একটি শারীরিক বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা এবং একটি সামাজিক বাস্তবতায় বিদ্যমান।

ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই দুটি কারণে একে অপরের থেকে দূরে থাকতে পারে না। এক, তারা উভয়ই সামাজিক মিথস্ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট, এবং দুই, একটিকে অন্যটি ছাড়া পরিভাষায় বোঝা যায় না। আচরণ তাড়না বা প্রবৃত্তির মতো পরিবেশের শক্তি দ্বারা বর্ণনা করা হয় না, বরং বর্তমানে উপস্থাপিত অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উদ্দীপনাগুলির একটি প্রতিফলিত, সামাজিকভাবে বোধগম্য অর্থ দ্বারা বর্ণনা করা হয়।

হার্বার্ট ব্লুমার (1969) দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি মৌলিক পূর্বানুমান নির্ধারণ করেছেন:

1) মানুষ বিষয়বস্তুর প্রতি আচরণ করে যে অর্থের ভিত্তিতে তারা সেই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত।
2) এই ধরনের জিনিসগুলির অর্থ অন্যদের এবং সমাজের সাথে যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া রয়েছে তা থেকে উদ্ভূত হয়।
3) এই অর্থগুলি ব্যবহার করা হয় এবং এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়, একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি তার মুখোমুখি হয় তার সাথে আচরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মিথস্ক্রিয়াবাদীরা সামাজিক জীবনের বিষয়গত দিকগুলিকে জোর দেয় এবং সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যমূলক, ম্যাক্রো-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলিতে নয়। এই কেন্দ্রবিন্দুর একটি কারণ হল মিথস্ক্রিয়াবাদীরা তাদের সমাজের প্রতিবিম্বর পরিবর্তে মানুষের প্রতিবিম্বের উপর তাদের অনুমানমূলক উপলব্ধির ভিত্তিতে খুঁজে পেয়েছেন। মিথস্ক্রিয়াবাদীদের জন্য, মানুষ হল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অভিনেতা যাদের বারবার তাদের ক্রিয়াগুলিকে অন্য অভিনেতার ক্রিয়াকলাপে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। অভিযোজন তখনই হতে পারে যখন সেগুলিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায় অর্থাৎ প্রতীকীভাবে নির্দেশ করা যায়; ক্রিয়া এবং এই জাতীয় ক্রিয়াগুলির সম্পাদনকারীকে প্রতীকী বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা যায়। নিয়ন্ত্রনের এই পদ্ধতিটি একজনের কাজ করার আগে বুদ্ধিমত্তার সাথে বিকল্প

পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করার দক্ষতা দ্বারা সহায়তা করে। এই ধরনের অগ্রগতি আরও সাহায্য করে একজন ব্যক্তির নিজের কর্ম সম্পর্কে প্রতিফলিত করার এবং প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা এবং এমনকি নিজেকে প্রতীকী বস্তু হিসাবে। তাই, যেকোন মিথস্ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকের কাছে, মানুষ সক্রিয়, সৃজনশীল অংশগ্রহণকারী যারা তাদের সামাজিক জগৎ গঠন করে, সামাজিকীকরণের জন্য নিষ্ক্রিয়, অনুরূপকারী বস্তু হিসাবে নয়।

মিথস্ক্রিয়াবাদের তাত্ত্বিকের জন্য, সমাজ ব্যক্তিদের মধ্যে পরিকল্পিত এবং প্যাটার্নযুক্ত মিথস্ক্রিয়া নিয়ে গঠিত। এইভাবে, মিথস্ক্রিয়াবাদীদের অধ্যয়ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ম্যাক্রো-স্তরের কাঠামোগত সম্পর্কের পরিবর্তে অনায়াসে স্পষ্টভাবে মুখোমুখী মিথস্ক্রিয়াগুলির উপর জোর দেয়। উপরন্তু, এগুলি মিথস্ক্রিয়া এবং সেই ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ঘটনাবলীর অর্থের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মিথস্ক্রিয়াবাদীদের ঘনত্বকে স্থির নিয়ম ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় আরও অস্থির এবং বারবার পুনর্বিন্যাস সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির দিকে।

যেখানে কার্যকারিতাবাদীদের জন্য সামাজিকীকরণ সামাজিক ব্যবস্থায় দৃঢ়তা তৈরি করে, অন্যদিকে, মিথস্ক্রিয়াবাদীদের জন্য, সমাজের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা ক্ষণস্থায়ী, সামাজিকভাবে নির্মিত সম্পর্ক তৈরি করে যা সেই সম্পর্কগুলিকে পরিচালনাকারী মৌলিক কাঠামোতে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও, অপরিবর্তনীয় ওঠানামার মধ্যে থাকে।

সংক্ষেপে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলি হল মানুষের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়ায় সাংকেতিকের প্রয়োগ, ক্রিয়ার ভগ্নাংশ হিসাবে ব্যাখ্যা, যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যদের দ্বারা নির্মিত এবং নমনীয় এবং অভিযোজিত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি। এটি প্রাথমিকভাবে বৃহৎ আকারের এবং অপেক্ষাকৃত স্থির সামাজিক শক্তি এবং আইনের সাথে সম্পর্কিত কাঠামোর পরিবর্তে দৈনন্দিন জীবন এবং অভিজ্ঞতার মিথস্ক্রিয়া নিদর্শনগুলির সাথে সম্পর্কিত।

৭. জর্জ হার্বার্ট মিড (Gerorge Herbert Mead)

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত ধারণাগুলি প্রাথমিকভাবে জর্জ হার্বার্ট মিড এবং চার্লস হর্টন কুলি দ্বারা ধারণা করা হয়েছিল। মিড যুক্তি দিয়েছিলেন যে মানুষের নিজের সামাজিক পণ্য, কিন্তু এই আত্মগুলিও উদ্দেশ্যমূলক এবং সৃজনশীল এবং বিশ্বাস করতেন যে কোনও তত্ত্বের আসল পরীক্ষা হল এটি 'জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর'। মিডের প্রভাব এতটাই শক্তিশালী মনে করা হয়েছিল যে, সমাজবিজ্ঞানীরা বিবেচনা করেন তিনি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ ঐতিহ্যের একজন 'সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা' হিসাবে। যদিও মিড একটি দর্শন বিভাগে পড়াতেন, তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি পরিচিত একজন শিক্ষক হিসেবে, যিনি তাদের ক্ষেত্রের (field) শ্রেষ্ঠ মানসিকতার একটি প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কখনোই তার বিস্তৃত ধারণাগুলোকে কোনো বই বা নিয়মতান্ত্রিক গ্রন্থে তুলে ধরেননি। 1931 সালে তার মৃত্যুর পর, তার ছাত্ররা তাদের পরামর্শদাতার সাথে ক্লাস নোট এবং কথোপকথন একত্রিত করে এবং তার নামে মন, স্ব/ নিজেকে এবং সমাজ (Mind, self

and society) (1934) প্রকাশ করে। এটি একটি সাধারণ ভুল ধারণা যে জন ডিউই এই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের নেতা ছিলেন। The Handbook of Symbolic Interactionism (1969) অনুসারে, মিড নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি যিনি 'তত্ত্বের অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে রূপান্তরিত করেছিলেন, এটিকে তাত্ত্বিক জটিলতার উচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন'। মন, স্বয়ং এবং সমাজ সামাজিক মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল ধারণা তুলে ধরে। এখানে মন বলতে একজন ব্যক্তির চারপাশের বিশ্বের জন্য অর্থ/মর্মার্থ তৈরি করতে প্রতীক ব্যবহার করার ক্ষমতা বোঝায় - ব্যক্তিরা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভাষা এবং চিন্তাভাবনা ব্যবহার করে। স্ব বলতে একজন ব্যক্তির অন্যদের দ্বারা বোঝানোর উপায়ে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা বোঝায়। অবশেষে, মিডের মতে, সমাজ বলতে যেখানে এই সমস্ত মিথস্ক্রিয়া ঘটছে। মিড-এর রচনাগুলির একটি সাধারণ বিবরণ চিত্রিত করে যে কীভাবে বাইরের সামাজিক কাঠামো, শ্রেণী, এবং ক্ষমতা এবং অপব্যবহার স্ব/নিজের অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে, সমাবেশের জন্য ব্যক্তিত্ব যাচাইযোগ্যভাবে নিজেকে চিহ্নিত করার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে।

মিড আন্তঃবিষয়মূলক কার্যকলাপের তিনটি রূপ সম্পর্কে কথা বলে: ভাষা, খেলা এবং গেম (Language, play and game)। এই ধরনের প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া (সামাজিক মিথস্ক্রিয়া যা ভাগ করা (shared) প্রতীকগুলির মাধ্যমে সংঘটিত হয় যেমন শব্দ, সংজ্ঞা, ভূমিকা, অঙ্গভঙ্গি, আচার ইত্যাদি) তার সামাজিকীকরণ তত্ত্বের প্রধান দৃষ্টান্ত এবং মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া যা স্ব-এর প্রতিফলিত বস্তুনিষ্ঠতাকে সম্ভব করে তোলে। ভাষা হল যোগাযোগের একটি শক্তিশালী প্রতীক এবং যোগাযোগের এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটির মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজের প্রতি অন্যের মনোভাব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ভাষা শুধুমাত্র মনের একটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াই নয় বরং নিজের প্রাথমিক সামাজিক ভিত্তিও। ভাষাগত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তি অন্যের ভূমিকা নেয়, অর্থাৎ অন্যের প্রতীকী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের অঙ্গভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া জানায়। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্যের ভূমিকা নেওয়ার এই প্রক্রিয়াটি স্ব-বস্তুনিষ্ঠতার প্রাথমিক রূপ এবং আত্ম-উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য।

খেলা এবং গেমিং এর ক্ষেত্রে Mead এর ব্যাখ্যায় এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষাগত ক্রিয়াকলাপের মতো খেলা এবং গেমিং-এ আত্ম-সচেতনতার প্রজন্মের চাবিকাঠি হল ভূমিকা পালনের প্রক্রিয়া। শিশুটি খেলায় অন্যের ভূমিকা নেয় এবং এমনভাবে কাজ করে যেন সে/সেই অন্য। এইভাবে খেলার মধ্যে শিশুর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অন্যটি আসে তা একটি নির্দিষ্ট অন্য। গেমটিতে খেলার সাথে যুক্ত থেকে ভূমিকা পালনের আরও জটিল রূপ জড়িত। একজন ব্যক্তিকে গেমটিতে কেবলমাত্র একক এবং নির্দিষ্ট অন্যের চরিত্র নয় বরং গেমটিতে তার সাথে জড়িত অন্য সকলের ভূমিকাকে অভ্যন্তরীণ করতে হবে। তিনি অবশ্যই খেলার নিয়মগুলি হৃদয়ঙ্গম করবে/বুঝবে যা বিভিন্ন ভূমিকাকে শর্ত দেয়। ভূমিকার এই গঠন-নিয়ম অনুসারে সংগঠিত সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের মনোভাব একত্রিত করে একটি প্রতীকী ঐক্য গঠন করে: এই ঐক্য হল সাধারণীকৃত অন্যান্য।

সাধারণীকৃত অন্যান্য হল একটি সংগঠিত এবং সাধারণীকৃত মনোভাব যার প্রসঙ্গে/রেফারেন্সে ব্যক্তি তার আচরণকে সংজ্ঞায়িত করে। যখন ব্যক্তি নিজেকে সাধারণীকৃত অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে, তখন

পরিভাষা/শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থে আত্ম-সচেতনতা অর্জিত হয়। খেলা হল সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় যেখানে আত্মরুপ (selfhood) লাভ করে। সমালোচনামূলক সামাজিক তত্ত্বের বিকাশে মিডের সবচেয়ে অসামান্য অবদানগুলির মধ্যে একটি হল তার গেমগুলির বিশ্লেষণ। মিড বলেছেন যে গেম খেলার সম্পূর্ণ সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য এবং গেমটি যে পরিমাণে কাজ করে তা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি উপকরণ।

মিডের দৃষ্টিতে মানুষের চিন্তার অভিজ্ঞতা এবং আচরণ মূলত সামাজিক। প্রতীকগুলি বস্তুর উপর নির্দিষ্ট অর্থ আরোপ করে এবং এই অর্থ/মর্মার্থ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে নির্মিত এবং পুনর্গঠিত হয়। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন যেহেতু একজন মানুষের তার আচরণ নির্দেশ করার প্রবৃত্তি নেই। তিনি নির্দিষ্ট উদ্দীপনায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে জিনগতভাবে প্রোগ্রামড নন। বেঁচে থাকার জন্য তাকে অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার মাধ্যম খুঁজে বের করতে হবে এবং চিহ্নগুলি পূরণ করতে হবে। প্রতীকের মাধ্যমে অর্থ প্রকৃতির জগতে আরোপিত হয় এবং সেই জগতের সাথে মানুষের মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হয়। Mead একটি চিহ্নকে উদ্দীপক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যার প্রতিক্রিয়া আগে থেকে দেওয়া হয়। তিনি যুক্তি দেন যে ভূমিকা গ্রহণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের একটি ধারণা বিকাশ করে। নিজেকে অন্যের অবস্থানে স্থাপন করে সে নিজের দিকে ফিরে তাকাতে সক্ষম হয়। মিড দাবি করেন যে একটি স্ব-এর ধারণা তখনই বিকশিত হতে পারে যখন ব্যক্তি নিজেকে এমনভাবে বাইরে পেতে পারে যাতে নিজের কাছে একটি বস্তু হয়ে ওঠে। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ হল একটি বিরোধী তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব যা নীতিগতভাবে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অতিক্রম করতে অস্বীকার করে। এটি ধারণাগত সাধারণীকরণ এবং বিমূর্তকরণের দিকে যায় এবং ধারণাগুলিকে একটি সংবেদনশীল ক্রিয়াকলাপে সর্বোত্তমভাবে কাজ করার অনুমতি দেয়। তারা সর্বদা সাধারণ পরিস্থিতির একটি সেটের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

জর্জ হারবার্ট মিড বিশ্বাস করতেন যে মানুষ অন্য মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া দ্বারা প্রতিবিম্ব (Self-image) বিকাশ করে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্ব, যা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অংশ যা আত্ম-সচেতনতা এবং স্ব-প্রতিবিম্ব সমন্বিত, সামাজিক অভিজ্ঞতার একটি পণ্য/উৎপাদিত বস্তু। তিনি কীভাবে আত্ম বিকাশ করে সে সম্পর্কে চারটি ধারণার রূপরেখা দিয়েছেন:

(i) স্ব শুধুমাত্র সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। মিড ফ্রয়েডের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে ব্যক্তিত্ব আংশিকভাবে জৈবিক চালনা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(ii) সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রতীক বিনিময় (Symbol exchange) নিয়ে গঠিত। Mead অর্থ/মর্মার্থ বোঝাতে ভাষা এবং অন্যান্য প্রতীক/চিহ্নের বিশেষ করে মানুষের ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে।

(iii) তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের উদ্দেশ্য জানার জন্য পরিস্থিতি উপলব্ধি/কল্পনা করা প্রয়োজন। মিড বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক অভিজ্ঞতা আমাদের নিজেদেরকে অন্যদের মতো দেখার উপর নির্ভর করে, বা, যেমন এটি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন, 'অন্যের ভূমিকা নেওয়া'।

(iv) অন্যের ভূমিকা বোঝার ফলে আত্ম-সচেতনতা তৈরি হয়। মিড দাবি করেছেন যে একটি সক্রিয় 'আমি' স্ব এবং একটি উদ্দেশ্যমূলক 'আমি' স্ব রয়েছে। 'আমি' স্ব সক্রিয় এবং ক্রিয়া শুরু করে। অন্যরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তার উপর নির্ভর করে 'আমি' নিজে চলতে থাকে, বাধা দেয় বা ক্রিয়া পরিবর্তন করে।

মিড বিশ্বাস করতেন যে স্ব-বিকাশের চাবিকাঠি হল অন্যের ভূমিকা বোঝা। তিনি জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিকাশের প্রক্রিয়ার পদক্ষেপের রূপরেখাও দিয়েছেন। এখানে Ritzer (1992: 369) পর্যবেক্ষণ করেছেন, "Mead-এর তত্ত্ব সামাজিক জগতের প্রাধান্য এবং অগ্রাধিকার প্রদান করে। অর্থাৎ, এটি সামাজিক জগতের বাইরে চেতনা, মন, স্ব এবং আরও অনেক কিছুর উদ্ভব হয়। তার সামাজিক তত্ত্বের সবচেয়ে মৌলিক একক হল আইন (act), যার মধ্যে রয়েছে চারটি দ্বান্দ্বিকভাবে সম্পর্কিত, আবেগ (impulse), উপলব্ধি (perception) হাতের কৌশল (Manipulation), পরিপূর্ণতা (consummation)"।

৮. হার্বার্ট ব্লুমার (Herbert Blumer)

হার্বার্ট ব্লুমার ছিলেন মিডের ছাত্র, যিনি 1937 সালে 'প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ' শব্দটি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এই মৌলিক বিষয়গুলির রূপরেখা দিয়েছিলেন: মানুষ সেই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত অর্থের উপর ভিত্তি করে বিষয়গুলির সাথে যোগাযোগ করে; বিষয়ের বর্ণিত অর্থ অন্যদের এবং সমাজের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়া থেকে আসে; নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিষয়গুলির সাথে কাজ করার সময় কোনও ব্যক্তি দ্বারা বিষয়গুলির অর্থ ব্যাখ্যা করা হয় (Blumer, 1969)। আপনি যদি বই পছন্দ করেন, উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী প্রস্তাব করতে পারেন যে আপনি পরিবার, বন্ধুবান্ধব, স্কুল বা শিক্ষকের সাথে আপনার মিথস্ক্রিয়ায় শিখেছেন বইগুলি ভাল বা গুরুত্বপূর্ণ; হতে পারে আপনার পরিবারের প্রতি সপ্তাহে একটি বিশেষ পড়ার সময় ছিল, আপনার লাইব্রেরি কার্ড পাওয়াকে একটি বিশেষ ইভেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

সামাজিক বিজ্ঞানীরা যারা প্রতীকী-মিথস্ক্রিয়াবাদী চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করেন ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করার ধরণগুলি সন্ধান করেন। তাদের গবেষণায় প্রায়ই একের পর এক মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, যখন রাজনৈতিক প্রতিবাদ অধ্যয়নরত একজন দ্বন্দ্ব তত্ত্ববিদ শ্রেণী পার্থক্যের উপর আলোকপাত করতে পারেন, তখন একজন প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী প্রতিবাদকারী গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা কীভাবে যোগাযোগ করে, সেইসাথে প্রতিবাদকারীরা তাদের বার্তা যোগাযোগের জন্য যে চিহ্ন এবং প্রতীকগুলি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে আরও আগ্রহী হবেন। সমাজ গঠনে প্রতীকের গুরুত্বের উপর আলোকপাত এর ক্ষেত্রে এরভিং গফম্যান (Erving Goffman) (1922-1982) এর মতো সমাজবিজ্ঞানীদের নাটকীয় (Dramaturgical) বিশ্লেষণ নামে একটি কৌশল তৈরি করতে পরিচালিত করেছিল। গফম্যান (Goffman) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া জন্য একটি উপমা (Analogy) হিসাবে থিয়েটার ব্যবহার করেন এবং স্বীকৃত যে মানুষের মিথস্ক্রিয়া সাংস্কৃতিক 'স্ক্রিপ্ট'/লিপির নিদর্শন দেখায়। কারণ এটি

অস্পষ্ট হতে পারে যে একজন ব্যক্তি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে কী ভূমিকা পালন করতে পারে, পরিস্থিতি উদ্ঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার ভূমিকা উন্নত (Develop) করতে হবে (Goffman, 1958)।

গঠনবাদ (Constructivism) হল প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া তত্ত্বের একটি ব্যাপ্তি/সম্প্রসারণ প্রস্তাব করে যে বাস্তবতাই যা মানুষ জ্ঞানগতভাবে এটিকে তৈরি করে। আমরা অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াগুলির উপর ভিত্তি করে সামাজিক গঠনগুলি বিকাশ করি, এবং সময়ের সাথে সাথে স্থায়ী হওয়া সেইগুলি হল সেইগুলির অর্থ যা সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে সম্মত বা সাধারণভাবে গৃহীত হয়। এই পদ্ধতিটি প্রায়ই একটি সমাজের মধ্যে বিচ্যুতি (Deviance) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তা বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিচ্যুতির কোন চরম/নিখুঁত সংজ্ঞা নেই, এবং বিভিন্ন সমাজ বিচ্যুতির জন্য বিভিন্ন অর্থ তৈরি করেছে, সেইসাথে বিচ্যুতির সাথে বিভিন্ন আচরণকে যুক্ত করেছে। একটি সমাজের জন্য যা বিচ্যুত তা অন্যদের জন্য স্বাভাবিক হতে পারে।

হার্বার্ট ব্লুমার তার প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের তত্ত্বের জন্য তিনটি মৌলিক পূর্বানুমান চিহ্নিত করেছেন যা নিম্নরূপ:

(i) মানুষ সেই বিষয়/জিনিসগুলির জন্য যে অর্থ বর্ণনা করে তার ভিত্তিতে বিষয়/জিনিসগুলির প্রতি আচরণ করে।

(ii) এই জাতীয় বিষয়/জিনিসগুলির অর্থ অন্যের সাথে এবং সমাজের সাথে যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া রয়েছে তা থেকে উদ্ভূত হয়।

(iii) এই অর্থ পরিচালিত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি তার মুখোমুখি হওয়া বিষয়/জিনিসগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ব্যবহার করে (Blumer, 1969)।

অন্য দিকে, মানুষের মিথস্ক্রিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মতো একইভাবে নির্ধারিত হয় না। অথবা ব্যক্তিরা সরাসরি একে অপরের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় না, যেমন শক্তির উপর কাজ করে বা উদ্দীপক হিসাবে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। বরং মানুষ একে অপরের ক্রিয়া, অঙ্গভঙ্গি বা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে পরোক্ষভাবে যোগাযোগ করে। এই অর্থে, মিথস্ক্রিয়া প্রতীকী যে এটি মধ্যস্থতা, বিনিময় এবং প্রতীকগুলির ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঘটে। একজন ব্যক্তির ক্রিয়া নিজের বাইরের অর্থকে বোঝায় যা অন্যের প্রতিক্রিয়ার জন্য আহ্বান করে: এটি নির্দেশ করে যে প্রাপকের কী করা উচিত; এটি নির্দেশ করে যে অভিনেতা কি করতে চান; এবং তারা একসাথে পরিস্থিতির একটি পারস্পরিক সংজ্ঞা তৈরি করে, যা যৌথ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করে। সামাজিক জীবনকে একত্রে স্ট্রিং বা একাধিক যৌথ কর্মের সারিবদ্ধ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

হার্বার্ট ব্লুমার লক্ষ্য করেছেন যে ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে বিষয়/জিনিসগুলির প্রতি সেই অর্থের উপর ভিত্তি করে কাজ করে যা ইতিমধ্যেই রয়েছে এবং এই অর্থ/মর্মার্থ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। ব্লুমার ছিলেন একজন সামাজিক নির্মাণবাদী, এবং জন ডিউই দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন; এই তত্ত্বটি খুবই অভূতপূর্ব-ভিত্তিক। প্রদত্ত যে ব্লুমার সর্বপ্রথম প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াকে একটি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, তিনি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াটির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ যে সর্বাধিক মানবিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকে তা হল একে অপরের সাথে কথা বলা। ব্লুমারের মতে, মানব গোষ্ঠীগুলি মানুষ দ্বারা

তৈরি করা হয় এবং এটি শুধুমাত্র তাদের মধ্যকার কাজ যা একটি সমাজকে সংজ্ঞায়িত করে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মিথস্ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তিরা "অনুমোদন, ব্যবস্থা এবং পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে সাধারণ প্রতীকগুলি তৈরি করতে সক্ষম হয়" (Blumer, 1969)। এটা বলার পর, মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যার পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা গঠিত হয়, যা সামাজিকীকরণের ভিত্তি তৈরি করে। ব্লুমারের দৃষ্টিতে 'সমাজ একটি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া' (Turner, 1995: 352)।

৯. প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অনুমান এবং পূর্বানুমান (Assumptions and Premises of Symbolic Interctionism)

বেশিরভাগ প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা বিশ্বাস করেন যে একজন ব্যক্তির সামাজিক সংজ্ঞা দ্বারা প্রকৃত বাস্তবতা বিদ্যমান, এবং সামাজিক সংজ্ঞাগুলি আংশিকভাবে বা 'বাস্তব' কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। মানুষ এভাবে এই বাস্তবতার প্রতি সরাসরি সাড়া দেয় না, কিন্তু বাস্তবতার সামাজিক উপলব্ধির প্রতি; অর্থাৎ, তারা এই বাস্তবতার প্রতি পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এক ধরনের মাপনীর মাধ্যমে যা ব্যক্তিদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত। এর অর্থ হল যে মানুষ বাস্তবতা দ্বারা গঠিত ভৌত স্থান নয়, কিন্তু শুধুমাত্র 'বস্তু' দ্বারা গঠিত 'জগতে' বিদ্যমান।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমান রয়েছে:

(i) ব্যক্তি যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ তৈরি করে।

(ii) আত্ম-ধারণা হল আচরণের প্রেরণা।

(iii) ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে একটি অনন্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অন্তর্নিহিত অনুমানগুলির কিছু সংজ্ঞায়িত করার পরে, প্রতিটি অনুমান সমর্থন করে এমন প্রাঙ্গনে সম্বোধন করা প্রয়োজন। ব্লুমারের মতে, তিনটি পূর্বানুমান রয়েছে যা উপরের অনুমান থেকে প্রাপ্ত করা যেতে পারে (ব্লুমার, 1969)।

পূর্বানুমান (Premise) (1): "মানুষ বিষয়বস্তুর (things) প্রতি আচরণ করে যে অর্থের ভিত্তিতে তারা সেই জিনিসগুলির সাথে সম্পর্কিত"।

প্রথম ভিত্তির মধ্যে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকে যা একজন মানুষ তার জগতে লক্ষ্য করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে শারীরিক বস্তু, ক্রিয়া এবং ধারণা। মূলত, ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এই বিবৃতিগুলিকে দেওয়া ব্যক্তিগত অর্থের ভিত্তিতে বস্তু এবং অন্যদের প্রতি আচরণ করে। ব্লুমার ব্যক্তিগত আচরণের পিছনে অর্থের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, বিশেষ করে বলতে গেলে, সেই ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণগুলির জন্য মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

পূর্বানুমান (Premise) (2): "এই ধরনের বিষয়বস্তুর (things) অর্থ অন্যের সাথে এবং সমাজের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়"।

দ্বিতীয় পূর্বানুমান ব্যাখ্যা করে যে এই জাতীয় বিষয়বস্তুর অর্থ অন্য মানুষের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। ব্লুমার, মিডকে অনুসরণ করে, দাবি করেছেন যে ব্যক্তিরা একে অপরের ক্রিয়াকলাপে কেবল প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে একে অপরের ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে বা সংজ্ঞায়িত করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। তাদের 'প্রতিক্রিয়া' সরাসরি একে অপরের ক্রিয়াকলাপে তৈরি করা হয় না বরং এর পরিবর্তে তারা এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত অর্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এইভাবে, মানুষের মিথস্ক্রিয়া প্রতীক এবং তাৎপর্য ব্যবহার করে, ব্যাখ্যার মাধ্যমে বা একে অপরের কর্মের অর্থ নির্ণয়ের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা হয়।

অর্থ (meaning) মঞ্জুর করা হয় এবং একটি গুরুত্বহীন উপাদান হিসাবে একপাশে ঠেলে দেওয়া হয় যা তদন্ত করার প্রয়োজন নেই, অথবা এটি একটি নিছক নিরপেক্ষ সংযোগ হিসাবে বিবেচিত হয় বা মানুষের আচরণের জন্য দায়ী কারণ বা উপাদানগুলির মধ্যে একটি কার্যকারণ শৃঙ্খল (chain) এবং এই ধরনের কারণগুলির পণ্য হিসাবে এই আচরণকে বিবেচনা করা হয়।

পূর্বানুমান (Premise) (3): "একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া বিষয়বস্তুগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থগুলি পরিচালনা করা হয় এবং পরিবর্তিত হয়"।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীরা চিন্তাভাবনাকে একটি অভ্যন্তরীণ কথোপকথন হিসাবে বর্ণনা করে। মিড এই অভ্যন্তরীণ সংলাপকে মাইন্ডিং (Minding) বলে, যা একজনের চিন্তা প্রক্রিয়ার বিলম্ব যা ঘটে যখন কেউ চিন্তা করে যে তারা পরবর্তী কী করবে। একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া বিষয়বস্তুগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থগুলি পরিচালনা করা হয় এবং পরিবর্তিত হয়। একটি কঠিন পরিস্থিতির মর্মার্থ/অর্থ বাছাই করার জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের সাথে কথা বলি। তবে প্রথমে আমাদের ভাষা দরকার। আমরা চিন্তা করার আগে, আমাদের অবশ্যই প্রতীকীভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে। প্রতীক, আলোচনার অর্থ এবং সমাজের সামাজিক নির্মাণের উপর জোর দেওয়া মানুষের ভূমিকার প্রতি মনোযোগ এনে দেয়। ভূমিকা গ্রহণ একটি মূল প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিদের অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি দেখার অনুমতি দেয় যে অন্য ব্যক্তির কাছে একটি কর্মের অর্থ কী হতে পারে তা বোঝার জন্য। অল্প বয়সে ভূমিকা নেওয়া আমাদের জীবনের একটি অংশ, উদাহরণস্বরূপ, কিছু খেলা বা অন্য কেউ হওয়ার অভিনয় করা। ভূমিকার একটি উন্নতিমূলক গুণ আছে; যাইহোক, অভিনেতারা প্রায়ই একটি স্ক্রিপ্ট গ্রহণ করে যা তারা অনুসরণ করে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমিকার অনিশ্চয়তার কারণে, ভূমিকা তৈরির বোঝা ব্যক্তির পরিস্থিতির উপর বর্তায়। এই অর্থে, আমরা আমাদের পরিবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (Garfinkel, 1967)।

Joel M. Charon (2004) অনুসারে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের পাঁচটি কেন্দ্রীয় ধারণা রয়েছে। যথা:

(1) **সমস্ত আচরণের ভিত্তি হিসাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social interaction as the basis of all behavior)**

মানুষকে অবশ্যই একজন সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে বুঝতে হবে। এটি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া জন্য অবিরত অন্বেষণ, আমরা যা করি তা করতে পরিচালিত করে। ব্যক্তি এবং তার ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করার পরিবর্তে, বা

কীভাবে সমাজ বা সামাজিক পরিস্থিতি মানুষের আচরণের কারণ হয়, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ অভিনেতাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ক্রিয়াকলাপগুলিতে আলোকপাত করে। মিথস্ক্রিয়া হল অধ্যয়নের মৌলিক একক। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, তেমনি সমাজও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তৈরি হয়। আমরা যা করি তা আমাদের জীবদ্দশায় আগে অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং এটি এখন আমাদের মিথস্ক্রিয়া উপর নির্ভর করে। আমরা যা করি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া তার কেন্দ্রবিন্দু। আমরা যদি কোন কর্মের কারণ বুঝতে চাই তবে আমাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় আলোকপাত করা উচিত। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।

(২) **চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষ** (Human as a thinking being) মানুষকে একটি চিন্তাশীল সত্তা হিসাবে বুঝতে হবে। মানুষের ক্রিয়া কেবল ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া নয়, ব্যক্তির মধ্যেও মিথস্ক্রিয়া। এটি আমাদের ধারণা বা মনোভাব বা মূল্যবোধ নয় যা চিন্তার অবিরত সক্রিয় চলমান প্রক্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কেবল শর্তযুক্ত নই, আমরা কেবল এমন প্রাণী নই যারা আমাদের চারপাশের মানুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, আমরা কেবল সমাজের পণ্য/উৎপাদিত বস্তু নই। আমরা সবাই চিন্তাশীল প্রাণী, আমরা অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার সাথে সাথে সবসময় নিজেদের সাথে কথা বলি। আমরা যদি কারণ বুঝতে চাই, মানুষের চিন্তাভাবনার দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

(3) **মানুষ তাদের পরিবেশকে সংজ্ঞায়িত করে** (Human define their environment) মানুষ তাদের পরিবেশকে সরাসরি উপলব্ধি করে না, পরিবর্তে, মানুষ তাদের নিজস্ব উপায়ে পরিস্থিতিকে সংজ্ঞায়িত করে। পরিবেশ আসলে বিদ্যমান থাকতে পারে, তবে এর মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের ধারণা। ধারণা কেবল এলোমেলোভাবে (randomly) ঘটে না; পরিবর্তে, এটি চলমান সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং চিন্তাভাবনার ফলাফল। প্রত্যেক মানুষের অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা করার নিজস্ব উপায় আছে।

(4) **সমস্ত মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া** (All human actions are reactions) মানুষের কর্মের কারণ আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে যা ঘটছে তার ফলাফল। বর্তমান সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, বর্তমান চিন্তাভাবনা এবং বর্তমান ধারণার মধ্যে কারণ উদ্ঘাটিত হয়। এটি আমাদের অতীতে আমাদের সাথে সমাজের সম্মুখীন নয় যা ক্রিয়া সৃষ্টি করে বা এটি আমাদের নিজস্ব অতীত অভিজ্ঞতা যা করে না। পরিবর্তে, এটি, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, চিন্তাভাবনা, বর্তমানের পরিস্থিতির ধারণা। প্রাথমিকভাবে আমাদের অতীত আমাদের ক্রিয়াকলাপে প্রবেশ করে কারণ আমরা এটি সম্পর্কে চিন্তা করি এবং এটি বর্তমান পরিস্থিতির ধারণায় প্রয়োগ করি।

(5) **মানুষ সর্বদা তাদের পরিবেশে সক্রিয় থাকে** (Humans are always active in their environment) মানুষকে তাদের পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত সক্রিয় প্রাণী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। কন্ডিশনিং, রেসপন্সিং, নিয়ন্ত্রিত, বন্দী, এবং গঠনের মতো শব্দগুলি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়ায় মানুষের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় না। অন্যান্য সামাজিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে, মানুষকে তাদের পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিষ্ক্রিয় বলে মনে করা হয় না, তবে তারা যা করে তার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় - এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় তিনটি মূল প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে:
ব্যক্তিরা তাদের অভিপ্রায়/অর্থের ভিত্তিতে একে অপরকে বিষয়বস্তুর প্রতি আচরণ করে; এই অভিপ্রায়/অর্থ অন্যদের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মাধ্যমে উদ্ভূত হয়; এবং এই অভিপ্রায়/অর্থগুলি একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত এবং রূপান্তরিত হয় যা ব্যক্তিগণ তাদের সামাজিক বিশ্ব গঠন করে এমন বস্তুগুলিকে বোঝাতে এবং পরিচালনা করতে ব্যবহার করে। এই দৃষ্টিকোণটিকে তিনটি মূল নীতি হিসাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে - অভিপ্রায়/অর্থ, ভাষা এবং চিন্তা - যার মধ্যে সামাজিক নির্মাণ গঠিত হয় (Hall, 2007)। অভিপ্রায়/অর্থের নীতি মানুষের আচরণের কেন্দ্রবিন্দু। ভাষা প্রতীকের উপায় প্রদান করে অর্থ প্রদান করে। এই প্রতীকগুলি পশুদের থেকে মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে আলাদা করে। মানুষ প্রতীকের অর্থ, ভাষা দিয়ে এই বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে পারে। পরিবর্তে, প্রতীকগুলি যোগাযোগের ভিত্তি তৈরি করে। যে কোনো ধরনের যোগাযোগমূলক কাজ গঠনের জন্য প্রতীকগুলো অপরিহার্য উপাদান হয়ে ওঠে। চিন্তাভাবনা ব্যক্তিদের ব্যাখ্যাকে পরিবর্তন করে কারণ এটি প্রতীকগুলির সাথে সম্পর্কিত।

ব্লুমারের পূর্বের কাজকে মাথায় রেখে ডেভিড এ. স্নো (David . Snow, 2001: 367-377) চারটি বৃহত্তর এবং মৌলিক অভিমুখী নীতির পরামর্শ দেয়: মানব সংস্থা, মিথস্ক্রিয়া নির্ধারণ, প্রতীকীকরণ এবং উত্থান। ডেভিড স্নো সামাজিক আন্দোলনের অধ্যয়নে অবদান সনাক্তকরণ এবং আলোচনা করার জন্য বিষয়ভিত্তিক ভিত্তি হিসাবে এই চারটি নীতি ব্যবহার করে।

মানব সংস্থা (Human agency) মানব সংস্থা মানব অভিনেতাদের সক্রিয়, ইচ্ছাকৃত, লক্ষ্য-সন্ধানী চরিত্রের উপর জোর দেয়। সংস্থার উপর জোর দেওয়া সামাজিক জীবনের সেই ক্রিয়া, ঘটনা এবং মুহূর্তগুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে যেখানে এজেন্টিক (agentic) ক্রিয়া বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়।

মিথস্ক্রিয়া নির্ধারণ (Interactive determination) মিথস্ক্রিয়া নির্ধারণ বিশ্লেষণের ফোকাল বস্তুগুলির বোধগম্যতা নির্দিষ্ট করে, সেগুলি স্ব-ধারণা, পরিচয়, ভূমিকা, অনুশীলন বা এমনকি সামাজিক আন্দোলন। মূলত এর অর্থ, ব্যক্তি, সমাজ, স্ব/নিজে বা অন্য কেউই কেবল একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং তাই তাদের মিথস্ক্রিয়া পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায়।

প্রতীকীকরণ (Symbolization) প্রতীককরণ সেই প্রক্রিয়াগুলিকে জোর দেয় যার মাধ্যমে ঘটনা এবং অবস্থা, নিদর্শন, মানুষ এবং অন্যান্য পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যগুলি যা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে, প্রায় শুধুমাত্র অভিমুখিকরনের বস্তুতে পরিণত হয়। মানুষের আচরণ আংশিকভাবে অভিমুখিকরনের বস্তুর প্রতীক বা অর্থের উপর নির্ভর করে।

উৎপত্তি (Emergence) উৎপত্তি সামাজিক জীবনের প্রক্রিয়াগত এবং অ-অভ্যাসগত দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, শুধুমাত্র সামাজিক জীবনের সংগঠন এবং গঠনের উপর নয়, এর সাথে সম্পর্কিত অর্থ এবং অনুভূতিতেও মনোযোগ দেয়। উৎপত্তির মুখ্য হল আমাদের শুধু সামাজিক জীবন ও ব্যবস্থার অর্থের নতুন রূপের সম্ভাবনাই নয়, তবে, সামাজিক সংগঠনের বিদ্যমান রূপগুলির পরিবর্তনের কথাও বলে।

সাংকেতিক মিথস্ক্রিয়াবাদের গবেষণা পদ্ধতি (Research methodology of symbolic interactioism)
বেশিরভাগ মিথস্ক্রিয়াবাদী গবেষণা গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেমন অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং/অথবা ব্যক্তিদের নিজের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ গবেষকদের প্রতীক এবং অর্থ উপলব্ধি করা, যেমন হাওয়ার্ড এস. বেকারের আর্ট ওয়ার্ল্ডস (Howaard S. Becker's Art Worlds) (2008) এবং আর্লি হচসচাইল্ডের দ্য ম্যানেজড হার্ট (Arile Hochschild's The Mnaged Heart) (2012)। তারা যুক্তি দেয় যে অংশগ্রহণকারীদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে নিবিড় যোগাযোগ এবং নিমজ্জন কর্মের অর্থ বোঝার জন্য, পরিস্থিতি সংজ্ঞায়িত করার জন্য এবং অভিনেতারা তাদের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা পরিস্থিতি তৈরি করার প্রক্রিয়াটি প্রয়োজনীয়। এই নিবিড় যোগাযোগের কারণে, মিথস্ক্রিয়া মূল্য প্রতিশ্রুতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে পারে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, তারা কি অধ্যয়ন করবেন তা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবোধ ব্যবহার করে; যাইহোক, তারা কিভাবে গবেষণা পরিচালনা করে তা উদ্দেশ্যমূলক হতে চায়। অতএব, প্রতীকী-মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি হল একটি মাইক্রো-স্তর অভিমুখিকরন যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষের মিথস্ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে।

যে অধ্যয়নগুলি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সেগুলি গুণগত গবেষণা পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার সম্ভাবনা বেশি, যেমন গভীর সাক্ষাৎকার বা অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ, কারণ তারা গবেষণার বিষয়গুলি প্রাণবন্ত করে এমন প্রতীকী জগতগুলি বুঝতে চায়।

১০. সারাংশ (Summary)

যদিও অধ্যায়টি তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা, তবে বিষয়ের কিছু জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে আরও একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হল।

মানুষ, নিম্ন প্রাণীদের থেকে ভিন্ন, চিন্তা করার ক্ষমতায় প্রতিভাশালী। চিন্তার ক্ষমতা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ একটি সামাজিক তত্ত্ব যা ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ, ব্যাখ্যা এবং সমন্বয়ের নিদর্শনগুলির বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়।

এই তত্ত্বটি বিভিন্ন প্রতীকের অর্থ সংযুক্ত করে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে এবং সমাজের অভ্যন্তরে কীভাবে যোগাযোগ করে সে সম্পর্কে বোঝার রূপরেখা দেয়।

মৌখিক এবং অমৌখিক উভয় প্রতিক্রিয়া যা একজন শ্রোতা প্রদান করেন, একইভাবে মূল বর্ণনাকারী কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে তার প্রত্যাশায় তৈরি করা হয়।

গফম্যান (Goffman) নাটকীয়ভাবে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন, থিয়েটারের সাথে একটি সাদৃশ্য ব্যবহার করে, মানুষের সামাজিক আচরণকে কমবেশি ভালোভাবে স্ক্রিপ্ট করা এবং মানুষের সাথে ভূমিকা গ্রহণকারী অভিনেতা হিসাবে দেখা যায়।

মীডের জন্য, স্ব এবং ভাষার বিকাশ সম্পূর্ণরূপে একে অপরের সাথে আবদ্ধ এবং উপপাদ্যটিকে (theorem) শক্তিশালী করার জন্য মিড অঙ্গভঙ্গি/ভঙ্গিমা সম্পর্কে যা শিখেছে তা প্রকাশ করার মাধ্যমে শুরু হয়।

ব্লুমার অনুমান করেছিলেন যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিরা সমাজ তৈরি করেছে। শেষ পর্যন্ত এর অর্থ হল সামাজিক বাস্তবতা শুধুমাত্র মানুষের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে টিকে থাকে।

ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়াগুলির পরস্পর জড়িত নিদর্শনগুলি গোষ্ঠী এবং সমাজ তৈরি করে।

১১. স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অর্থ এবং সংজ্ঞা লেখ।
2) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মূল নীতিসমূহ উল্লেখ কর।
3) প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের অনুমান এবং পূর্বানুমান উল্লেখ কর।
4) জর্জ হার্বার্ট মিড সম্পর্কে লেখ।

১২. তথ্যসূত্র (References)

1) Abraham, M. F. (2018). *Modern Sociological Theory.* New Delhi: Oxford University Press.
2) Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
3) Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspectives and Method.* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hll.
4) Caglar, S. & Alver, f. (2015). The impact of symbolic interactionism on research studies about communication science. *International Journal of Arts and Sciences, 8*, 479-484.
5) Hall, P. M. (2007). Symbolic interaction: Blackwell Encyclopaedia of Sociology. London: Blackwell Press.
6) Jacob, A. (2004). *Education: Sociological Perspective.* Jaipur: Rawat Publications.
7) Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India.* Jaipur: Rawat Publications.
8) Meltzer, B. N. & Petras, J. W. & Reynolds, L. T. (1975). *Symbolic Interactionism:Genesis, Varieties and Criticsim.* London: Routledge & Kegan Paul.

9) Mondal, A. & Nijairul, I. (Eds.) (2021). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
10) Mondal, A., Bachhar, S. & De, M. M. (2021). *Sociological Foundations of Education* (in Bengali). Kolkata: Aahelli Publishers.
11) Rao, C.N. Shankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought.* New Delhi: S. Chand & Company Ltd.
12) Ritzer, G. (1992). *Sociological Theory (3rd Ed.).* Singapore: McGraw Hill Co.
13) Singh, J. P. (2021). *Contemporary Sociological Theories.* New Delhi: Rawat Publications.
14) Stryker, S. & K.D. Vryan (2003). The symbolic interactionist frame. *Handbook of Social Psycchology*, Edt: J.D. Delamater, NewYork: Springer.
15) Sule, M. N. (2012). Symbolic Interactionism (SI) As a Sociological Theory and its Application to Classroom Learning. *Education and Development in Africa: Interfaces, Issues and Perspectives.* 121-125.
16) Turner, J. H. (1995). *The Structure of Sociological Theory.* Jaipur: Rawat Publications.
17) Utkal University (2018). Module- Modern Sociological Theory (M. A. in Sociology). Centre for Distance and Online Education, Utkal University.

একক ২: কাঠামোগত-কার্যবাদ

(Structural Functionalism)

গঠন (Structure)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ ভূমিকা (Introduction)

২.৩ সামাজিক কাঠামোবাদ (Social Structuralism)

২.৩.১ সামাজিক কাঠামোর ধারণা (Concept of Social structure)

২.৩.২ হার্বার্ট স্পেনসারের অভিমত (Herbert Spencer's Opinion)

২.৩.৩ সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ (Components of Social Structure)

২.৪ সামাজিক কার্য (Social Function)

২.৪.১ কার্যবাদ (Functionalism)

২.৪.২ কার্যবাদের প্রধান তাত্ত্বিক (Main theorists of functionalism)

২.৫ কাঠামোগত-কার্যবাদ (Structural Functionalism)

২.৫.১ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (Sociological perspective)

২.৫.২ গঠনমূলক কার্যবাদের মূল ধারণা (Key Concepts of Structural Functionalism)

২.৫.৩ শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানে গঠনমূলক কার্যবাদ (Structural Functionalism in educational sociology)

২.৫.৪ (Conclusion)

২.৬ সারাংশ (Summary)

২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives) :

সামাজিক কাঠামোর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

হার্বার্ট স্পেনসারের সামাজিক কাঠামো সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে ।

সামাজিক কার্য ও কার্যবাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

কার্যবাদের প্রধান তাত্ত্বিকদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

কাঠামোগত-কার্যবাদের মূল ধারণাগুলি আলোচনা করতে পারবে ।

শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানে কাঠামোগত-কার্যবাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে ।

২.২ ভূমিকা (Introduction) :

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমাজ একটি জটিল কাঠামো ও সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত, যা বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের কার্যকর আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক কাঠামোবাদ (Social Structuralism) এবং কার্যবাদ (Functionalism) সমাজ বিশ্লেষণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচিত। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়েই গঠনমূলক কার্যবাদ (Structural Functionalism)-এর উদ্ভব ঘটে, যা সমাজকে একদিকে যেমন একটি গঠিত কাঠামো হিসেবে দেখে, অন্যদিকে তা মানব চিন্তা, ভাষা ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্রমাগত গঠিত ও পুনর্গঠিত হয় বলেও ব্যাখ্যা করে। এই অধ্যায়ে আমরা সামাজিক কাঠামোর ধারণা, কার্যবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং গঠনমূলক কার্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো, যাতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক আরও পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়।

২.৩ সামাজিক কাঠামোবাদ (Social Structuralism) :

সমাজতত্ত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ধারণা হল সামাজিক কাঠামো। এই কাঠামোর মধ্যেই সমাজজীবনের সকল উপাদান ও ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ধরন নিহিত থাকে। স্থান ও কাল অনুযায়ী সামাজিক কাঠামোতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সামাজিক কাঠামোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ একে আদর্শমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Normative View) থেকে বিশ্লেষণ করেছেন—স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা উভয় দিক বিবেচনা করে। অন্যদিকে, মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক কাঠামোকে একটি দ্বান্দ্বিক একত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে অর্থনৈতিক ভিত্তি ও মতাদর্শগত উপরিসৌধের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া দ্বান্দ্বিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৩.১ সামাজিক কাঠামোর ধারণা (Concept of Social structure) :

সমাজের সঠিক ও সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই। অনেক সমাজতত্ত্ববিদের মতে, সমাজতত্ত্বের অন্যতম মুখ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল সমাজ-কাঠামো সম্পর্কিত আলোচনা। বাস্তবিক অর্থে, যে কোনও সমাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে, এবং এই সমস্ত বিষয়ের সমন্বয়েই গঠিত হয় একটি সংগঠিত কাঠামো, যাকে সামাজিক কাঠামো নামে অভিহিত করা হয়।এই সামাজিক কাঠামোই সমাজতত্ত্বের

অন্যতম কেন্দ্রীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বের ভিত্তিতে সামাজিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে সমাজতত্ত্বে তত্ত্বগত বৈচিত্র্য ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ টি. এস. বটোমোর (T. S. Bottomore) তাঁর "Sociology" গ্রন্থে যথার্থভাবে মন্তব্য করেছেন: "Social structure is one of the central concepts of sociology, but it has not been employed consistently or unambiguously." অর্থাৎ, সামাজিক কাঠামো সমাজতত্ত্বের একটি মূল ধারণা হলেও এর ব্যবহার সবসময় একরকম বা নির্ধারিতভাবে হয়নি।

সামাজিক কাঠামোর আলোচনা প্রসঙ্গে নাদেল (S. F. Nadel)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর The "Theory of Social Structure" শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে, প্রত্যেক সমাজে ব্যক্তিমাত্রেই কতকগুলি ভূমিকা পালন করে থাকে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের ভূমিকার বাস্তব রূপ থেকেই সামাজিক কাঠামোকে জানতে পারা যায়। তাঁর অভিমত অনুসারে, সমাজের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের আচার-আচরণ থেকে বিমূর্ত কৃত বিভিন্ন রকমের ভূমিকার বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভূমিকাগত পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যে সম্পর্কের বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় সেটিই হল সামাজিক কাঠামো ।

সামাজিক কাঠামোর ধারণা বা সংজ্ঞা সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক কাঠামোর ধারণা যাঁরা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হার্বার্ট স্পেনসার, (Herbert Spencer) । তিনি তাঁর "Principles of Sociology" শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তবে সামাজিক কাঠামো সম্পর্কিত স্পেনসারের আলোচনা অতিমাত্রায় জীববিদ্যামূলক ধ্যান-ধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন।

সার্বিকভাবে, সামাজিক কাঠামো বলতে বোঝানো হয় একটি সুসংগঠিত সামাজিক সংগঠন, যার সর্বশেষ একক হল মানুষ। সমাজের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, নির্দিষ্ট নীতিনির্ধারিত পথে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সমাজে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির কর্মকাণ্ড এই সংগঠনেরই অংশ হিসেবে গণ্য হয়। প্রত্যেক সমাজেই ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচিতি থাকে, যা তার স্থান, মর্যাদা ও ভূমিকার নির্দেশক। এই পরিচিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তাদের ভূমিকা ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব। এই সামাজিক পরিচিতি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ভূমিকা—সবকিছু মিলিয়েই গঠিত হয় সমাজের কাঠামো। তাই, ব্যক্তির পরিচয় ও ভূমিকা উভয়ই সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত ও অপরিহার্য উপাদান।

২.৩.২ হার্বার্ট স্পেনসারের অভিমত (Herbert Spencer's Opinion) :

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় 'সামাজিক কাঠামো' ও 'কার্য' সম্পর্কিত ধারণার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি ধারণার উৎস হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুইজন সমাজবিজ্ঞানী হলেন হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) এবং এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim) ।

হার্বার্ট স্পেনসার সমাজকে একটি জীবদেহ বা সমাজদেহ হিসাবে কল্পনা করেন। তাঁর মতে, যেমন একটি জীবদেহ বহু পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত (যেমন মাথা, হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি), তেমনি সমাজও বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান (যেমন পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংঘ-সমিতি ইত্যাদি) দ্বারা গঠিত। জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গ যেমন জীবনের জন্য কার্যসম্পাদন করে, তেমনি সমাজের প্রতিটি অংশও সম্পূর্ণ সমাজের টিকে থাকার স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

যদিও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা স্পেনসারের এই সাদৃশ্য নির্ভর বিশ্লেষণকে অতটা গুরুত্ব দেন না, তথাপি তাঁরা সমাজকে একটি ব্যবস্থা (system) হিসাবে দেখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বহু পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত উপব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত, এবং প্রতিটি উপব্যবস্থার নিজস্ব কাঠামো ও কার্য রয়েছে। এই মতবাদকে কেন্দ্র করে যাঁরা সমাজ বিশ্লেষণ করেন, তাঁরা ক্রিয়াবাদী (Functionalists) নামে পরিচিত। তাঁরা মনে করেন, সমাজের প্রতিটি উপাদান সমাজের স্থিতিশীলতা ও অব্যাহত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবিচ্ছেদ্য।

২.৩.৩ সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ (Components of Social Structure)

কাঠামো বলতে বোঝায় এমন একটি গঠন, যা বিভিন্ন অংশ বা উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কাঠামোই নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ফল। তেমনই, সমাজের একটি নিজস্ব কাঠামো রয়েছে, যেটিকে বলা হয় সামাজিক কাঠামো। এই সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে একাধিক অংশ বা উপাদানের সুনিয়ন্ত্রিত সমাহারে।

সামাজিক কাঠামো বুঝতে হলে তার মূল উপাদানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানী হ্যারি এম. জনসন (Harry M. Johnson) তাঁর Sociology: A Systematic Introduction গ্রন্থে সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি সামাজিক কাঠামোর চারটি মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেন, যা একত্রে সমাজের কাঠামোগত ভিত্তি নির্মাণ করে।

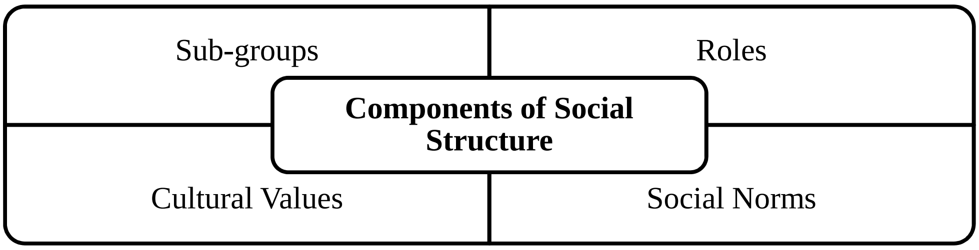

চিত্র : জনসন প্রদত্ত সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ

এই চারটি প্রধান উপাদান হল:

1. **উপ-গোষ্ঠী (Sub-groups):** সমাজ একটি বৃহৎ ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন ধরনের উপগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। এই উপগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আছে পারিবার, বন্ধুবৃত্ত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন উপ-গোষ্ঠী। সমাজের সদস্যরা এই উপগোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। এসব গোষ্ঠী সামাজিক নিয়ম-নীতির দ্বারা পরিচালিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।
2. **ভূমিকা (Roles):** সমাজে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা, যা সামাজিক কাঠামোর অংশ। ভূমিকা ও উপগোষ্ঠী একে অপরের পরিপূরক। বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার যেমন ভূমিকা থাকে, তেমনি প্রতিটি উপগোষ্ঠীরও নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। প্রত্যাশা করা হয় যে, ভূমিকাধিকারীরা (Role Occupants) তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। একজন ব্যক্তি একাধিক উপগোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারেন। যেমন, কলেজে অধ্যাপকরা ছাত্রছাত্রী ও কর্তৃপক্ষের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে থাকেন, আবার অভিভাবক বা শিক্ষার্থীরা পৃথকভাবে নিজ ভূমিকা পালন করে ।
3. **সামাজিক নিয়ম-নীতি** (Social Norms): সমাজে গৃহীত এবং মেনে চলা নিয়ম-কানুন ও অনুশাসনগুলোকেই সামাজিক নিয়ম-নীতি বলা হয়। উপগোষ্ঠী ও ভূমিকাসমূহ সামাজিক নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত: বাধ্যতামূলক ও অনুমতিদায়ক। বাধ্যতামূলক নিয়ম-নীতি পিতা-পুত্র বা বিভিন্ন পেশাগত গোষ্ঠীর ভূমিকার মধ্যে ভিন্নতা নির্দেশ করে। এগুলি সম্পর্কভিত্তিক ও ভূমিকানির্ভর দায়িত্ব নির্ধারণ করে। অপরদিকে, অনুমতিদায়ক বা নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে কোন কাজ করতে হবে, কোনটি করা যাবে না এবং কোনটি ঐচ্ছিক। এসব নিয়ম-নীতি সব ভূমিকায় সমভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে কিছু নীতি সর্বজনীন। এগুলো ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
4. **সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ** (Cultural Values): সমাজের মানুষ যে আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, সেগুলোই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থাকে, যা ভাল-মন্দের বিচার নির্ধারণ করে। এই মূল্যবোধ সমাজভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে এবং সমাজের সদস্যরা তা আবেগসহকারে

মেনে চলে। মূল্যবোধ সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে সুসংহত করে এবং বিভিন্নপ্রকার দ্বন্দ্বের মীমাংসায় সাহায্য করে। এটি সামাজিক নিয়ম-নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবোধ উচ্চতর মানের নিয়ম-নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই উপাদানগুলোর প্রতিটি নিজ নিজভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সম্মিলিতভাবে এরা সামাজিক কাঠামোকে সুসংহত ও কার্যকর করে তোলে। কোনো একটি উপাদানকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে সেটিকে আংশিক কাঠামো বলা যায়।

২.৪ সামাজিক কার্য (Social Function)

কার্যবাদ (Functionalism) সম্পর্কে জানার আগে "কার্য" (Function) শব্দটির সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়জন। সাধারণভাবে "কার্য" বলতে আমরা সমাজ বা সামাজিক ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত যেকোনো ইতিবাচক অবদানকে বুঝি, যা সামাজিক কাঠামোকে সুশৃঙ্খলভাবে স্থায়ী ও সচল রাখে। সমাজবিজ্ঞানে এই "কার্য"-এর ধারণাকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেমন—মানবদেহ গঠিত হয় বিভিন্ন উপাদান বা অঙ্গ দিয়ে, যেমন: হাত, পা, নাক, কান, পেট, হৃদয়, ফুসফুস ইত্যাদি। প্রতিটি অঙ্গ মানবদেহকে সুস্থ ও সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অঙ্গগুলির সম্মিলিত ও সমন্বিত কর্মপ্রবাহই শরীরকে জীবন্ত ও কার্যক্ষম রাখে। এক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গের ভূমিকাকেই "কার্য" বলা যেতে পারে।

সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton) সর্বপ্রথম "কার্য" (Function) শব্দটির ব্যাখ্যা দেন সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। তাঁর মতে, ইংরেজি "Function" শব্দটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিচে এর পাঁচটি প্রধান অর্থ তুলে ধরা হলো—

উৎসব রূপে কার্য: কার্য শব্দটি কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অর্থে ব্যবহার করেন, যেমন—বার্ষিক উৎসব বা জন্মদিনের অনুষ্ঠান।

পেশা রূপে কার্য: এটি কোনো ব্যক্তির পেশা বা কাজ বোঝায়, যেমন—"তুমি কী কাজ করো ?"

সামাজিক পদে কার্য: উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দায়িত্ব ও কার্যকলাপ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্য।

গণিতশাস্ত্রে কার্য: গণিতে এটি পরিবর্তনশীল রাশির মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়,

জীববিজ্ঞানে কার্য: এটি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ বোঝায়, যেমন—হৃদপিণ্ড রক্ত সঞ্চালন করে, যা তার কার্য।

সমাজব্যবস্থা বহু অঙ্গ ও উপাদান দ্বারা গঠিত, এবং প্রতিটি উপাদানই সমগ্র ব্যবস্থার পোষণ ও পুষ্টিতে সাহায্য করে। কার্য বলতে বোঝায় সমাজের প্রতিটি অঙ্গ বা উপাদান তাদের নিজ নিজ ভূমিকায় থেকে সমাজকে সচল, স্থিতিশীল ও সুসংগঠিত রাখার জন্য যে অবদান রাখে। এই ইতিবাচক যোগদানই মূলত "কার্য" হিসেবে পরিচিত।

২.৪.১ কার্যবাদ (Functionalism) :

কার্যবাদ (Functionalism) হল সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো, যা সমাজকে একটি জটিল ও সমন্বিত ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজের বিভিন্ন অংশ বা উপাদান (যেমন— পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি) পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং সামগ্রিক সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্য বজায় রাখতে কাজ করে। কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা এবং সংস্কৃতি নির্দিষ্ট কার্য বা ভূমিকা পালন করে, যা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। এই তত্ত্বটি মূলত সামাজিক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং তাদের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে।

কার্যবাদ সমাজকে একটি জৈবিক শরীরের মতো একটি সমন্বিত ও সংহত ব্যবস্থা হিসেবে দেখে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজের প্রতিটি অংশ বা উপাদান একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা বা "কার্য" পালন করে, যা পুরো সমাজব্যবস্থাকে স্থিতিশীল ও সচল রাখে। উদাহরণস্বরূপ:

পরিবার: সন্তানদের সামাজিকীকরণ এবং মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া।

শিক্ষা: জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস বজায় রাখা।

ধর্ম: নৈতিকতা ও সামাজিক ঐক্য গঠনে সাহায্য করা।

সাধারণ অর্থে, কার্যবাদ হলো সেই তত্ত্ব, যা সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ও স্থিতিশীলতার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করে। এটি সমাজকে একটি গতিশীল ও জটিল ব্যবস্থা হিসেবে প্রকাশ করে, যেখানে সমাজের প্রতিটি অংশের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং এই অংশগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রতক্ষ ভাবে সাহায্য করে।

২.৪.২ কার্যবাদের প্রধান তাত্ত্বিক (Main theorists of functionalism):

কার্যবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম সারির চিন্তাবিদ হলেন ট্যালকট পারসন্স (Talcott Parsons), রবার্ট মার্টন (Robert Merton), কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim) প্রমুখ। এঁদের তাত্ত্বিক ধারণার উপর ভিত্তিকরে সৃষ্টি হয়েছে 'ক্রিয়ামূলক মতবাদ' (Functional Theory)-এর। কার্যবাদী মতবাদকে 'ক্রিয়াবাদ' (Functionalism) 'ক্রিয়ামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Functional Approach), এবং পরবর্তী সময়ে এটি 'কাঠামোগত-কার্যবাদ' (Structural Functionalism) নামেও অভিহিত করা হয়।

এমিল ডুর্খেইম (Émile Durkheim): ডুর্খেইম কার্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি সমাজকে একটি জৈবিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখতেন এবং সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের উপর জোর দিতেন।

ট্যালকট পারসন্স (Talcott Parsons): তিনি কার্যবাদকে আরও বিকশিত করেন এবং AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) মডেলের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন।

রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton): মার্টন স্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য কার্যের ধারণা প্রবর্তন করেন এবং কার্যবাদের মধ্যে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করেন।

২.৫ কাঠামোগত-কার্যবাদ (Structural Functionalism) :

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় কাঠামোবাদ (Structuralism) এবং কার্যবাদী (Functionalism) দৃষ্টিভঙ্গি সম গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদ গুলিতে বিশ্বাসী সমাজতাত্ত্বিকগণ সামাজিক কাঠামোর সাথে সাথে তার কার্য প্রক্রিয়া একই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজত্ত্বিক হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) এবং এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim) প্রাথমিকভাবে সামাজিক কাঠামোবাদের (Social Structure) উপর গুরুত্ব দেন। এরা সমাজকে একটি জৈবিক সত্তা (Organism) হিসেবে গণনা করেছেন। আবার হারবার্ট স্পেন্সার সমাজকে মানবদেহের (Human Body) সাথে তুলনা করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি হিসাবে বর্ণনা করেন। এই ধারণা গুলির উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক কার্যবাদের (Structural Functionalism) সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ট্যালকট পারসন্স (Talcott Parsons) ও রবার্ট কে. মার্টন (Robert K Merton) এই তত্বকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলেন।

২.৫.১ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (Sociological perspective) :

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ ও তার গঠনপ্রণালীকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কোণ থেকে সমাজকে দেখেছেন এবং তার কার্যকারিতা ও কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন। যথা -

অগাস্ট কোৎ (August Comet) : সমাজ হলো একটি কার্যকর ভাবে সংগঠিত ব্যবস্থা (Organized System) যেখানকার উপাদানগুলি (Components) পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) : সমাজকে একটি জীবদেহ বা সমাজদেহ হিসাবে কল্পনা করেন। তাঁর মতে, যেমন একটি জীবদেহ বহু পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত (যেমন মাথা, হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি), তেমনি সমাজও বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান (যেমন পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংঘ-সমিতি ইত্যাদি) দ্বারা গঠিত। জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গ যেমন জীবনের জন্য কার্যসম্পাদন করে, তেমনি সমাজের প্রতিটি অংশও সম্পূর্ণ সমাজের টিকে থাকার স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

ম্যালিনোস্কি এবং রেডক্লিফ-ব্রাউন (Malinowski & Radkliffe-Brown) : নৃতাত্ত্বিক ধারায় এরা হলেন কার্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক জৈবিক চাহিদার প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা

করেছেন। তার তাত্ত্বিক ধারণাকে “Individualistic Functionalism” বলা হয়। অন্যদিকে ব্রাউন ব্যক্তির চাহিদার ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ না করে সামাজিক কাঠামোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত ব্রাউন, এমিল ডুর্খেমের (Emile Durkheim) মতাদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পারসন্স (Parsons) : প্রাথমিক অবস্থাতে সমাজকে তুলনামূলক স্থিতিশীল ও পরিবর্তনহীন হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও ধারণায় সমাজ হলো সহ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, যেখানে পরিবর্তন সম্ভব এবং নতুন পরিস্থিতিতে ভারসাম্য গঠনে সহায়ক।

২.৫.২ গঠনমূলক কার্যবাদের মূল ধারণা (Key Concepts of Structural Functionalism)

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গঠনমূলক মতবাদ (Structuralism) বিশ্বাস করে যে সমাজের বাস্তবতা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে নির্মিত হয়। অপরদিকে, কার্যবাদ (Functionalism) সমাজকে একটি সংগঠিত গঠন হিসেবে দেখে, যেখানে প্রতিটি অংশ নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে সামগ্রিক স্থিতি ও ভারসাম্য রক্ষা করে। এই দুই মতবাদের সমন্বয়েই “গঠনমূলক কার্যবাদ” (Structural Functionalism)-এর জন্ম হয়।

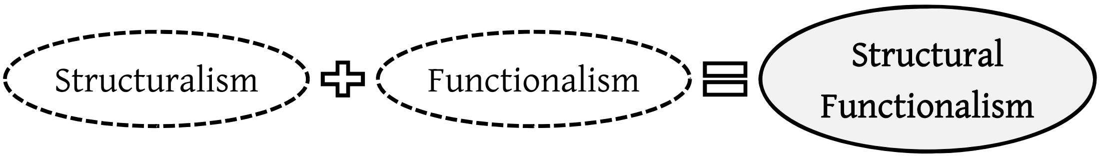

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সমাজের কাঠামো ও কার্যগুলি পরিবর্তনশীল এবং মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া ও ব্যাখ্যার ফলে তা ধীরে ধীরে গঠিত হয়। এটি সামাজিক বাস্তবতাকে একদিকে যেমন কাঠামোগত রূপে দেখে, অন্যদিকে তা মানব মনের চিন্তা, ভাষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্মিত বলেও বিবেচনা করে। ফলে, গঠনমূলক কার্যবাদ সমাজকে এক গতিশীল ও অর্থবহ প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এই মতবাদের প্রধান দিক গুলি হল -

সমাজ একটি ব্যবস্থা (Society as a System) : গঠনমূলক কার্যবাদ সমাজকে একটি জৈবিক ব্যবস্থার মতো বিবেচনা করে যেখানে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ম ও ভূমিকা একসাথে কাজ করে। প্রত্যেক অংশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং সম্মিলিতভাবে সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে একটি সুসজ্জিত যন্ত্রের মত্যে কল্পনা করে, যার প্রতিটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক কাঠামোর কার্যাবলী (Functions of Social Structure) : সমাজের প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব কার্য বা ভূমিকা থাকে যা সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবার নতুন সদস্যদের সামাজিকীকরণ করে শিক্ষা দক্ষতা প্রদান করে। এই কার্যাবলী ব্যাহত হলে সামগ্রিক ব্যবস্থাও সমস্যায় পড়ে।

আন্তঃ নির্ভরশীলতা (Interdependence) : সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অন্যের উপর নির্ভর করে কাজ করে। যেমন, শিক্ষা বাবস্থা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। একটির পরিবর্তন অন্যটিতেও প্রভাব ফেলে, যা একটি জটিল সম্পর্কের কাঠামো গড়ে তোলে।

সাম্যাবস্থা (Equilibrium) : গঠনমূলক কার্যবাদ মনে করে, সমাজে একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। যখন কোনো কারণে এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তখন সমাজ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এই সাম্যাবস্থাই সামাজিক স্থিতিশীলত্যর ভিত্তি।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যাবলী (Manifest and Latent Functions) : রবার্ট কে. মার্টন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যাবলীর ধারণা দেন। প্রকাশ্য কার্যাবলী হলে। সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক ফলাফল, যেমন শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন। অপ্রকাশ্য কার্যাবলী হলো অনিচ্ছাকৃত বা অনজানা ফলাফল, যেমন স্কুলে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা।

অর্থাৎ গঠনমূলক কার্যবাদ হলো একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা সমাজকে একটি সুসংগঠিত, আন্তঃনির্ভরশীল এবং কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে দেখে, যেখানে প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। এই তত্ত্বে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যাবলীর গুরুত্বও স্বীকৃত, যা সমাজের কাঠামোগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক।

২.৫.৩ শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানে গঠনমূলক কার্যবাদ (Structural Functionalism in educational sociology) :

গঠনমূলক কার্যবাদ শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যা সমাজকে একটি সংগঠিত কাঠামো হিসেবে দেখে এবং প্রতিটি শিক্ষা-উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজে স্থিতিশীলতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখার উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও আচরণবিধি প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তা ছাড়া, এটি সামাজিকীকরণ, যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান নির্ধারণ (merit-based stratification), সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মতো কার্য সম্পাদন করে। এমিল ডুর্খেইম এবং ট্যালকট পারসন্স এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা, যারা বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা সামাজিক সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখতে সহায়ক। সুতরাং, গঠনমূলক কার্যবাদ শিক্ষাকে সমাজের স্থিতিশীলতা ও চলমানতা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে।

২.৫.৪ (Conclusion):

গঠনমূলক কার্যবাদ সমাজকে একটি সুসংগঠিত, স্থিতিশীল ও আন্তঃনির্ভরশীল কাঠামো হিসেবে ব্যাখ্যা করে, যেখানে প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কার্যাবলী সমাজের সামগ্রিক ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। শিক্ষা এই কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিকীকরণ, নৈতিক মূল্যবোধ গঠন এবং সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও গঠনমূলক কার্যবাদ সংঘাত, বৈষম্য ও পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলিকে পর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষণ করে না, তবুও এটি সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী বোঝার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণে এই তত্ত্ব আজও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

২.৬ সারাংশ (Summary) :

এই অধ্যায়ে সামাজিক কাঠামোবাদ (Social Structuralism) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা সমাজের গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করে। প্রথমে সামাজিক কাঠামোর ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন উপাদান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর হার্বার্ট স্পেনসারের অভিমত আলোচিত হয়েছে, যেখানে তিনি সমাজকে জীবন্ত জৈবিক সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করে সমাজের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠান, ভূমিকা, মর্যাদা, মূল্যবোধ, ও আদর্শের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

পরবর্তী অংশে সামাজিক কার্য (Social Function) ও কার্যবাদ (Functionalism) এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীল এবং সুসংহতভাবে কাজ করে তা কার্যবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া, কার্যবাদের প্রধান তাত্ত্বিকদের (যেমন: এমিল দুর্খাইম, ট্যালকট পার্সনস, রবার্ট মার্টন) চিন্তাধারা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়ের শেষ অংশে কাঠামোগত-কার্যবাদ (Structural Functionalism) তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে সমাজের প্রতিটি অংশ নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। গঠনমূলক কার্যবাদের মূল ধারণাগুলি আলোচিত হয়েছে, যেমন – সামাজিক ব্যবস্থা, ভারসাম্য, এবং অভিযোজন। অবশেষে, শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানে কাঠামোগত-কার্যবাদের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে সামাজিকীকরণ, মূল্যবোধের সংক্রমণ এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায় সমাজের গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়াকে বোঝার জন্য কাঠামোগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমৃদ্ধ একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions) :

সামাজিক কাঠামো বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

হার্বার্ট স্পেনসারের মতে সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো ।

সামাজিক কাঠামোর প্রধান উপাদানসমূহ কী কী? প্রতিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও।

সামাজিক কার্য (Social Function) কী? এটি সমাজে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

কার্যবাদের (Functionalism) মূল ধারণাগুলি কী কী?

কার্যবাদের প্রধান তাত্ত্বিক কারা? তাদের মূল অবদান গুলি লেখো ।

কাঠামোগত-কার্যবাদের (Structural Functionalism) ধারণা দাও । এর বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো।

ট্যালকট পার্সনসের কাঠামোগত-কার্যবাদ তত্ত্ব কীভাবে সামাজিক স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করে?

শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞানে কাঠামোগত-কার্যবাদের প্রভাব কীভাবে দেখা যায়?

কাঠামোগত-কার্যবাদের আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে?

২.৮ তথ্যসূত্র (References)

1) Abraham, M. F. (2018). *Modern Sociological Theory.* New Delhi: Oxford University Press.
2) Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
3) Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspectives and Method.* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hll.
4) Caglar, S. & Alver, f. (2015). The impact of symbolic interactionism on research studies about communication science. *International Journal of Arts and Sciences, 8*, 479-484.
5) Hall, P. M. (2007). Symbolic interaction: Blackwell Encyclopaedia of Sociology. London: Blackwell Press.
6) Jacob, A. (2004). *Education: Sociological Perspective.* Jaipur: Rawat Publications.
7) Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India.* Jaipur: Rawat Publications.
8) Meltzer, B. N. & Petras, J. W. & Reynolds, L. T. (1975). *Symbolic Interactionism:Genesis, Varieties and Criticsim.* London: Routledge & Kegan Paul.
9) Mondal, A. & Nijairul, I. (Eds.) (2021). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
10) Mondal, A., Bachhar, S. & De, M. M. (2021). *Sociological Foundations of Education* (in Bengali). Kolkata: Aahelli Publishers.

11) Rao, C.N. Shankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought.* New Delhi: S. Chand & Company Ltd.
12) Ritzer, G. (1992). *Sociological Theory (3rd Ed.).* Singapore: McGraw Hill Co.
13) Singh, J. P. (2021). *Contemporary Sociological Theories.* New Delhi: Rawat Publications.
14) Stryker, S. & K.D. Vryan (2003). The symbolic interactionist frame. *Handbook of Social Psycchology*, Edt: J.D. Delamater, NewYork: Springer.
15) Sule, M. N. (2012). Symbolic Interactionism (SI) As a Sociological Theory and its Application to Classroom Learning. *Education and Development in Africa: Interfaces, Issues and Perspectives.* 121-125.
16) Turner, J. H. (1995). *The Structure of Sociological Theory.* Jaipur: Rawat Publications.
17) Utkal University (2018). Module- Modern Sociological Theory (M. A. in Sociology). Centre for Distance and Online Education, Utkal University.

একক ৩: দ্বন্দ্বতত্ত্ব (Conflict Theory)

গঠন (Structure)

3.1 উদ্দেশ্য (Objectives)
3.2 সূচনা (Introduction)
3.3 দ্বন্দ্বের অর্থ এবং ধারনা (Meaning and Concept of Conflict)
3.4 দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Characteristics of conflict theory)
3.5 সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্বের ধারণায় ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical background of conflict Theory in Sociology)
3.6 দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদ (Different doctrines of dialectics)
    3.6.1 জর্জ সিমেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব (Conflict Theory of George Simmel)
    3.6.2 ড্যারেনডর্ফের তত্ত্ব (Theory of Dahrendorf)
    3.6.3 লুইস কোসারের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব (Louis Coser's Theory of Conflict)
    3.6.4 কার্ল মার্কসের শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব (Marx's Theory of class Struggle)
    3.6.5 র‍্যানডাল কলিন্সের সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব (Randall Collins Theory of Social Conflict)
3.7 দ্বন্দ্বতত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Conflict Theory)
3.8 শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভূমিকা (Role in social conflicts in education)
3.9 উপসংহার (Conclusion)
3.10 সারাংশ (Summary)
3.11 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions)
3.12 তথ্যসূত্র (References)

3.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

উক্ত ইউনিটের আলোচিত বিষয়গুলির মাধ্যমে আমরা যা যা জানতে পারবো, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল –

- সামজিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারনা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, দ্বন্দ্বে বৈশিষ্ট্য (General concepts of social conflict, historical context, characteristics of conflict)
- সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ (Theories of various sociologists about social conflict)
- শিক্ষাক্ষেত্রে সামজিক দ্বন্দ্বে ভূমিকা (Role in social conflicts in education)

3.2 সূচনা (Introduction)

সমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল। সামজিক ক্রিয়াকলাপের ফলে সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে যাকে সামজিক পরিবর্তন বলে। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণে ক্রিয়াবাদের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি তার বিকল্প একটি মতবাদ হল দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বান্দ্বিক মতবাদ। সামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণে আধুনিককালে দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ এবং তার তাৎপর্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বন্দ্ববাদীরা সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রনের অর্থ হল একটি গোষ্ঠি বা দল তার প্রতিদন্দ্বী অপর দলকে দমিয়ে রাখা।

3.3 দ্বন্দ্বের অর্থ এবং ধারনা (Meaning and Concept of Conflict)

'Dialectic' শব্দটি ভারতীয় শব্দ নয়, আবার গ্রীক শব্দও থেকে এসেছে তাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়, ইংরেজি 'Dialego' বা ল্যাটিন 'Dialics' শব্দ থেকে এসেছে। দ্বন্দ্ব তত্ত্বের মূল প্রবক্তা কার্ল মার্কসকে বলা হলেও মূলত হেগেলের ভাবধারা থেকে প্রভাবিত। এই তত্ত্বটি বিকাশের ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েবার এবং জর্জ সিমেলের অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে ১৯৫০ এর দশকে জার্মান সামাজতাত্ত্বিক র‍্যালফ ড্যারেনডর্ফ এবং লুইস কোসার এর দ্বন্দ্ববাদী সমাজতত্ত্বে কার্ল মার্ক্স, ওয়েবার এবং সিমেলের চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে অনেকের মতে, র‍্যালফ ড্যারেন্ডর্ফ এবং লুইস কোসার সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্ববাদের পুনঃউদ্ভবের মূল কাণ্ডারী। সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্বটি দাবি করে যে, সীমিত সম্পদের জন্য সমাজের অন্তহীন প্রতিযোগিতার কারণে, এটি সর্বদা দ্বন্দ্বের অবস্থায় থাকবে। এই তত্ত্বের অর্থ হল, যাদের কাছে সম্পদ রয়েছে তারা সেই সম্পদগুলিকে রক্ষা করবে, মজুদ করবে, আর যাদের কাছে সম্পদ নেই তারা সেগুলি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এই গতিশীলতার অর্থ হল ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে একটি অবিরাম সংগ্রাম চলছে।দ্বন্দ্বের তত্ত্ব (Conflict Theory) হলো এমন একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ যা সমাজে ক্ষমতার লড়াই, অসমতা এবং সংঘাতের উপর জোর দেয়, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক দলের মধ্যে সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূলকথা হলো, সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সম্পদ, ক্ষমতা এবং সুযোগের অভাব বা অসম বন্টন সংঘাতের জন্ম দেয়। এই তত্ত্বের মতে, সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো তাদের ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে বা শোষণ করতে পারে, যা সংঘাতের সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্বের তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি সমাজের পরিবর্তনকে ক্ষমতার লড়াই এবং সংঘাতের ফল হিসেবে দেখে, যেখানে দুর্বল ও শোষিত গোষ্ঠীগুলো তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে। এই তত্ত্ব সমাজকে একটি জটিল কাঠামো হিসেবে দেখে, যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সংঘাতের মাধ্যমে সমাজ পরিচালিত হয়। কার্ল মার্কসের মতো প্রভাবশালী সমাজতাত্ত্বিকরা দ্বন্দ্বের তত্ত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, যেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে (যেমন মালিক ও শ্রমিক) সম্পদ এবং ক্ষমতার জন্য সংঘাতের কথা বলা হয়েছে। দ্বন্দ্বের তত্ত্ব

কেবল অর্থনীতি বা রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ এবং জাতিগত সম্পর্ক সহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে সংঘাতের কারণ ও প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে।

দ্বন্দ্ব তত্ত্বকে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা চাহিদা এবং স্বার্থের অন্তর্নিহিত পার্থক্যের কারণে সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অনিবার্যতাকে তুলে ধরে, যা প্রায়শই ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে বেড়ে যায় যা সামাজিক অসমতা এবং অবিচারের দিকে পরিচালিত করে। যেখানে কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি (functionalist) সমাজকে বিভিন্ন অংশের কাজ বলে মনে করে সেখানে ক্ষমতা এবং সম্পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিভিন্ন স্বার্থের সাথে বিভিন্ন গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত একসাথে সামাজিক সংহতি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য, সংঘাত দৃষ্টিকোণ (Conflict Perspective) সমাজকে দেখে। কনফ্লিক্ট থিওরি দাবি করে যে সমাজে সীমিত সম্পদের বন্টন নিয়ে একটি চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতার অবস্থায় রয়েছে। মার্কস এবং ওয়েবার ছিলেন দ্বন্দ্ব তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। দ্বন্দ্ব তত্ত্ব অনুমান করে যে যাদের সম্পদ এবং/ক্ষমতা আছে তারা চিরকাল তা বৃদ্ধি বা মজুত করার চেষ্টায় মগ্ন অন্যদিকে সমাজে অন্যদের (সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা সর্বহারা শেণি) ব্যয় এবং কষ্ট করে সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় নিমজ্জিত। এটা একটা ক্ষমতার লড়াই যা প্রায়শই ধনী অভিজাতদের দ্বারা জিতে এবং সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের দ্বারা হেরে যায়। ক্ষমতা হল তার মালিকের গুণাবলী নির্বিশেষে যা চায় তা পাওয়ার ক্ষমতা অন্যের ইচ্ছার প্রতি সংবেদনশীল নয়। দ্বন্দ্বের দৃষ্টিকোণটির উৎপত্তি ক্লাসিক কাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কার্ল মার্কস। Ralph Dahrendrof, Lewis Coser প্রভৃতি সংঘাতের দৃষ্টিভঙ্গির অন্যান্য প্রবক্তা সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বে।

1. দুষ্প্রাপ্য সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা সব সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রতিযোগিতা বরং ঐক্যমত মানুষের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য।
2. ক্ষমতা এবং পুরস্কারের অসমতা সমস্ত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নির্মিত। ব্যক্তি এবং যে গোষ্ঠীগুলি কোনও নির্দিষ্ট কাঠামো থেকে উপকৃত হয় তারা এটি বজায় রাখার চেষ্টা করে।
3. প্রতিযোগী স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে পরিবর্তন ঘটবে না অভিযোজন পরিবর্তনগুলি প্রায়ই বিবর্তনীয় না হয়ে আকস্মিক এবং বৈপ্লবিক হয়।

বস্তুবাদ বলতে এমন একটি দার্শনিক মূল কাঠামো বোঝানো হয় যেখানে জগৎ ও জীবনের বস্তুময়তা মূল সত্য। বস্তুময়তা সমস্ত প্রাণ ও অনুভুতির নিদর্শন। মন, চেতনা, ভাবনা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য প্রভৃতি মানবিক বৈশিষ্ট্য গুলি বস্তুময়তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

3.4 দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Characteristics of conflict theory)

দ্বন্দ্বতত্ত্ব সমাজকে অসম ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) এর লেখার সাথে সর্বাধিক পরিচিত, যিনি সমাজকে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হিসাবে দেখেছিলেন যাদের খাদ্য এবং বাসস্থান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং অবসর সময়ের মতো সামাজিক, বস্তুগত এবং রাজনৈতিক সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা করতে হয়। দ্বন্দ্ব তত্ত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ বিভিন্ন উল্লেখ করা হল;

1. **সংঘর্ষের প্রক্রিয়া সামাজিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত** (Conflict processes are embedded in social structures): দ্বন্দ্ববাদীদের মতে সমাজ সর্বদা সংঘর্ষময়, এটি একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া যার থেকে কোন সমাজবাদ পড়ে না। এ প্রসঙ্গে মেকাইভার বলেছেন, *"সমাজ সহযোগের মাধ্যমে চিহ্ন ভিন্ন দ্বন্দ্ব।"* হ্যামিলটন অবশ্য বলেছেন স্বর্গ ছাড়া সংঘর্ষ সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। সংঘর্ষ বিভিন্নভাবে প্রকট হতে পারে, যেমন কখনো শান্তভাবে কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো আবার হিংসাত্মক বৈপ্লবিক রূপে বা কখনো উগ্র রূপে দেখা যায়।
2. **দ্বন্দ্ব পরিবর্তনশীল** (Conflict Changeable) : দ্বন্দ্ববাদীদের মতে সমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল, চিরস্থায়ী সংস্থা নয়। সমাজের আদর্শ মূল্যবোধ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়। এটি একটি সার্বজনীন ও সমগ্র বিশ্বব্যাপী অনিবার্য উপাদান। সমাজে পরিবর্তন এবং অপরিবর্তন অবস্থান মধ্যে একটি ভারসাম্য দেখা যায়। যখন এই ভারসাম্য বাস্ত ব্যাবস্থা বজায় রাখা কঠিন হয়, তখন সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। আবার কখনো কখনো সমাজ পরিবর্তনে দ্বন্দ্ব ধনাত্মক ভূমিকা পালন করে।
3. **দ্বন্দ্ব ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্ক যুক্ত** (Conflict and social situations are related) : দ্বন্দ্ববাদীদের মতে সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সমাজে সংঘাত বা দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমনকি সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক কাঠামো নির্মাণ হয়। সামাজিক পরিস্থিতি সব সমাজে একরকম নয়, কোন সমাজে ভালো, কোনো সমাজের খারাপ, কোন সমাজে কম বা বেশি। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বা জায়গায় বা পদে পৌঁছানোর জন্য দ্বন্দ্ব বা সংঘাত দেখা যায়। অনেক সময় সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিবর্গ তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে হয় জন্য সমাজের নিম্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের উপর অত্যাচার চালায়, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয় তখনই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।
4. **দ্বন্দ্ব সর্বদা অবদমিত নয়** (Conflict is not always suppressed): দ্বন্দ্ব বা সংঘাত দীর্ঘকাল ধরে বজায় রাখা সম্ভব নয়। ড্যারেনডর্ফের মতে, সামাজিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘ দীর্ঘ সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, দমন করা যায় না, থামিয়ে রাখা যায় না। এমনকি প্রশাসনিক শক্তি, দমনমূলক নীতি, সামরিক শক্তি ইত্যাদি কোন কিছুর দ্বারাই সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাতিক কিছু সময়ের বা কালের জন্য দমিয়ে রাখা গেলেও চিরকাল বা সর্বদা জঙ্গি রাখা সম্ভব নয়।
5. **দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে স্বীকার করে না** (Does not recognize conflict control systems) : সামাজিক সুশৃংখল ও সুব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ নামক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ সামাজিক যে কোন সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। দ্বন্দ্ববাদীদের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। কারণ তাদের মধ্যে সমাজ নিয়ন্ত্রক হিসেবে যে মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে তার স্রষ্টা হলেন সমাজের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ।এইভাবে একশ্রেণীর চাকরি দেওয়ার সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক মূল্যবোধ গুলির যখন পরিবর্তন ঘটে তখনই শুরু হয় সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাতে। সুতরাং এ কথা বলা যায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণই সামাজিক সংঘাত বা দ্বন্দ্বের মূল কারণ।

6. **ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ভারসাম্য** (Defective social balance) : সমাজের বাস্তব রূপ বা পরিস্থিতি বোঝার জন্য সংঘাত বা দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রয়োজন বলে দন্দবাদীরা মনে করেন। সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখার পরিবর্তে সংঘাতের মধ্য দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি সংগঠিত হয়। ভারসামবাদী এবং কার্যবাদীদের মতে সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে পরিবর্তনকারী ও অপরিবর্তনকারী শক্তির মধ্যে। পরিবর্তিত সমাজে ভারসাম্য রাখার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় "গতিশীল ভারসাম্য"। দ্বন্দ্ববাদীরা এই ধরনের ভারসাম্যর বিরোধিতা করেন।তারা বলেন সমাজে কখনোই ভারসাম্য পাওয়া যায় না বরং সর্বদাই সংবাদ বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়।
7. **সামাজিক দ্বন্দ্বের তত্ত্ব** (Social Conflict Theory) : যেকোনো দ্বন্দ্বের বা সংঘাতের পেছনে থাকে আরো অধিকতর শক্তি বা ক্ষমতা প্রাপ্তির প্রচেষ্টা। শুধুমাত্র দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ নয়, তার থেকেও বেশি শক্তিশালী বা ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য সামাজিক দ্বন্দ্ব সমাজে দেখা যায়। সমাজের সব ব্যক্তিই এই অধিকতর শক্তিপ্রাপ্তির অংশিদার হয়।

3.5 **সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্বের ধারণায় ঐতিহাসিক পটভূমি** (Historical background of conflict Theory in Sociology)

দ্বন্দ্বের তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে অপেক্ষাকৃত অনেক দেরিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।আর্থিক এবং রাজনৈতিক এই দুই প্রকার সংঘর্ষে তথ্যের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে সমাজবিদ শবার্ট নিসওয়াট ১৯৭৬ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Sociological Tradition" এ এই ধারণার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও কোনো সংঘর্ষের উল্লেখ নেই। উক্ত বিষয় থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে ১৯৭৬ সালে সংঘর্ষের ধারণার বিকাশ ঘটে। সুতরাং ২৮ থেকে ৩০ বছরের বেশি পুরনো এর ইতিহাস নয়। ১৯৩০ এবং ১৯৭৬ সালে আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটির সংগঠিত সম্মেলনে সংঘর্ষের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধীয় বেশ কিছু চিন্তা ভাবনা করেন আমেরিকান সমাজবিদগন যেমন কূলে, স্মল, পার্ক এবং রস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সম্পর্কে রবার্ট পার্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "সংঘর্ষে লিপ্ত গোষ্ঠী সমূহে সংঘর্ষের ভূমিকা একীকরণ, আধিপত্য এবং প্রাধান্য স্থাপনকারী হয়ে থাকে।" বিশিষ্ট সমাজ তত্ত্ববিদ জর্জ লুণ্ডবার্গের নাম বিশেষভাবে শোনা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। তিনি 1939 খ্রিস্টাব্দে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The foundation of Sociology" তে কল্প বা সংঘর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে অ্যাল্টন মেয়ো এবং রুথলিসবর্গ উদ্যোগ সমাজের সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে সামাজিক কলহ দূরীকরণ এবং সাম্য তার পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য কি করনীয় তা উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৭ সালে ওয়ার্নার মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সংঘর্ষের সমস্যাকে বিচার করেন। তবে সামজিক সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার, কলিন্স, মার্কিজ, ড্যারেনডর্ফ, জর্জ সিমেল প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

3.6 **দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদ** (Different doctrines of dialectics)

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বটি কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত যার মূল ভিত্তি হলো সামাজিক অসমতা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পদ নিয়ে মালিকানা ও অধিকার সংক্রান্ত সংঘর্ষ। এই দৃষ্টিভঙ্গির নানান মতবাদ বা তত্ত্ব রয়েছে তবে

সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো সমাজে দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্ব নিক্ষেপ করা। কোন বিপ্লব ঘটেনি কেন তা বোঝার জন্য দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বটি উল্লেখ করে। সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন, যেমন জর্জ সিমেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব, ড্যারেনডর্ফের তত্ত্ব, প্রচারের সামাজিক দ্বন্দ্বের তত্ত্ব, কার্ল মার্কসের শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব, ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো;

3.6.1 জর্জ সিমেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব (Conflict Theory of George Simmel)

বিখ্যাত জার্মান সমাজবিদ জর্জ সিমেলের জীবনকাল ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি ছাত্র জীবনে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, লোক মনস্তত্ত্ব, শিল্পের ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮১ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তাঁর স্বাধীনভাবে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সুযোগ ছিল কারণ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তি পান ফলে অর্থনৈতিক দিক নিয়ে অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান নিয়ে ভাবতে হয়নি। তিনি একজন অবৈতনিক লেকচারার ও টিউটর হিসেবে নিযুক্ত হন ১৮৮৫ সালে। তিনি ছিলেন একজন অসাধারন সুবক্তা, তাঁর বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি, অধ্যাপক মহল এবং বার্লিনের সংস্কৃতি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। ইহুদি বিরোধী মনোভাবের কারণে তার পদোন্নতি বিশেষভাবে ঘটেনি। তার জীবনে এতো বিরম্বনা সত্ত্বেও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে জ্ঞানীসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সর্বমোট 31 টি বই এবং আড়াইশোর বেশি প্রবন্ধ রয়েছে তাঁর লেখনীতে। "জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি" ছিল ম্যাক্স ওয়েবার ও হার্ডডিনান্ড টনিসের সাথে একত্রে গড়ে তোলা। তিনি দর্শন ও নীতিবিদ্যার অধ্যাপনা করতেন শিক্ষকতা জীবনের প্রথম দিকে। পরবর্তী সময়ে সমাজতত্ত্বে তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে জার্মানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র ও অদ্বিতীয়ম। তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে একত্রে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন, তাদের সাথে আলাপচারিতায় জ্ঞানীগুণীদের সান্নিধ্যে তার সমাজতাত্ত্বিক ভাবধারা গুলি প্রচার করেছেন। পরবর্তীতে ১৯১৪ সালে সিমেল তিনি স্টার্নবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে "প্রফেসর' পদে উন্নীত হন।

সিমেল বিরোচিত কতগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হল, 'কনফ্লিক্ট এন্ড ওয়েব অফ গ্রুপ অ্যাফিলিয়েশনস', 'দ্যা মেট্রোপলিস এন্ড মেন্টাল লাইফ', 'কাস্টমঃ এন্ড এসে অন সোশ্যাল ক্যাডস', 'দা সোসিওলজি অফ সোসিয়েবিলিটি', 'হাউ ইজ সোসাইটি পসিবল?' ইত্যাদি।

"Conflict" নামক তাঁর রচিত গ্রন্থে সামাজিক সংঘাত বা দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ধারনা পাওয়া গেছে। মানব জীবনে "দ্বৈততা" (Dualism) মতবাদ রয়েছে বলে সিমেল মনে করেন এবং মানব জীবন হল পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ, যেমন - সহযোগিতা ও দ্বন্দ্ব, বৈষম্য ও সাম্যতা, পরিবর্তন ও স্থায়ীত্ব ইত্যাদি। তিনি সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের পর সমন্বয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন। সংঘাত এমন একটি আবশ্যিক পরিস্থিতি যার মাধ্যমে দুটি সংগঠনের দুর্বলতা এবং দৃঢ়তা সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। সংঘাত বিভিন্ন দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। সিমেল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল -

1. সম্পর্কের গভীরতা যত বেশি হয়, দ্বন্দ্ব ততবেশি জোড়ালো হতে দেখা যায়।

2. প্রায় সমস্ত দল বা গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা যায়। সংঘাত চলাকালীন দলের মধ্যে ঐক্য আরো মজবুত হয়।
3. সম্পর্কের স্থায়ীত্বের সূচক হিসেবে সিমেল দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকে উল্লেখ করেছেন।
4. পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার্থে দ্বন্দ্বই অন্যতম ভূমিকা নেয় এবং পরিচিতি নির্ধারন করে।
5. দ্বন্দ্বের ফলে নতুন নিয়ম এবং মানদণ্ড স্থাপিত হয় যার মাধ্যমে পুরোনো নিয়ম, সংস্থাসমূহ নতুনভাবে, নতুনরূপে স্থাপিত হয়।
6. সিমেলের মতে, সমাজে শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব এবং সংঘাতের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক আছে।

3.6.2 ড্যারেনডর্ফের তত্ত্ব (Theory of Dahrendorf)

জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ র্‍্যালফ ডারেনডর্ফ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তার বিখ্যাত পুস্তক "উদ্যোগ মূলক সমাজে শ্রেণী এবং দ্বন্দ্ব" এ একটি সমাজ সংঘর্ষ মূলক তথ্য প্রকাশিত করেন। ড্যারেনডর্ফের তত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল জোরপূর্বক সমাজের সীমাবদ্ধতা নির্ধারিত হয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যদের উপর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব ধারনের মাধ্যমে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, সমাজ অপরিহার্যভাবে সমন্বিত সমিতি দ্বারা গঠিত, যেখানে ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়। এখানে সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং ঐক্যমত উভয় সহাবস্থান করে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের দিক (Aspects of conflict theory) : ড্যারেনডর্ফের শিল্প সমাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন শ্রেণী এবং শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব বোঝানোর ক্ষেত্রে যা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক। তিনি শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন কাঠামোগত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। তিনি দ্বন্দ্বকে সামাজিক রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মার্ক্সসীয় মতবাদে বিপরীতে বলেছেন দ্বন্দ্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় এবং সহিংস উপায়ে আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

মার্ক্স এবং ড্যারেনডার্ফ সামাজিক জটিলতা এবং বহুমাত্রিকতা স্বীকার করে দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণীর ধারণার উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। তাত্ত্বিক আলোচনার মূল কেন্দ্র হল মানুষের মিথোজ ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। তিনি সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার গতিশীলতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে মার্কস সমাজে উদ্ভূত সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিচালনার উপর জোর দিয়েছিলেন। ড্যারেনডর্ফ দ্বন্দ্বকে সামাজিক সংগঠনগুলিকে অন্তর্নিত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বৈষম্য হিসেবে বিবেচিত করে। তিনি তার সংঘর্ষের নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে বিষয়টি প্রস্তুত করেছেন।

1. প্রতিটি সমাজে দুই ধরনের গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একদল ইতিবাচক প্রভাবসম্পন্ন এবং অন্যদল নেতিবাচক প্রভাব সম্পন্ন। এদের পরস্পর বিরোধী স্বার্থে সমাজে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ দেখা যায়।
2. সমাজে স্বার্থবাদী গোষ্ঠীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য সর্বদা সংঘর্ষে মেতে থাকে পরিবর্তন ও সেই সময়ের পরিস্থিতিকে বজায় রাখার জন্য সংঘর্ষকে বা দ্বন্দ্বকে দিয়ে রাখে।
3. সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায় তাদের স্বার্থ গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ। প্রতিটি সমাজে একটি ক্ষমতা কাঠামো দেখা যা সমস্ত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মূল।
4. দ্বন্দ্বকে কোনকালেই সমাপ্ত করা সম্ভব নয়, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করে।
5. ড্যারেনডর্ফের মতে, মানব সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশক্তি হিসেবে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত হলো মূল, যা স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব।

শিল্প সমাজের ক্রমবর্ধমান অবস্থা বিবেচনা করে ড্যারেনডরফ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির দুটি স্বতন্ত্র অভিমুখ হলো -

i. সমাজের একীকরণ তত্ত্ব (Integration theory of society)
ii. সমাজের বলপ্রয়োগ তত্ত্ব (Coercion theory of society)

সামাজিক বল প্রয়োগ তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, প্রতিটি সমাজের অন্তর্নিহিত মূলকথা হলো পরিবর্তনশীলতা। অর্থাৎ বলপ্রয়োগ সামাজিক পরিবর্তনকে স্থির করে তোলে। সমাজের মধ্যে মতবিরের এবং দ্বন্দ্ব সব সময় দেখা যায়, যা ক্রমাগত সামাজিক সংঘর্ষে ইঙ্গিত প্রদান করে। যেকোনো সমাজের প্রতিটি উপাদান পরিবর্তনের জন্য বা ভাঙ্গনের জন্য দায়ী।

ড্যানেরডর্ফের মতে, দ্বন্দ্বের মূল উৎস হল ক্ষমতার অসম বন্টন এবং শ্রেণিকন্দের ফলে পরিবর্তনশীল ক্ষমতার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবেও হতে পারে। আংশিক দ্বন্দ্ব বলতে বোঝায় যখন সংঘর্ষকারী মানুষদের মধ্যে বা গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝা করা হয় এবং হস্তান্তর। যখন বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে ফেলা হয় বা সম্পূর্ণ ক্ষমতার পরিবর্তন হয় তাকে সম্পূর্ণ দ্বন্দ্ব বলা হয়।

ড্যারেনডর্ফের তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Dahrendorf's theory): ড্যারেনডরফের তত্ত্বের গ্রহণযোগ্য বেশ কিছু দিক আলোচিত হয়েছে। তিনি শ্রেণীগঞ্জে নতুন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীর ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষমতার জন্য সংঘাতের সমগ্র দিকে পরিক্রমণ করেছেন। তাঁর তত্ত্বের আলোচনার প্রধান দিকগুলি হল -

1. ক্ষমতা প্রভাবশালী প্রদান হলো শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বদা কার্যকরী নয়, তার পরিবর্তে ব্যক্তির আয়, প্রতিষ্ঠা, জীবনশৈলী, পরিস্থিতি প্রভৃতি শ্রেণী কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ড্যারেনডর্ফ তাঁর তত্ত্বে ক্ষমতা, অধীনতা, প্রভুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।
2. তার তত্ত্বের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন পিটার ওয়েনগার্ট। যিনি বলেছেন, ড্যারেনডর্ফের কারণ মূলক বিশ্লেষণ শক্তিশালী নয়। এভাবেও সম্মানিত হয়েছে যে, দ্বন্দ্ব যেখানে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন আনে সেরকম পরিবর্তনও সংঘর্ষের একটি কারণ হতে পারে।
3. সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তিনি মূলত ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতা ছাড়াই সমাজের বর্ণ বৈষম্য, জাতি, ধর্ম, চিন্তাধারা, সামাজিক সংস্কৃতি মূল্যবোধ, জীবন ধারণের কৌশল ইত্যাদির জন্য মানব সমাজে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত দেখা গিয়েছে।
4. ড্যারেনডর্ফ ক্ষমতাকে শ্রেণী নির্ধারনের মূল উৎস মনে করলেও মার্কসের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করেন। তিনি অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করলেও উৎপাদনের তুলনায় ক্ষমতা কেনী বেশি প্রভাবশালী, শেণি কিভাবে অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠী থেকে পৃথক তা বোঝাতে পারেননি।

5. ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলে ড্যারন্ডর্ফ মনে করেন। কিন্তু ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তন ব্যাতীত অন্যান্য কিছুর পরিবর্তন যেমন মূল্যবোধ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ক্ষমতাশীল দলের পরিবর্তন ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

3.6.3 **লুইস কোসারের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব** (Louis Coser's Theory of Conflict)

সমাজবিদ সিমেলের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন আধুনিক অনেক সমাজতাত্ত্বিকরা, তাদের মধ্যে অন্যতম সার্বাধিক প্রভাবিত হন লুইস কোসার। তিনি মনে করতেন, দ্বন্দ্বের ফলে একদিকে যেমন সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হতে পারে তেমনি বিরোধীতায় হতে পারে। ১৯৫৬ সালে "The Functions of Social Conflict" নামক গ্রন্থে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেছেন যা সিমেলের চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। সমাজ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দ্বন্দ্ব কিন্তু অন্য একটি দিক হিসেবে তিনি 'সহমত' কে বিশেষ গুরত্ব দিয়েছেন। কোসারের বক্তব্যে দুটি দিক উঠে আসে তাহল - দ্বন্দ্ব এবং সহমত, যার উপর সামাজিক বাস্তবতা গড়ে ওঠে। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, তিনি 'সহমত' কে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি।
কোসার দুই ধরনের সামাজিক সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তাহল -

1. **বাস্তবিক দ্বন্দ্ব** (Realistic Conflict): সমাজে অধিনস্ত সদস্যদের মধ্যে নৈরাজ্য ও হতাশা ও দ্বন্দ্বের মনোভাব দেখা যায় যখন তাদের চাহিদা প্রত্যাশা মূলক হয় না। এমনকি ব্যক্তির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্থা এবং সমিতি বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন -সমাজে বিরোধ সংঘাত বা দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটি অন্যতম উপায় হলো সংখ্যা দ্বন্দ্ব।
2. **অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব** (Non-realistic Conflict): এক গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণের পথে বাধা প্রাপ্ত হলে ওই গোষ্ঠীর বাকি সদস্যরা সমাজের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে এতে কোসার অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের দ্বন্দ্ব অযৌক্তিক, আক্রমণাত্মক মনোবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির কুৎসিত মনোভাব প্রকাশিত হয়।

কোসারের দ্বন্দ্বের বহু সামাজিক প্রক্রিয়া (Cosar's multi-social process of conflict) : কোসার দ্বন্দ্বের বহু সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যার মাধ্যমে সামাজিক দ্বন্দ্বের রূপটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল -

1. সমাজে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বের সূচক হিসেবে তিনি সংঘর্ষের বা দ্বন্দ্বের অভাবের পরিবর্তে ধ্বংসাত্বক ব্যবহারকেই নির্দেশিত করেছেন।
2. গোষ্ঠীর কার্যকলাপের এক্তিয়ার নির্ধারন করতে এবং কোন গোষ্ঠী কোন পক্ষে তা স্পষ্ট করতে দ্বন্দ্ব একান্তভাবে সাহায্য করে।
3. দ্বন্দ্বের দ্বারা কোনো সমাজের বা গোষ্ঠীর অসহযোগী উপাদানকে যেমন শান্ত করা যায় তেমনি সহযোগী উপাদানকে সক্রিয় করে তোলা যায়। এরফলে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে চাপ করে যায় এবং বিনষ্টকারীর সম্ভবনা শেষ হয়ে যায়।
4. একটি গোষ্ঠীর নিকট সদস্যের মধ্যে যদি বারংবার দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ হয় তাহলে সেই দ্বন্দ্ব দলের বা গোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ীত্ব এনে দেয়।

5. সামজিক দ্বন্দ্ব দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে একতা নির্ধারনে সহায়তা করে। একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে অপর দল বা গোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ দুটি দলের মধ্যে বিবাদের ফলে একটি দলের অভ্যন্তরীন সংঘর্ষ মিটে যায় এবং সদস্যদের মধ্যে একতা গড়ে ওঠে।

উক্ত কোসারের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা সংঘর্ষতত্ত্ব আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, দ্বন্দ্বতাকে অতিরিক্তভাবে তিনি দেখিয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজে একতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বই মূল। তবে একথাও বলা যায় যে, একতা থাকলেই যে গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হবে এমনটি নাও হতে পারে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অসমতাকে বজায় রেখেও সমাজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে অথবা দীর্ঘকাল সমাজের মধ্যে স্থিরতা বজায় রাখা যায়। সমাজের স্থিতিশীলতা ও অস্তিত্ব বজায় থাকলো অনেক সময় ঐক্যবদ্ধ নাও হতে পারে। এই সার্বজনীন ভূমিকার সমালোচনা রয়েছে।

3.6.4 **কার্ল মার্কসের শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব** (Marx's Theory of class Struggle)

কার্ল মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক দর্শনের ভিত্তিতে মানব সমাজের বিবর্তনের কথা বলেছেন। কার্ল মার্কসকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের তত্ত্বের প্রণেতা বলে মনে করা হয়। তাঁর এই তথ্যটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'দাস ক্যাপিটাল' এবং 'সাম্যবাদী ঘোষণাপত্র' নামক গ্রন্থে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে এক কথায় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে অভিহিত করা হয়। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, একটি সামগ্রিক তত্ত্বচিন্তা যাকে আলাদা করে কেবল অর্থনীতি, রাজনীতি বা দর্শনের তত্ত্ব বলে বিচার করা ঠিক হবে না। যেকোন মানবিক জ্ঞানশৃঙ্খলাতে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যাবে। সমাজ চর্চার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সহজবদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা পৃথকভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মার্কসীয় সমাজদর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে অবিহিত করা হয়। অনেকে আবার মার্কসীয় চিন্তাধারা কি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বোঝার জন্য "দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" নামটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্বান্দ্বিকতা, ঐতিহাসিকতা ও বস্তুবাদীতা এসবই একসঙ্গে মিলে মার্কসবাদকে অনন্য করে তুলেছে। দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে মার্কস নিজে কোন গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। রুশ চিন্তানায়ক জর্জ প্লেখানভই প্রথম মার্কসীয় চিন্তাভাবনাকে "দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ" আখ্যায় ভূষিত করেন। এই কথাটি তিনি একসঙ্গে কোথাও ব্যবহার না করলেও নানান লেখায় শব্দ দুটি পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দ্বান্দ্বিকতা বলতে বোঝায় দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাত জনিত প্রক্রিয়া। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল তার ইতিহাস দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে এক কল্পিত মহাচৈতন্যের দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের কথা বলেছিলেন।

মার্কসের তত্ত্বে সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রধান দিক নির্দেশিত হয়েছে। মার্কসবাদী দর্শন এবং দ্বন্দ্ববাদের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় যে দুটি বিষয়কে অনেক সময় সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের মধ্যে মার্কসবাদী মতবাদ এতটাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত যা অন্য কোন মতাদর্শে দেখা যায় না। পৃথিবীর সমস্ত বৈপ্লবিক ঘটনার মধ্যে মার্কসবাদের সাদৃশ্য পাওয়া যায় বলা ভালো সমস্ত বৈপ্লবিক ঘটনা মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দর্শন হিসেবে মার্কসবাদ পরিচিত নয়, এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যাপক।

মার্কসবাদী দর্শনে দ্বন্দ্ববাদের মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত। কাল মার্কস বিশ্বাস করতেন মানুষের জন্মগত প্রকৃতিগত সপ্তাহের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কিছু স্বার্থ দেখা যায়। তাদের মতে, মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ধারণা যদি তাদের স্বার্থ অনুসারে না হয় তাহলে অনুমানের অপেক্ষা রাখে না যে অন্য অংশের স্বার্থের দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা চলছে। তিনি দ্বন্দ্বহীন সমাজ ব্যবস্থাকে অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন অতীত ও বর্তমানের সমস্ত কাজ কর্মের মধ্যে কিছু স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। তাই যেকোনো সমাজে স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব থাকবেই। অর্থাৎ কোন না কোন সময় একটি নির্দিষ্ট সমাজের মতাদর্শ সেই সমাজের শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ প্রতিফলিত হয়।

মানুষের জীবনযাত্রার ধরন বা জীবন শৈলী সামাজিক সংঘর্ষ বা দম্ভের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। কার্ল মার্কস সামাজিক দ্বন্দ্বের মূলে সম্পত্তির মালিকানাকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন সমাজে সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে দুটি দল বা গোষ্ঠীর বিষয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলে সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের উদ্ভব হয়। এর ফলে সামাজিক পরিকাঠামোতে পরিবর্তন আসে।

কার্ল মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম (Karl Marx's Class Struggle): কার্ল মার্কসের ধারণা অনুসারে সমাজে শ্রেণীর উৎপত্তি সমাজ বা ধর্মকে কেন্দ্র করে নয়, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীর উৎস নির্ধারিত হয়। কার্ল মার্কস লিখেছেন, "সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের উপাদান এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের নির্মিত শ্রেণী দুই বর্তমান।" মানুষ সামাজিক প্রাণী, আরো স্পষ্টভাবে বললে সামাজিক শ্রেণীর প্রাণী। জীবন ধারণের জন্য মানুষ কিছু না কিছু জীবিকা বা উপার্জনের উপায় নির্বাচন করে। উপার্জনের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজন দেখা যায় এবং শ্রেণী সচেতনতা ও গড়ে ওঠে। সুতরাং কাল মার্কস এখনো অনুসারে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী একই প্রকার জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তির সমষ্টি হল শ্রেণী অর্থাৎ শ্রেণী হল সেই সমস্ত ব্যক্তির দল বা সমষ্টি যারা সমাজে একই ধরনের কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই তিনি শ্রেণীর উদ্ভবের মূল উৎস হিসাবে অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশিত করেছেন।

তৎকালীন সময়ে ইংল্যান্ডের সামাজিক খুবই শীতের উপর ভিত্তি করে মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা গড়ে ওঠে। সে সময় ইংল্যান্ডের কারখানাগুলি প্রচুর উৎপাদন ব্যবস্থায় সামিল ছিল। এ সময় ধনী ব্যক্তি আর ধনী হতে থাকে এবং গরিব মানুষ না সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে।রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সরকারের পুঁজিবাদীদের বা ধনী ব্যক্তিদের সমর্থন লক্ষ্য করা যায় ফলে সর্বহারা শ্রেণী শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। সরকার নিজের স্বার্থে ইচ্ছে মত পরিকল্পনা এবং সর্বহারা শ্রেণীর উপর শোষণ করছিল। মার্কসবাদীদের মতে মানব ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ হলো অর্থনীতি ইতিহাস। অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীর উত্থান ও পতন হয়। মার্কসবাদ এর শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণায় সংঘাত বা দ্বন্দ্ব, পুঁজিপতি এবং সর্বহারা শ্রেণী ধারণা পাওয়ার যায়। সংগ্রাম হলো সমাজের এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি শ্রেণি অবশ্যই থাকে যার প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা পূর্ণ হয়না বলে অসন্তুষ্ট থাকবে এবং তারা ধর্মঘট, অসহযোগিতা প্রভৃতিভাবে তা প্রকাশ করে। শ্রেণীর এই এই অসন্তোষ অসহনীয় হলো তা বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক সংঘাতের কার্ল মার্ক্সের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে;

1. সম্পত্তির গুরুত্ব: কাল মার্কস সমাজে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষে মূল উপাদান হিসেবে সম্পত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজের সম্পত্তি কোন শ্রেণীর হাতে থাকবে বা কোন শ্রেণী লাভ করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তাকে কেন্দ্র করে সমাজে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ দেখা যায়। শ্রেণীগুলি উৎপাদনের উপায়গুলির সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সম্পত্তি বিভাজন হল শ্রেণী কাঠামোর জটিল ব্রেকিং লাইন।
2. অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ: পুঁজিবাদী সমাজ উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় গুটিকয়েক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত করার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।শিল্প বিপ্লবের ফলে ধনী সম্প্রদায় আরো ধনী হতে থাকে এবং গরিব শ্রেণী সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়ে থাকে। সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে মূলত দুটি বিপরীত ধর্মী শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তাই সামাজিক দ্বন্দ্বের মূল অর্থনৈতিক অবস্থা।
3. শ্রেণীর মেরুকরণ: পুঁজিবাদী সমাজে অন্তর্নিহিত শ্রেণীগুলির উগ্র মেরুকরণের দিকে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মেরুদরনের ফলে সমগ্র সমাজ দুটি প্রধান বা মূল শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়, একটি হল পুঁজিবাদী শ্রেণী এবং অপরটি হল সর্বহারা শ্রেণী। পুঁজিবাদী শ্রেণী তাদের হাতে সমাজের সমস্ত সম্পদ থাকে এবং তারা সেগুলোকে ধরে রাখতে চায়, রক্ষনাবেক্ষণ করে। অপরদিকে সর্বহারা শ্রেণীর কাছে কিছুই থাকে না শুধুমাত্র তাদের শ্রম ছাড়া।

3.6.5 র্যানডাল কলিন্সের সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব (Randall Collins Theory of Social Conflict)

দ্বান্দ্বিক মতবাদীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক হলেন র্যানডাল কলিন্স (Randall Collins)। আমেরিকান সমাজবিদ কলিন্স তার তত্ত্বটি দেখাতে চেয়েছিলেন কিভাবে দ্বান্দ্বিক স্বার্থ বৃহত্তর এবং বহু বিচিত্র সমাজ জীবনকে ব্যাখ্যা করে।একথা বলা যায় তার তথ্য দ্বন্দ্বমূলক সমস্ত পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। তাঁর তত্ত্ব জনসাধারনের স্বার্থ বিশেষভাবে দূরত্ব পেয়েছে।

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত “Conflict Sociology towards an Explanatory Science” নামক গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রতিটি মানুষ আদেশ মান্য করতে পছন্দ করেনা এবং কারুর হুকুম না মানার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। অর্থাৎ মানুষ সর্বদাই কিছু মৌলিক স্বার্থ অনুসারে কাজ করে। তার প্রস্তাবনার মৌলিকতা হলো সম্পত্তি, ক্ষমতা এবং মর্যাদা হল এমন কিছু নিষ্ঠুর বস্তু বা লক্ষ্য যেগুলি সমাজের সদস্যরাই অর্জন করার চেষ্টা করে। এর থেকে স্পষ্ট যে সমাজে সর্বদা দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। কলিন্সমনে করেন সমাজে দ্বন্দ্ব সব সময় থাকবে কারণ অন্য কিছুর তুলনাই দমন একটি অত্যন্ত কার্যকরী উপাদান বা উপায়। তার মতে সমাজে রসদ বা সম্পদের অসম বন্টনের ফলে উদ্ভূত দ্বন্দ্বিক স্বার্থ বিভিন্ন সামাজিক আসন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি নির্ধারণ কর**স্তরবিন্যাসের দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব (Conflict Theory of Stratification) :** ম্যাক্স ওয়েবারের মতো কলিন্স মনে করেন জীবনের তিনটি ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণের আধিপত্য বিস্তার বা অধিনস্ত নির্ভর করে সমাজে সম্পদের কম বা বেশি সম্পদের অধিকারের ভিত্তিতে। যার ফলে সামাজিক স্তরবিন্যাসের রুপভেদ তৈরি হয়। প্রথমক্ষেত্র হিসেবে মানুষের পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণি বিভক্ত হয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সমাজে বসবাসকারী সম্প্রদায়সমূহ বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ গোষ্ঠীতে জীবন অতিবাহিত করে। তৃতীয়ক্ষেত্রে হিসেবে রাজনৈতিক বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে

বিভিন্ন দল রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবী করে। কোলিন্স স্তর বিন্যাসের কোন একটি দিককে বেশি গুরুত্ব দেননি। বরং এ কথা বলা যায় তিনি ওয়েবারের বহুত্ববাদী মডেলে দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কলিন্স ক্ষমতা মর্যাদা এবং সম্পত্তির রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তি সামাজিক স্তরে পদার্পণে একমাত্র হাতিয়ার হল শিক্ষা যার দ্বারা সমাজে সংস্কৃতির প্রতি একটি শ্রদ্ধার বাতাবরণ তৈরি হয়। তিনি পরিবারকে লিঙ্গভিত্তিক স্তর বিভাজন এবং দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিল মহিলাদের ওপর পুরুষরা অধিক আধিপত্য বিস্তার করে তার কারণ ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং স্বতন্ত্র উপর পুরুষদের অধিকার বেশি পরিমাণে থাকে। একই রকম ভাবে তরুণদের থেকে বয়স্কদের আধিপত্য বিস্তারের পরিমাণ বেশি তার কারণ তাদের অভিজ্ঞতা, আয়তন এবং অপেক্ষাকৃত তরুণদের চাহিদা সমূহ পূরণ করার সামর্থ্য থাকে।

কলিন্সের তত্ত্বটিতে কিছু দূর্বলতা লক্ষ্য করা। সেগুলি হল-

1. ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ করেছেন যা কোন ব্যক্তির ক্ষমতা তথা অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সব সময় অন্যান্যদের মধ্যে সমপরিমাণ দুর্বলতা বা অসুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়।
2. তার ভাবধারা এবং মতাদর্শ যেভাবে সামাজিক কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন তা অনেকটাই যান্ত্রিক। সমালোচকদের মতে মতাদর্শ এবং ভাবাদর্শ সমাজ কাঠামো নিরপেক্ষ হতে পারে। মানুষের ভাবধারা ও মতাদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।
3. কলিন্স রাষ্ট্র সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অমূলক। তিনি বলেছেন রাষ্ট্র হিংসা, ও দমন এর মাধ্যমে শাসনের একচেটিয়া অধিকার দ্বারা নির্ধারিত একটি সংস্থা। সমালোচকদের মতে যা অসম্পূর্ণ এবং ক্রুটিপূর্ণ। তাদের মতে সমসাময়িক পৃথিবীতে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রসমূহ এর সবচেয়ে প্রাঞ্জল প্রমাণ।

3.7 দ্বন্দ্বতত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Conflict Theory)

সামজিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিদরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেমন; মার্কসবাদীদের সম্পত্তি (Property) আয়ত্ত্বে আনার, মিলসের শক্তি (Power) প্রদর্শন, ড্যারেনডর্ফের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আধিপত্য ইত্যাদি।এই তত্ত্বের সব থেকে বড়ো সমালোচনা হল বিভিন্ন মতবাদের একটি সাধারন নিয়ম বা তত্ত্বের গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসা। অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক মতবাদে দ্বৈত মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়।

সামাজিক দ্বন্দ্বের বা সংঘাতের তত্ত্বের আরো একটি বড় ক্রুটি হল, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষনীয় সঠিক তথ্যের অভাব। এপ্রসঙ্গে ডায়ুক বলেছেন, “সংঘাত তত্ত্বের সমকালীন বক্তব্যের মধ্যে অভিজ্ঞতাসমুহের দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে এবং এই দৃষ্টান্ত গঠন পরীক্ষায় তো আরো কম আছে। সংঘাত তত্ত্বের উপর সামগ্রী যথেষ্ট কিন্তু তাকে সংঘর্ষ সম্পর্কিত বৃহৎ তত্ত্বের- প্রতিপাদনে একত্রিভূত করা প্রয়োজন।”

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংঘর্ষ তত্ব সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। গঠনমূলক কার্যবাদ যেখানে ভারসাম্য যুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত, সেখানে দ্বন্দ্বতত্ত্ব সমাজের গতিশীল বক্ষ এবং সংঘর্ষ ও পরিবর্তনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার উপর মনোযোগ দিয়েছে। তবে একথা স্বীকার করে

নেওয়া উচিত যে, বাস্তব সমাজ জীবনে এমন কিছু সমস্যা থাকে যেখানে শুধুমাত্র কাঠামোমূলক কার্যকলাপ দৃষ্টিভঙ্গির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর এমন কিছু সমস্যা থাকে যার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বা সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

3.8 শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভূমিকা (Role in social conflicts in education)

দ্বান্দ্বিক মতবাদের তত্ত্ব এবং তার সমর্থনকারীরা সামাজিক পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষার কথা স্বীকার করেছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্যকে দ্বন্দ্বতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রহণ করতে হবে। সংঘর্ষবাদ বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে শিক্ষা সম্পর্কে যে তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় তা হল -

1. সমাজের উৎপাদনশীল শক্তি হিসাবে মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। শ্রেণী সংগ্রামের উপাদান এবং উপযুক্ত শিক্ষার সহায়তাই সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান অনুযায়ী এবং সুষেন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করে শ্রেণীহীন সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায়। অনেকে শিক্ষাকে শ্রেণী সংগ্রামের প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
2. সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ববাদ অনুযায়ী ব্যক্তির সঙ্গে বস্তুজগতের ক্রীড়া প্রতিক্রিয়ায় জ্ঞান সংগৃহীত হয়। ব্যক্তি ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে মিখস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান সংগ্রহ করে। ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় ও সজাগ করে তুলতে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণকে।
3. দ্বন্দ্বিক মতবাদ অনুসারে কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা চিরসত্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আজ যা সত্য, কাল তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। অর্থাৎ আজকের প্রমাণিত সত্য, আগামীতে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে।
4. এই তত্ত্ব অনুসারে জ্ঞানের বিকাশ কে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মনে করা হয়েছে জ্ঞানের বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক বিকাশ সংঘটিত হবে। সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বমূলক মতবাদে ব্যাক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ে দেখতে পাওয়া যায় যা বস্তুনিষ্ঠভাবে সংগঠিত হয়।
5. দ্বন্দ্বমূলক ধারনায় চরম সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই। শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রকৃতিকে খুঁজে বার করতে হবে। শিক্ষার কাজ হল সত্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা। দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক কাজকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, সমগ্র বিশ্বকে নতুন ভাবে খুঁজে পেতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। এদের ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা হবে সবসময় সৃজনাক।
6. দ্বন্দ্ববাদীদের মত অনুসারে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের উৎপাদনমুখীনতা। উৎপাদনে উপযোগী দক্ষতা অর্জনে ব্যক্তিদের সহায়তা করাই হবে শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের শুভ অভ্যাস গঠনে, সামাজিক সম্পত্তির প্রতি যত্নবান হওয়ার মনোভাব জাগ্রত করা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা, যে কোনো রকম কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই তত্ত্ব অনুসারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য গুলি সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনের উন্নতির কথা চিন্তা করে নির্ধারিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তির উপেক্ষিত নয়। ব্যক্তি বলতে কোন একককে বোঝায় না। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাক্তি অন্তর্নিহিত।

7. শিক্ষার মাধ্যমে মূলত তিনটি দিকের প্রশিক্ষণের কথা ভাবা যেতে পারে - দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষা। সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষার মাধ্যমে। দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মার্কসীয় মতবাদ শিক্ষার পাঠক্রমের উপযোগিতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "This education in case of every child over a given age, combine productive labour with instruction and gymnastics, not only as one methods of adding to efficiency of production, but as the only method of producing fully developed human being."
8. দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়ন্ত্রণে চাবিকাঠি হবে শিক্ষা। কারণ সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হলো শিক্ষা, তাই রাষ্ট্র বা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হবে শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়ী বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার কার্যকরী সংস্থা হলেও তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে রাষ্ট্রের হাতে। তাদের মতে, রাষ্ট্র শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে বলে বিদ্যালয়ের কর্ম প্রকৃতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বিদ্যালয়গুলিতে গৃহের মত সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকবে।
9. দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে সমাজের উপযুক্ত সুর নাগরিক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা হলো মূল হাতিয়ার। এক্ষেত্রে শিক্ষালয় গুলিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা দরকার। এটাকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারীদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। এমনকি শিক্ষালয় গুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হয়। রাষ্ট্রের দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় বলে পাঠক্রমের মধ্যে সাম্যতা বজায় থাকে।

3.9 উপসংহার (Conclusion)

সামজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা সংঘর্ষতত্ত্ব সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-চিন্তকদের মধ্যে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। যদিও এই তত্ত্বের অনেক সমালোচক আছেন, তবুও এটি ব্যাপকভাবে সম্মানিত এবং প্রভাবশালী। যেকোনো সমাজে, গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বৈপ্লোবিক পরিবর্তন ঘটাতে এই তত্ত্বের অবদান অবিস্মরণীয়। মার্কসবাদী ধারনায়, সমাজের গঠন "ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো" ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। একটি সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্র তার ভিত্তি তৈরি করে, যার উপর সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, উপরিকাঠামো নির্ভর করে। দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে একথা বলা যায় যে, অর্থনীতি নির্ধারণ করে একটি সমাজে চালচিত্র। সমাজের দ্বন্দ্বকে পরিবর্তনের প্রাথমিক উপায় হিসেবে দেখেছিলেন দ্বন্দ্ববাদীরা।

উপসংহারে, একথা উল্লেখ্য যে, দ্বন্দ্ব কেবল সেই সামাজিক কাঠামোর জন্যই অকার্যকর হতে পারে যেখানে দ্বন্দ্বের সহনশীলতা বা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অপর্যাপ্ত। সমাজকে "ছিন্নভিন্ন" করার হুমকিস্বরূপ অত্যন্ত তীব্র দ্বন্দ্ব কেবল অনমনীয় সামাজিক কাঠামোতেই দেখা দেয়। সুতরাং, সামাজিক কাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ দ্বন্দ্ব নয়, বরং সেই কাঠামোর অনমনীয় চরিত্র। দ্বন্দ্ববাদীদের মতানুসারে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয় দ্বন্দ্বের ফলে। একথা সব সময় সত্য নয়। সামাজিক পরিবর্তনে সামজিক দ্বন্দ্ব ছাড়াও মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, কৃষ্টির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, সামজিক পরিবর্তন, সামাজিকীকরণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামাজিক দ্বন্দের বিষয়টি অবশ্যই ধ্বনাত্বক ভূমিকা নিলেও সবক্ষেত্রে কার্যকারী নয়। তবে দেখা গিয়েছে যে সমাজের

যতবেশি দ্বন্দ্বমূলক বিষয় জোড়ালো সেই সমাজে, গোষ্ঠীর বা দলের অভ্যন্তরের সদস্যদের মধ্যে একতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি অত্যন্ত শক্তিশালী। অনেকে আবার একথাও বলেন, দেশের অভ্যন্তরে সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে অন্যদেশের সাথে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি খুবই প্রয়োজন। যাইহোক সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব সমালোচিত হলেও যেকোনো কালে, যেকোনো দেশের শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে, যেকোনো দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে ধ্বণাত্বক ভূমিকা পালন করে।

3.10 সারাংশ (Summary)

আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। শিক্ষার্থীরা জেনেছে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ কিভাবে ভূমিকা পালন করে। দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বিবাদ, কলহ, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে না, কোনো সত্য প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঐক্যতা আনতে প্রতক্ষ্যভাবে ধনাত্বক ভূমিকা পালন করে। উক্ত ইউনিটে দ্বন্দ্ববাদ সম্পর্কে সাধারন ধারনার পাশাপাশি দ্বন্দ্ববাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা ওয়াকিবহাল হতে পেরেছে। বিশ্বের ইতিহাসে দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ আলোচনা ছাড়া কোনো সমাজতত্ত্ব আলোচিত সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই এই বিষয়কে কেন্দ্র করে কার্ল মার্কসের শ্রেণি-সংগ্রাম, শ্রেণি-দ্বন্দ্বতত্ত্ব, র‍্যানডাল কলিন্সের সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব, ড্যারেনডর্ফ এবং সিমেলের সামাজিক দ্বন্দ্বের তত্ত্ব সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী আলোচিত হয়ে চলেছে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে দ্বন্দ্বতত্ত্ব শুধুমাত্র সমাজবিদ্যার শাখায় সীমাবদ্ধ নেই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পরেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বন্দ্বতত্ত্ব কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষাকে দ্বন্দ্ববাদীরা সামাজিক পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই শিক্ষার সমস্তদিকে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধনাত্বক প্রভাব বিদ্যমান, যা আলোচিত হয়েছে।

3.11 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions)

1). **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দাও :**

a. **সিমেলের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম লেখো।**
b. দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল কথা কি?
c. দ্বন্দ্বের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখো।
d. দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল প্রবক্তা কাকে বলা হয়?
e. কোসারের লেখা গ্রন্থের নাম কি?
f. দ্বন্দ্বতত্ত্বের কয়েকজন সমর্থকদের নাম লেখো।

2). নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

a. ড্যারেনডর্ফের সামাজিক দ্বন্দ্বের তত্ত্বটি আলোচনা করো।
b. কার্ল মার্কসের শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।
c. শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভূমিকা উল্লেখ করো।
d. সামজিক দ্বন্দ্বতত্ত্বটির বৈশিষ্ট্যগুলি নিজের ভাষায় লেখো।

e. কলিন্সের সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্বটির সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা করো।

3.12 তথ্যসূত্র (References)

18) Abraham, M. F. (2018). *Modern Sociological Theory.* New Delhi: Oxford University Press.
19) Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
20) Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspectives and Method.* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hll.
21) Caglar, S. & Alver, f. (2015). The impact of symbolic interactionism on research studies about communication science. *International Journal of Arts and Sciences, 8*, 479-484.
22) Hall, P. M. (2007). Symbolic interaction: Blackwell Encyclopaedia of Sociology. London: Blackwell Press.
23) Jacob, A. (2004). *Education: Sociological Perspective.* Jaipur: Rawat Publications.
24) Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India.* Jaipur: Rawat Publications.
25) Meltzer, B. N. & Petras, J. W. & Reynolds, L. T. (1975). *Symbolic Interactionism:Genesis, Varieties and Criticsim.* London: Routledge & Kegan Paul.
26) Mondal, A. & Nijairul, I. (Eds.) (2021). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
27) Mondal, A., Bachhar, S. & De, M. M. (2021). *Sociological Foundations of Education* (in Bengali). Kolkata: Aahelli Publishers.
28) Rao, C.N. Shankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought.* New Delhi: S. Chand & Company Ltd.
29) Ritzer, G. (1992). *Sociological Theory (3rd Ed.).* Singapore: McGraw Hill Co.
30) Singh, J. P. (2021). *Contemporary Sociological Theories.* New Delhi: Rawat Publications.
31) Stryker, S. & K.D. Vryan (2003). The symbolic interactionist frame. *Handbook of Social Psycchology*, Edt: J.D. Delamater, NewYork: Springer.
32) Sule, M. N. (2012). Symbolic Interactionism (SI) As a Sociological Theory and its Application to Classroom Learning. *Education and Development in Africa: Interfaces, Issues and Perspectives.* 121-125.
33) Turner, J. H. (1995). *The Structure of Sociological Theory.* Jaipur: Rawat Publications.
34) Utkal University (2018). Module- Modern Sociological Theory (M. A. in Sociology). Centre for Distance and Online Education, Utkal University.

শিক্ষারসমাজতত্ত্ব
[Sociology of Education]

ব্লক – ২: সামাজিক চিন্তা
(Social Thought)

একক ৪: ভারতীয় সামাজিক চিন্তাবিদ
(Indian Social Thinkers)

গঠন (Structure)

৪.১উদ্দেশ্য (Objectives)
৪.২ভূমিকা (Introduction)
৪.৩ জিএস ঘুরে সমাজ ভাবনা এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Social Thoughts of G.S. Ghurye and Its Educational Significance)
৪.৩.১ প্রেক্ষাপট (Context)
৪.৩.২ জিএস ঘুরের সমাজ ভাবনা (Social Thoughts of G.S. Ghurye)
৪.৩.৩ শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of Ghurye's Thoughts)
৪.৩.৪ উপসংহার (Conclusion)
৪.৪ রাধাকমল মুখার্জির সমাজ ভাবনা এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Social Thoughts of Radhakamal Mukherjee and Its Educational Significance):
৪.৪.১ প্রেক্ষাপট (Context):
৪.৪.২ রাধাকমল মুখার্জির সমাজ ভাবনা (Social Thoughts of Radhakamal Mukherjee):
৪.৪.৩ রাধাকমল মুখার্জির চিন্তাভাবনার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of Mukherjee's Thoughts):
৪.৪.৪ উপসংহার (Conclusion):
৪.৫সারাংশ (Summary)
৪.৬স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):
৪.৭তথ্যসূত্র (References)

৪.১উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটিপড়ারপরছাত্র-ছাত্রীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেঅবহিতহবেন-

a. জিএস ঘুরের সামাজিকচিন্তাভাবনাসম্পর্কেজ্ঞানঅর্জনকরবেন
b. জিএস ঘুরের সামাজিকচিন্তাভাবনারশিক্ষাগততাৎপর্যকিসেসম্পর্কেধারণালাভকরবেন
c. রাধাকমলমুখার্জিরসমাজভাবনাসম্পর্কেধারণালাভকরবেন
d. রাধাকমলমুখার্জিরসমাজভাবনারশিক্ষাগততাৎপর্যকিসেবিষয়েজ্ঞানঅর্জনকরবেন

৪.২ভূমিকা (Introduction)

এইএককেআমরাজিএসঘুরেএবংরাধাকমলমুখার্জিরসমাজভাবনাএবংশিক্ষাক্ষেত্রেতারপ্রয়োজনীয়তাসম্পর্কেআলোচনাকরব।

আমরাএখানেদেখাবোকিভাবেসামাজিকচিন্তাভাবনাকেব্যক্তকরতেগিয়েজিএসঘুরেভারতবর্ষেরজাতিব্যবস্থাবর্ণব্যবস্থাউপজাতিনগরায়নআধুনিকতাধর্মএবংসামাজিকগঠনপরিবারআত্মীয়-স্বজনএবংসামাজিকপরিবর্তনকেব্যাখ্যাকরেছেন। সেইসঙ্গেতারসমাজভাবনারশিক্ষাগতদিকদেখাতেগিয়েতিনিবলেছেনযেশিক্ষাহলোজাতিগতসাম্যরক্ষারএকটিঅন্যতমহাতিয়ারতিনিবলেছেনকিভাবেআদিবাসীদেরশিক্ষাদিতেহবেএবংসাংস্কৃতিকসংহতিবজায়রাখতেহবেতিনিদেখিয়েছেনকিভাবেশিক্ষাএবংনগরায়নপরস্পরপরস্পরেরসঙ্গেসম্পর্কযুক্ততিনি এটাওবলেছেনধর্মনৈতিকশিক্ষাএবংসামাজিকমূল্যবোধকতটাপ্রয়োজনীয়সেইসঙ্গেপরিবারআত্মীয়-স্বজনএবংসম্পর্করক্ষারক্ষেত্রেশিক্ষারকতখানিভূমিকারয়েছেতাওতিনিব্যক্তকরেছেনএইবিষয়গুলিসম্পর্কেআমরাএইএককেবিস্তৃতভাবেআলোচনাকরব। রাধাকমলমুখার্জিসামাজিকবাস্তুতন্ত্রএবংপরিবেশবিদ্যাগ্রামেরউন্নতিএবংকৃষিকাজসামাজিকন্যায়মানবকল্যাণসংস্কৃতিএবংসভ্যতাপ্রভৃতিবিষয়সম্পর্কেআলোকপাতকরেছেনযেগুলিএইএককেআলোচনাকরাহবে। তিনিতারতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যহিসেবেযেবিষয়গুলিআলোচনাকরেছেনপরিবেশগতসচেতনতাকৃষিকাজেরউন্নতিমূল্যবোধভিত্তিকশিক্ষাচরিত্রগঠনপ্রভৃতি।

৪.৩ জিএস গুরের সমাজ ভাবনা এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য(Social Thoughts of G.S. Ghuryeand Its Educational Significance):

৪.৩.১ প্রেক্ষাপট (Context):

গোবিন্দ সদাশিব গুরে (১৮৯৩-১৯৪৩) ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের একজন অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁকে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। কারণ তিনি ইন্দোলোজি এবং এমপিরিক্যাল রিসার্চ এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। তাঁর গবেষণা গুলি মূলত যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয় সেগুলি হল ভারতবর্ষের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নগরায়ন, পরিবার, আত্মীয়তা প্রভৃতি। তিনি মূলত পাশ্চাত্য সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বিশেষ করে কাঠামো গত কার্যকারিতা (Structural Functionalism) এর দ্বারা।

তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের সমাজকে বুঝতে গেলে তাকে ঐতিহাসিক এবং ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field Work) উভয় দিক থেকে পর্যালোচনা করতে হবে।

৪.৩.২ জিএস গুরের সমাজ ভাবনা (Social Thoughts of G.S. Ghurye):

১) ভারতবর্ষের জাতি ব্যবস্থা (Caste System in India):

তিনি ভারতবর্ষের জাতি ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বেশ কতকগুলো শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের জাতি ব্যবস্থা অনুক্রমিক, অন্তরবিবাহ মূলক এবং পেশাগত ভাবে বিভাজিত যা মূলত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিভিন্ন নিয়ম কানুনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি জাতি ব্যবস্থায় ছয় ধরনের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলি হল- বিভাজন (segmentation), অনুক্রমিক (hierarchy), সামাজিক মেলামেশায় সীমাবদ্ধতা (Restrictions on social interaction), পার্থক্যমূলক অধিকার এবং কর্তব্য (Differential rights and duties), বংশগত পেশা (Hereditary Occupations), এবং অন্তর্বিবাহ (Endogamy)।তিনি জাতি ব্যবস্থার উপর শিল্পায়ন এবং নগরায়নের প্রভাব নিয়েও গবেষণা করেছিলেন।

তিনি এও যুক্তি দিয়েছিলেন শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি জাতিগত কাঠিন্য (rigidity) অনেকটা কমিয়ে দিলেও জাতিগত পরিচয় সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে।জাতি ব্যবস্থায় নমনীয়তা আনার জন্য সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

২) ভারতবর্ষের বর্ণভেদ প্রথা (Race and Ethnicity in India):

যে কলোনিয়াল রেসিয়াল থিওরি (Colonial Racial Theory)জাতি এবং বর্ণের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখিয়েছে সেটা তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন।আর্যদের অভিপ্রায়ন বিতর্ক এবং ভারতের পরিচয় তৈরিতে তার কি অবদান সে বিষয়ে গবেষণা করেছেন।তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ভারতবর্ষের সমাজ কিভাবে জাতিগত এবং সংস্কৃতির সংমিশ্রনে তৈরি হয়েছে তার ওপর।তিনি বার্তা দিয়েছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জাতীয় সংহতি এবং সাংস্কৃতিক সমতা বিধান করা করা।

৩) ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন উপজাতি এবং তাদের সংহতি (Tribal Society and Its Integration):

তিনি ভারতীয় বিভিন্ন উপজাতিকে হিন্দু সভ্যতার একটি অংশ বলে মনে করতেন, তাদের কোন বিচ্ছিন্ন গ্রুপ হিসেবে মনে করতেন না।ব্রিটিশ রাজনীতির একটি পলিসি ছিল ভারতের বিভিন্ন উপজাতিদের একটি বিচ্ছিন্ন কমিউনিটি হিসেবে চিহ্নিত করা। এর তীব্র বিরোধিতা তিনি করেছেন।ভারতের বিভিন্ন উপজাতিদের সমাজের মূল স্রোতে আনার জন্য তিনি তাদের শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে উপজাতিদের বিভিন্ন প্রথার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি বিভিন্ন শিক্ষাগত পলিসি এবং নীতি নির্ধারণের কথা বলেছিলেন।

৪) নগরায়ন এবং আধুনিকতা (Urbanization and Modernization):

অভিপ্রায়ন (migration), শিল্পায়ন(industrialization) এবং নগর উন্নয়নের (urban growth) প্রভাব গুলি কি কি সেগুলো নিয়ে তিনি সুক্ষাতিসুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।বস্তি জীবন, বেকারত্ব এবং একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ার ফলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন। শহরে বসবাসের ফলে কিভাবে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে এবং আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্কের অবনমন হয়েছে সেই সঙ্গে এক নতুন সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে তা নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন।তিনি এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে শিক্ষার ফলে মানুষের শহর জীবনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন সুবিধে হয় তেমনি পেশাগত সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পায়।

৫) ধর্ম এবং সামাজিক গঠন (Religion and Social Structure):

ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন যাত্রা এবং তার পরিকাঠামো গঠনে হিন্দু ধর্মের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা তিনি উদ্ভাবন করেছেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ভূমিকা বোঝার জন্য সেগুলো সম্পর্কে তিনি পড়াশোনা করেছেন। নীতি শিক্ষা এবং মূল্যবোধ গঠনের জন্য ধর্মীয় জ্ঞান যে জরুরী তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

ধর্মীয় সহনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য আন্ত ধর্মীয় সংলাপ এবং শিক্ষা যে জরুরী সে বিষয়ে তিনি মতামত প্রদান করেছেন।

৬) পরিবার, আত্মীয়তা এবং সামাজিক পরিবর্তন (Family, Kinship, and Social Change):

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে কিভাবে একান্নবর্তী পরিবার থেকে ছোট পরিবার তৈরি হয়েছে সে বিষয়েও গবেষণা করেছেন। শিক্ষা এবং জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা যে পরিবর্তন হয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতায় সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আত্মীয়দের কি ভূমিকা তা তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন শিক্ষা অবশ্যই প্রচলিত পারিবারিক মূল্যবোধকে যেমন গুরুত্ব দেবে তেমনি আধুনিক চিন্তাভাবনা এবং প্রগতিশীলতাকেও মান্যতা দেবে।

৪.৩.৩ শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of Ghurye’s Thoughts):

১) জাতিভেদ প্রথায় সমতা আনয়নের জন্য শিক্ষার ভূমিকা (Education as a Tool for Caste Equality):

জাতিগত বৈষম্য দূর করার জন্য এবং সামাজিক নমনীয়তা বজায় রাখার জন্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ধনাত্মক ক্রিয়া-কলাপ এবং সংরক্ষণের ভূমিকা কে তিনি স্বীকার করেছেন। জাতিভেদ প্রথার ফলে যে সামাজিক সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোকে তিনি পাঠ্যক্রমের মধ্যে তুলে ধরার কথা বলেছেন। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সাম্যতা বজায় রাখার কথা বলেছেন।

২) উপজাতি শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক সংহতি (Tribal Education and Cultural Integration): উপজাতি সম্প্রদায় গুলিকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বিচ্ছিন্ন উপজাতি হিসেবে থাকার যে মোহ তার বিরোধিতা তিনি করেছেন কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পলিসি বা নীতিনির্ধারণের কথা বলেছেন। দ্বিভাষিক এবং প্রাসঙ্গিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রোগ্রাম গুলি সংঘটিত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।উপজাতিদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য সরকার থেকে যে উদ্যোগগুলো নেয়া হয়েছে সেগুলোকে তিনি সমর্থন করেছেন।

৩) শিক্ষা এবং নগরায়ন (Education and Urbanization): শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন দক্ষতা তৈরি করা যাতে তারা নাগরিক জীবন এবং শিল্পকেন্দ্রিক জীবিকার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা দানের প্রস্তাব করেছেন। শহর কেন্দ্রিক শিক্ষার অসুবিধে এবং বস্তি এলাকার স্কুলগুলি তে স্কুল ছুটের সমস্যা গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত পরিকাঠামো বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪)ধর্মীয় শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা এবং সামাজিক মূল্যবোধ (Religion, Moral Education, and Social Values): মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষা শিক্ষাগত মূল্যবোধ তৈরিতে সাহায্য করে। এমন ধরনের শিক্ষামূলক পলিসি নির্ধারণের কথা বলেছেন যেগুলো ধর্মীয় সংহতি এবং সাংস্কৃতিক উপলব্ধি বিকাশে সহায়ক হয়। এমন ধরনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন যে শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষভাবে ধর্মীয় ঐতিহ্য কে শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

৫) পরিবার, আত্মীয়তা এবং শিক্ষার ভূমিকা (Family, Kinship, and Role of Education): পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা এবং আধুনিক চিন্তাভাবনাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পারিবারিক ক্ষমতায়ন এবং সাম্প্রদায়িক উন্নতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি দেখিয়েছেন। সামাজিক এবং নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষাতে জরুরী তাও তিনি উল্লেখ করেছেন

৪.৩.৪ উপসংহার (Conclusion):

জি এস গুড়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাগুলো এই বার্তা দেয় যে সামাজিক পরিবর্তন এর ক্ষেত্রে শিক্ষা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।শিক্ষার বিভিন্ন পলিসি নির্ধারণে সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে এবং সাংস্কৃতিক সংহতি রক্ষায় তার চিন্তা ভাবনা গুলি সুদূর প্রসারী প্রভাব রেখেছে।ভারতীয় সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি এবং আধুনিক রীতিনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.৪ রাধাকমল মুখার্জির সমাজ ভাবনা এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Social Thoughts of Radhakamal Mukherjee and Its Educational Significance):

৪.৪.১ প্রেক্ষাপট (Context):

রাধাকমল মুখার্জি (১৮৮৯-১৯৬৮) ছিলেন একজন ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ। তিনি ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডির পথপ্রদর্শক ছিলেন যেখানে সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতি এবং বাস্তুতন্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কাজ গুরুত্ব দিয়েছিল সামাজিক বাস্তুশাস্ত্র, মানব কল্যাণ, গ্রামীণ পুনর্গঠন, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের উপর। তিনি সমাজবিদ্যায় সামগ্রিক পদ্ধতি (Holistic approach)এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে মানবিক মূল্যবোধ অর্থনীতি এবং পরিবেশ বিদ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

৪.৪.২ রাধাকমল মুখার্জির সমাজ ভাবনা (Social Thoughts of Radhakamal Mukherjee):

১) সামাজিক বাস্তুশাস্ত্র এবং পরিবেশ বিদ্যা (Social Ecology and Environmental Concerns):

রাধা কমল মুখার্জি সামাজিক বাস্তুশাস্ত্র ধারণাটির উদ্ভাবক যেখানে তিনি মানব সভ্যতা এবং পরিবেশ বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন তিনি যুক্তি দিয়ে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে মানব সভ্যতার উন্নতি তখনই সম্ভব হবে যখন তা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে। তিনি স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষপাতি এবং সেই সঙ্গে এটাও বলেছেন প্রাকৃতিক সম্পদ গুলিকে দায়িত্ব সহকারে ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরিবেশগত সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা এবং পরিবেশের সংরক্ষণ করা।

২) গ্রামের উন্নয়ন এবং কৃষি অর্থনীতি (Rural Development and Agrarian Economy):

গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর গবেষণা করেছিলেন। স্বনির্ভর গ্রামীন অর্থনীতি এবং জমি সংস্কারের কথা তিনি সোচ্চারভাবে বলেছেন। কৃষি কাজের উন্নতির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নতির কথা তিনি বলেছেন। শিক্ষার কাজ হবে কৃষিকাজের উন্নতির সঙ্গে গ্রামীণ উন্নতির সম্পর্ক স্থাপন করা। গ্রামীণ কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ব্যবহারিক এবং দক্ষতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। সামাজিক ন্যায় এবং

৩) মানবকল্যাণ (Social Justice and Human Welfare):

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায় এর পক্ষে তিনি ছিলেন। শ্রমিক এবং কৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেকে শিক্ষা এবং কর্ম ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা পায়। সামাজিক সংহতি বজায় রাখার জন্য এবং অসাম্য দূর করার জন্য তিনি শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলেছেন।

৪)সভ্যতা ও সংস্কৃতি (Culture and Civilization):

ভারতবর্ষের সমাজ বিন্যাসে ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভূমিকার উপর তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের জন্য মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির চরিত্র গঠন এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

তিনি এমন এক ধরনের শিক্ষার কথা বলেছিলেন যা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে পারবে।

৫) সমাজবিদ্যায় আন্তঃ বিভাগীয় পদ্ধতি (Interdisciplinary Approach in Social Sciences):
জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অনমনীয়ভাবে বিষয়কে প্রকোষ্ঠ বদ্ধ করার (Compartmentalization) ঘোর বিরোধীছিলেন তিনি।তিনি সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করার কথা বলেছিলেন।সামগ্রিক শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন যা ব্যক্তির সৃজনশীলতা সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা কে বাড়িয়ে তোলে।

৪.৪.৩ রাধাকমল মুখার্জির চিন্তাভাবনার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of Mukherjee's Thoughts):

১) পরিবেশগত সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষা (Education for Environmental Awareness): স্কুল এবং কলেজে পরিবেশ বিদ্যা পঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়নের উপযোগী বিষয়গুলো পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশের সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশ বান্ধব হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের কথা বলেছেন।

২) গ্রামীণ শিক্ষা এবং কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ (Rural Education and Agricultural Training): গ্রামের যুবকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কৃষিকাজের উপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দানের কথা বলেছেন।এলাকার আর্থিক উন্নতির জন্য সম্প্রদায়ের ভিত্তিক শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়ে এটা বলেছেন যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রচলিত জ্ঞান এবং আধুনিক কৃষি কাজের পদ্ধতি গুলি কে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবে।

৩) সামাজিক ন্যায় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Social Justice and Inclusive Education):সার্বজনীন শিক্ষা বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। সকল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যাতে সমানভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা মানুষকে এমন ক্ষমতা দান করবে যে এর ফলে সে সমস্ত রকম শোষণ এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

৪) মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন (Value-Based Education and Character Building): তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার চর্চার উপর গুরুত্ব দেবে। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন পাঠক্রমের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভারতীয় দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।তিনি বলেছিলেন শিক্ষা হবে এমন যা সামাজিক দায়িত্ব এবং নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

৫) আন্তঃ বিভাগীয় শিক্ষা (Interdisciplinary Education): বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে নির্দিষ্ট গঠন কাঠামো রয়েছে সেই কাঠামো ভেঙে ফেলে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিক্ষাদানের কথা বলেছেন যার ফলে সামাজিক বোধগম্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করতেন।

৪.৪.৪ উপসংহার (Conclusion):

রাধাক কমল মুখার্জির সমাজ চেতনা থেকে শিক্ষার যে কাঠামোটি পাওয়া যায় তা মূলত স্থিতিশীল উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তি মূলক শিক্ষা এবং মূল্যবোধকেন্দ্রিক। তুমি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সামাজিক বাস্তুশাস্ত্র, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং নৈতিক শিক্ষার উপর যা বর্তমান দিনে খুবই জরুরী।শিক্ষার উচিত এমন সব লক্ষণ নির্ধারণ করা যার ফলে ব্যক্তি এমন ভাবে দক্ষ হয়ে উঠবে যে সে সমাজকে পরিবেশ রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সাহায্য করবে।

৪.৫সারাংশ (Summary)

রাধাকমলমুখার্জিবিভিন্নসমস্যারউপরতারচিন্তাভাবনারছাপরেখেগেছেন।তারলেখনীরপ্রাথমিকবৈশিষ্ট্যইহলোসমাজবিজ্ঞানেরবিভিন্নদিকেরমধ্যেসমন্বয়সাধন।তিনি 1968 সালেমারাযানকিন্তুতারচিন্তাভাবনাসমাজতত্ত্বেরছাত্র-ছাত্রীদেরউপরবিশালপ্রভাবফেলে।তিনিযেপরিবেশেবড়হয়েউঠেছিলেনতাআদ্যপ্রান্তজ্ঞানেরপরিবেশ।রাধাকমলমুখোপাধ্যায়সামাজিকবাস্তুশাস্ত্র,
আন্তবিষয়কগবেষণাওসামাজিককাঠামোইত্যাদিবিষয়েপথপ্রদর্শকছিলেন।রাধাকমলমুখার্জিরআগ্রহেরকেন্দ্রবিন্দুছিলমানবসমাজেমূল্যবোধেরপ্রভাব।বিংশশতাব্দীরমাঝামাঝিসময়থেকেশুধুপশ্চিমীদেশগুলিতেনয়,
ভারতবর্ষেমূল্যবোধেরপ্রভাবমুক্তসমাজব্যবস্থাপ্রভাববিস্তারকরেছেসমাজেরপ্রতিটিক্ষেত্রে -
এইধারণাতিনিপোষণকরতেন।তথ্যওমূল্যবোধেরমধ্যেসাধারণকোনোবিচ্ছেদবাপার্থক্যনেই।প্রতিটিগোষ্ঠীরনিজস্বরীতিনীতিসংস্কৃতিওমূল্যবোধথাকে।যাগোষ্ঠীরআচরণতৈরিকরে।তাইপশ্চিমেরইতিবাচকমূল্যবোধথেকেতথ্যকেআলাদাকরতেচেয়েছিলেনরাধাকমলমুখার্জি, বিশেষকরেভারতেরমতোদেশেরসামাজিকগবেষণায়।

৪.৬স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. রাধাকমলমুখার্জিকেছিলেন?
b. জিএসগুড়েরপরিচয়দাও।
c. রাধাকমলমুখার্জিরসমাজভাবনাসম্পর্কেআলোচনাকর।

d. রাধাকমলমুখার্জিরসমাজভাবনারশিক্ষাগততাৎপর্যকি?

e. জিএসগুরেরসামাজিকভাবনাসম্পর্কেসংক্ষেপেআলোচনাকর।

f. জিএসগুরেরসমাজভাবনারশিক্ষাগততাৎপর্যগুলিকিকি?

৪.৭তথ্যসূত্র (References):

- Kochhar, S. K. (1982). *Pivotal Issues in Indian Education*, New Delhi, India: Sterling Publishers Private Limited.
- Chandra, S.S. & Sharma, R.K. (2012). *Sociology of Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.
- Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
- Bhatia, K.K. (2008). *Philosophical and Sociological Foundations of Education*, New Delhi, India: Kalyani Publishers.
- M.S. Gore, L.P. Desai & Soma Chitnis (1967): *Papers in the Sociologyof Education in India*, New Delhi: NCERT
- Bhatia, B. D. (1977). *Theory and Principles of Education (Philosophical and Sociological Bases of Education.* Delhi: Doaba House
- Bhushan, Vidya & Sachdeva, D. R. (2010). *An Instruction to Sociology.* Agra: Kitab Mahal.
- Pathak, R.P. (2015). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.

একক ৫: প্রতিকী মিথস্ক্রিয়ার তত্ত্ব

(Theorist of Symbolic Interactionism)

গঠন (Structure)

৫.১উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.২ভূমিকা (Introduction)

৫.৩ ম্যাক্স ওয়েবারের Symbolic Interaction Theory **এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Max Weber as a Theorist of Symbolic Interactionism and Its Educational Importance):**

৫.৩.১ প্রেক্ষাপট (Context):

৫.৩.২ ম্যাক্স ওয়েবার এবং প্রতিকী মিথস্ক্রিয়া (Max Weber and Symbolic Interactionism):

৫.৩.৩ ম্যাক্স ওয়েবারের থিওরির শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Importance of Max Weber's Theories):

৫.৩.৪ উপসংহার (Conclusion):

৫.৪ চার্লস হরটন কুলের প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Charles Horton Cooley as a Theorist of Symbolic Interactionism and Its Educational Importance):

৫.৪.১ প্রেক্ষাপট (Context):

৫.৪.২ সি এইচ কুলের প্রতিকী মিথস্ক্রিয়া (Cooley and Symbolic Interactionism):

৫.৪.৩ উপসংহার (Conclusion):

৫.৫ সারাংশ (Summary)

৫.৬ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

৫.৭ তথ্যসূত্র (References)

৫.১উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটিপড়ারপরছাত্র-ছাত্রীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেঅবহিতহবেন-

a. ম্যাক্সওয়েবারেরপ্রতিকী মিথস্ক্রিয়াসম্পর্কে সম্যক জ্ঞানঅর্জনকরবেন।
b. ম্যাক্সওয়েবারেরতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যগুলিসম্পর্কেধারণালাভকরবেন।
c. চার্লসহর্টনকুলেরসামাজিকমিথস্ক্রিয়াসম্পর্কেপরিষ্কারধারণালাভকরবেন।
d. চার্লসহর্টনকুলেরতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যগুলিসম্পর্কেধারণালাভকরবেন।

৫.২ভূমিকা (Introduction)

এইএককেআমরাআলোচনাকরবম্যাক্সওয়েবারেরপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়াসম্পর্কেএবংতারশিক্ষাগতফলাফলসম্পর্কে। ম্যাক্স ওয়েবারপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়াবোঝাতেগিয়েযেবিষয়গুলিরউপরআলোকপাতকরেছেনসেগুলিহল - সামাজিকক্রিয়া, ব্যাখ্যামূলকবোঝাপড়া, আমলাতন্ত্রএবংশিক্ষায়যৌক্তিকতাএবংশিক্ষায়সামাজিকস্তরবিন্যাসপ্রভৃতি। এইপ্রতিটিবিষয়প্রতিকিমিথস্ক্রিয়ারএকএক টিভিত্তিপ্রস্তর। সেইসঙ্গেএখানেআরোযেবিষয়টিরউপরআলোচনাকরাহয়েছেসেটিহলসামাজিকমিথস্ক্রিয়তত্ত্বেরশিক্ষাগ ততাৎপর্য। এইশিক্ষাগততাৎপর্যসম্পর্কেআলোচনাকরতেগিয়েতিনিযেবিষয়গুলিরউপরগুরুত্বদিয়েছেনসেগুলিহলশিশু কেন্দ্রিকশিক্ষা, সমালোচনামূলকচিন্তাভাবনা, শিক্ষায়আমলাতন্ত্রেরপ্রভাব, শিক্ষাক্ষেত্রেসামাজিকস্তরবিন্যাসএবংযুক্তিবাদীসমাজগড়েতোলারক্ষেত্রেশিক্ষারভূমিকা। সেইসঙ্গেএইএককেআলোচনা করাহবেচার্লসহর্টনকুলেরপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়াএবংতারশিক্ষাগততাৎপর্যসম্পর্কে। সিএইচকুলপ্রতিকীমিথস্ক্রিয়াবোঝাতে গিয়েযেবিষয়গুলোআলোচনাকরেছেনসেগুলিহল- লুকিংগ্লাসসেলফ, সামাজিকীকরণ, শিক্ষকশিক্ষার্থীরপারস্পরিকক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া, শিক্ষার্থীরবিকাশেবন্ধুদেরপ্রভাবএবংশিক্ষাক্ষেত্রেপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়ারকিভূমিকাতাওআলোচনাকরাহয়েছে।

আমরাজানিগুড়েরলেখারমূলকেন্দ্রবিন্দুছিলসংস্কৃতি। তিনিভেবেছিলেনমূলতব্রাহ্মণদেরপ্রচেষ্টারফলেভারতীয়সমাজে সংস্কৃতিঐতিহ্যগড়েউঠেছে। হিন্দুসমাজেরসকলপ্রতিষ্ঠানেরউৎপত্তিব্রাহ্মণদেরদ্বারাহয়েছিলওধীরেধীরেসেইগুলিঅন্যস ম্প্রদায়েরদ্বারাগৃহীতহয়েছিল। যদিওঘুরেএটাকেসংরক্ষণেরপ্রক্রিয়াবলেঅভিহিতকরেছেন, তবেএটিমূলতএকমুখীপ্রবাহছিলযাঅ- ব্রাহ্মণদেরমধ্যেব্রাহ্মণবাদীধারণাওপ্রতিষ্ঠানেরঅনুপ্রবেশঘটায়। এটাএমনএকটিপ্রেক্ষাপট, Ghurey যারসমস্যাওসম্ভাবনাবিশ্লেষণকরেছেনতদানীন্তভারতীয়সমাজেঐক্যেরপরিপ্রেক্ষিতে। সাংস্কৃতিকঐক্যেরবিষয়ে Ghurey এরধারণানতুনওধর্মনিরপেক্ষনয়। তিনিভারতীয়সংস্কৃতিকেহিন্দুসংস্কৃতিরসমার্থকহিসেবেবিশ্লেষণকরেছেন। তিনিভার তেরঐক্যনিয়েউদ্বিগ্নছিলেনওদেশেরসামাজিকওরাজনৈতিকঐক্যনিয়েউদ্বিগ্নছিলেন।

৫.৩ ম্যাক্স ওয়েবারের Symbolic Interaction Theory **এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Max Weber as a Theorist of Symbolic Interactionism and Its Educational Importance):**

৫.৩.১ প্রেক্ষাপট (Context):

ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) ছিলেন একজন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিক এবং রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ।কাল মার্কস এবং এমিল ডারখেইম এর মত তাকেও সমাজবিজ্ঞানের একজন পথপ্রদর্শক বলে চিহ্নিত করা হয়।তিনি যে কাজগুলি করে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেগুলি হচ্ছে সামাজিক ক্রিয়া(Social action), আমলাতন্ত্র (Bureaucracy),যৌক্তিকতা (Rationalization) এবং Symbolic Interactionism।তাঁর তত্ত্বগুলি (বিশেষত "Verstehen" বা ব্যাখ্যামূলক বোঝাপড়া) যে অবদান রেখেছিল সেখান থেকে তৈরি হয় Symbolic Interactionism।

৫.৩.২ ম্যাক্স ওয়েবার এবং প্রতিকী মিথস্ক্রিয়া (Max Weber and Symbolic Interactionism):

১) সামাজিক ক্রিয়ার ধারনা (Concept of Social Action):

সামাজিক ক্রিয়া বলতে বোঝায় সেই সমস্ত আচরণ যার ফলে একজন ব্যক্তি আরেকজনের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়। তিনি চার ধরনের সামাজিক ক্রীড়ার কথা বলেছেন সেগুলি হল -

a. **যান্ত্রিক যৌক্তিক ক্রিয়া** (instrumentally rational action): এটি লক্ষ মুখী এবং যুক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলে।
b. **মূল্যবোধ-যৌক্তিক ক্রিয়া (Value-rational action):** বিশ্বাস, নৈতিকতা, মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল
c. **অনুভূতিমূলক ক্রিয়া (Affective action):** প্রক্ষোভ দ্বারা নির্ধারিত।
d. **প্রচলিত ক্রিয়া (Traditional action):** প্রথা এবং অভ্যাস এর উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষা ব্যক্তির সামাজিক আচরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

২) Verstehen(Interpretative Understanding):

বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ক্রীড়া প্রতিক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করা। মানুষের আচরণে সহমর্মিতার বোধ জাগিয়ে তোলা। শিক্ষক এবং শিক্ষক শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা এবং শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া।

৩) আমলাতন্ত্র এবং শিক্ষা(Bureaucracy and Education):

তিনি আমলাতন্ত্রকে একটি যুক্তিযুক্ত সাংগঠনিক পরিকাঠামো হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলির দ্বারা, তাদের নির্ধারিত নীতি, অনুক্রম এবং মানদন্ড অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত হয়।শিক্ষা ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা এবং সমালোচনা মূলক চিন্তা করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

৪) যৌক্তিকতা এবং শিক্ষা (Rationalization and Education):

যৌক্তিকতা বলতে বোঝায় ব্যক্তির যুক্তির উপর আস্থা, সামাজিক দক্ষতা এবং প্রথাগত নিয়মের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি।

যথাযথ পরীক্ষা, পাঠ্যক্রমের নকশা এবং নির্দিষ্ট পেডাগগি দ্বারা শিক্ষা প্রভাবিত হয়।শিক্ষাক্ষেত্রে অতিরিক্ত যৌক্তিকতা ব্যক্তির জীবনের মানে এবং সৃজনশীলতাকে নষ্ট করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন।

৫) সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা (Status and Social Stratification in Education):

তিনি শিক্ষাকে সামাজিক গতিশীলতার হাতিয়ার বলে মনে করতেন কিন্তু তিনি সামাজিক অনুক্রম কেও (social hierarchy) গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেছেন।তিনি স্ট্যাটাস গ্রুপের কথা প্রচলন করেছেন যেখানে ব্যক্তিরা তাদের শিক্ষা পেশা এবং জীবনশৈলীর ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে থাকেন।শিক্ষা যেমন শ্রেণীবিন্যাস ঘটায় তেমনি সমাজে উচ্চ স্তরে ওঠার জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

৫.৩.৩ ম্যাক্স ওয়েবারের থিওরির শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Importance of Max Weber's Theories):

১) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বা Verstehen **এর প্রয়োগ (Student-Centered Learning /Application of Verstehen):**তিনি এই থিওরির মাধ্যমে শিক্ষকদের উৎসাহিত করেছেন এইভাবে যাতে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রেক্ষাপট বুঝতে পারেন। মুখস্ত ধর্মী শিক্ষার চেয়ে তিনি বেশি যে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা হল পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মূলক এবং আলোচনামূলক শিক্ষণ পদ্ধতি।এমন ধরনের শিক্ষাদানের কথা বলেছেন যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন ধর্মী চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দেবে।

২) সমালোচনা মূলক চিন্তাভাবনা এবং যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Critical Thinking and Rational Decision-Making):শিক্ষার উচিত শিক্ষার্থীদের যুক্তিগতভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৎপরতা বৃদ্ধি করা। নিষ্ক্রিয় শিখন এর পরিবর্তে তিনি শিক্ষার্থীদের বিতর্ক বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করার কথা বলেছেন।তিনি বলেছেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক পলিসি প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতা বিন্যাসের বিষয়ে মতামত দানের ক্ষমতা তৈরি হওয়া উচিত।

৩) শিক্ষায় আমলাতন্ত্রের প্রভাবে ভারসাম্য আনয়ন (Balancing Bureaucracy in Education): বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। যেহেতু অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকতা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের অন্তরায়, তাই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কঠোর আমলাতান্ত্রিকতার বিরোধিতা করেছেন।পাঠক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে নমনীয়তা যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪) শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাস (Addressing Social Stratification in Education):

শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে সকলে সমান সুযোগ সুবিধা পায় এবং সামাজিক অসাম্য দূরীভূত হয় তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন।সামাজিক অনুক্রম বজায় রাখার জন্য এবং সামাজিক অনুক্রমকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য শিক্ষা খুব জরুরী।

৫) যুক্তিবাদী সমাজ গড়ে তোলা (Preparing for a Rationalized Society):

শিক্ষার উচিত ব্যক্তিকে এমন ভাবে তৈরি করা যা তাকে যুক্তিবাদী এবং আমলাতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলবে। গুরুত্ব দিয়েছেন অভিযোজন, মূল্যবোধ এবং পেশাগত দায় দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার উপর।শিক্ষা হবে এমন যা প্রযুক্তিগত জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং সামাজিক সচেতনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে।

৫.৩.৪ উপসংহার (Conclusion):

ম্যাক্স ওয়েবার এর তত্ত্ব গুরুত্ব দিয়েছে ব্যক্তিগত ক্রিয়া, যুক্তিবোধ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতার ওপর। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষা ব্যবস্থার নকশা কে এমন ভাবে প্রভাবিত করেছে যা শিক্ষার গঠন এবং সৃজনশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। শিক্ষা অবশ্যই গুরুত্ব দেবে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা এবং সামাজিক অসাম্য দূরীকরণ এর উপর।

৫.৪ চার্লস হরটন কুলের প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য (Charles Horton Cooley as a Theorist of Symbolic Interactionism and Its Educational Importance):

৫.৪.১ প্রেক্ষাপট (Context):

চার্লস হর্টন কুলে (১৮৬৪-১৯২৯) ছিলেন একজন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং প্রতীকি মিথস্ক্রিয়ার একজন অন্যতম প্রবক্তা। তিনি বিখ্যাত হয়েছেন এবং "Looking-Glass Self" প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। গুরুত্ব দিয়েছেন একজন ব্যক্তি কিভাবে সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার আত্মপরিচয় গঠন করে। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ এবং ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে।

৫.৪.২ সি এইচ কুলের প্রতিকী মিথস্ক্রিয়া (Cooley and Symbolic Interactionism):

১) Looking-Glass Self:

কুলের বিখ্যাত মতবাদ হল সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্তি পরিচয় গড়ে ওঠে। তিনটি মৌল উপাদান:

a. আমরা কল্পনা করি আমরা কিভাবে অন্যের সামনে নিজেকে হাজির করব (যেমন বুদ্ধিমান দয়ালু অথবা অযোগ্য) ।
b. আমরা কল্পনা করি অন্যরা কিভাবে আমাদের বিচার করে (যেমন আমাদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নাকি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন) ।
c. আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি বিকাশ ঘটাই এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষনের মধ্য দিয়ে।

২) সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of Schools in Socialization):

বিদ্যালয় গৌণ গোষ্ঠীর মতো কাজ করে, যা শিক্ষার্থীদের সামাজিক নীতি এবং মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিচয়, যোগাযোগের দক্ষতা এবং গোষ্ঠীগত সহযোগিতার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। তত্ত্বগত বিষয়ে সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক শিক্ষাদানও বিদ্যালয়ের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

৩) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং শিখন (Student-Teacher Interactions and Learning):

শিক্ষকের প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে (Pigmalion effect এর মতো)। গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিখন, পরামর্শদান এবং ধনাত্মক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের উপর। পারস্পরিক ক্রীড়া প্রতিক্রিয়া মূলক শিখন পদ্ধতি যেমন দলগত আলোচনা এবং দলগত প্রজেক্ট এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪) বন্ধুদের প্রভাব এবং সামাজিক বিকাশ (Peer Influence and Social Development):

শ্রেণিকক্ষের বন্ধুরা শিক্ষার্থীদের আত্মসম্মান আকাঙ্ক্ষা এবং আচরণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দলগত ক্রিয়া-কলাপ এবং বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের

শিখন কে অনেক বেশি উজ্জীবিত করে। শিক্ষার্থীদের আত্মপরিচয় তৈরিতে ক্লাসের সঙ্গীতের খারাপ কথা বা খারাপ আচরণ যাতে কোন প্রভাব না ফেলে সেটা চিহ্নিত করতে হবে।

৫) শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতীকি মিথস্ক্রিয়ার ভূমিকা (Role of Symbolic Interaction in Learning):
সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিখন সম্ভব হয়।আলোচনা মূলক শিখন প্রক্রিয়া, রোল প্লেয়িং এবং অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট এবং মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫.৪.৩ উপসংহার (Conclusion):
সি এইচ কুলে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলো হল - শিখনের সামাজিক প্রকৃতি এবং আত্মপরিচয় তৈরি শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।তার তত্ত্ব গুরুত্ব দেয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর, বন্ধুদের প্রভাব এর উপর এবং আত্মপরিচয় গঠনের উপর।বিদ্যালয় এর উচিত এমন একটি ধনাত্মক পারস্পরিক সুসম্পর্ক যুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের পরিবেশ গঠন করা, যাতে করে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিকাশ সম্ভবপর হয়।

৫.৫ সারাংশ (Summary)
ঊনবিংশশতাব্দীরদ্বিতীয়ার্ধেরএকজনজার্মানসমাজবিজ্ঞানীদার্শনিকওরাষ্ট্রবিজ্ঞানীছিলেনম্যাক্সওয়েবার।তিনিসামাজিকতত্ত্ব,
সামাজিকগবেষণাওসর্বোপরিসমাজতত্ত্ববিষয়টিকেব্যাপকভাবেপ্রভাবিতকরেছেন।আধুনিকসমাজবিজ্ঞানেরস্থপতিহিসাবেএমিলদুর্খেইমওকার্লমার্কসএরসাথেতারনামওগুরুত্বেরসঙ্গেউচ্চারিতহয়েথাকে।গবেষণামূলকপ্রবন্ধগুলোসমাপ্তিরপরেরবছরগুলোতেসমসাময়িকসামাজিকনীতিতেআগ্রহীহন।১৮৮৮সালেতিনি
'সোসাইটিফরসোশ্যালপলিসি'তেযোগদেনযাছিলএকটিঐতিহাসিকস্কুলওজার্মানঅর্থনীতিবিদদেরএকটিনতুনপেশাদারসমিতি,
যারামনেকরতেনঅর্থনীতিরমূলউদ্দেশ্যহচ্ছেবিভিন্নযুগেউদ্ভবহওয়ানানানসামাজিকসমস্যারসমাধানখুঁজেবেরকরাএবংএটিসম্ভববড়আকারেরপরিসংখ্যানগতঅধ্যয়নেরমধ্যদিয়ে।১৮৮৫সালে 'দ্যানেশনস্টেটএন্ডইকোনমিকপলিসি' বিষয়েতিনিউত্তেজকবক্তব্যদেনএবংপুলিশঅভিবাসনেরসমালোচনাকরেন।
সামাজিকপ্রক্রিয়াহলএকটিবিশালপরিমন্ডলযারউপরকুলেরসমাজতত্ত্বআলোফেলেছে।কাজটিসমাজতাত্ত্বিকেরচেয়েবেশিদার্শনিকছিল।তিনিআধুনিকসমাজেরঅসুবিধাগুলিকেপ্রাথমিকগোষ্ঠীরমূল্যবোধেরসংঘর্ষবলেঅভিহিতকরেছেনএবংপ্রাতিষ্ঠানিকমূল্যবোধেরসাথেতুলনাকরেছেন।সমাজযেমনতারসামাজিকঅসুবিধাগুলোএরসাথেমানিয়েনেবারচেষ্টাকরেঠিকসেইরকমউপরোক্তদুইধরনেরমূল্যবোধকেবাঁচিয়েরাখারওচেষ্টাকরে।কুলে,
সমাজেনায়কওনায়কপূজারধারণারউল্লেখকরেছিলেন।তিনিবিশ্বাসকরতেনসামাজিকনিয়মেরঅভ্যন্তরীণকরনেরজন্যএকজনসাহায্যকারীবাএকজনসেবকএরপ্রয়োজন,

কারণতারাসামাজিকমূল্যবোধকেশক্তিশালীকরারক্ষেত্রেউদাহরণহিসেবেকাজকরেএবংসাথেসাথেসমাজেপ্রতিনিধিত্বক রে। সামাজিকপ্রক্রিয়াটিছিলকুলেরশেষপ্রধানকাজযাডারউইনেরনীতিদ্বারাব্যাপকভাবেপ্রভাবিতহয়েছিল।

৫.৬ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. ম্যাক্সওয়েবারকেছিলেন?
b. ম্যাক্সওয়েবারেরপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়াসম্পর্কেআলোচনাকর।
c. ম্যাক্সওয়েবারেরপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়ারশিক্ষাগততাৎপর্যগুলিকিকি?
d. সিএইচকুলেরপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়াসম্পর্কেআলোচনাকর।
e. সিএইচকূলেকেছিলেন?
f. সিএইচকুলেরপ্রতিকিমিথস্ক্রিয়ারশিক্ষাগততাৎপর্যসম্পর্কেআলোচনাকর।

৫.৭ তথ্যসূত্র (References)

- Kochhar, S. K. (1982). *Pivotal Issues in Indian Education*, New Delhi, India: Sterling Publishers Private Limited.
- Mondal, A. & Nijairul, I. (Eds.) (2021). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
- Mondal, A., Bachhar, S. & De, M. M. (2021). *Sociological Foundations of Education* (in Bengali). Kolkata: Aahelli Publishers.
- Rao, C.N. Sankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with anIntroduction*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.
- Sharma, Y.K. (2000). *Foundations in Sociology of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
- Talesra, Hemlata (2014). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kaniskha Publishers, Distributors.

একক ৬: কাঠামোগত কার্যকারিতার তত্ত্ব
(Theories of Structural Functionalism)

গঠন (Structure)

৬.১উদ্দেশ্য (Objectives)
৬.২ভূমিকা (Introduction)
৬.৩ এমিল ডুর্খেইম এর কাঠামোগত কার্যকারিতা (Structural Functionalism) এবং তার শিক্ষামূলক তাৎপর্য(**Émile Durkheim as a Theorist of Structural Functionalism and Its Educational Importance**):
৬.৩.২ এমিল ডুর্খেইম এর কাঠামোগত কার্যকারিতা (**Durkheim and Structural Functionalism**):

৬.৩.৩ ডুর্খেইম এর তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (**Educational Importance of Durkheim's Theories**):
৬.৩.৪ উপসংহার (**Conclusion**):
৬.৪ রবার্ট মার্টন এর কাঠামোগত কার্যকারিতা এবং এর শিক্ষাগত তাৎপর্য(**Robert Merton as a Theorist of Structural Functionalism and Its Educational Importance**):
৬.৪.১ প্রেক্ষাপট (Context):
৬.৪.২ মার্টনের কাঠামোগত কার্যকারিতা (**Merton and Structural Functionalism**):
৬.৪.৩ মাটন এর তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (**Educational Importance of Merton's Theories**):
৬.৪.৪ উপসংহার (**Conclusion**):
৬.৫ সারাংশ (Summary):
৬.৬ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):
৬.৭ তথ্যসূত্র (References):

৬.১উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটিপড়ারপরছাত্র-ছাত্রীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেঅবহিতহবেন-

a. কুলেরসামাজিকমিথস্ক্রিয়াতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যসম্পর্কেধারণালাভকরবেন
b. এমিলডুর্খেইমএরসামাজিকমিথস্ক্রিয়াসম্পর্কেধারণালাভকরবেন
c. এমিলডুর্খেইমএরসামাজিকমিথস্ক্রিয়াতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যসম্পর্কেধারণালাভকরবেন

৬.২ভূমিকা (Introduction)

এইএককেআমরাইমেলদুর্গিমেরকাঠামোগতকার্যকারিতাতত্ত্বেরমূলপ্রতিপাদ্যবিষয়এবংতারশিক্ষাগততাৎপর্যসম্পর্কে আলোচনাকরব। কাঠামোগতকার্যকারিতাবোঝাতেগিয়েতিনিযেবিষয়গুলিকেগুরুত্বদিয়েছেনসেগুলিহলসামাজিকপ্রতিষ্ঠানহিসেবেশিক্ষাসামাজিকসংহতিওশিক্ষানৈতিকশিক্ষাশ্রমেরবিভাজনসামাজিকনিয়মমূল্যবোধএবংসাংস্কৃতিকসঞ্চালনসম্পর্কেএইতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যবোঝাতেগিয়েতিনিযেগুলিদেখিয়েছেনসেগুলিহলসামাজিকসংহতিরক্ষারক্ষেত্রে শিক্ষারভূমিকানৈতিকতারবিকাশেশিক্ষারভূমিকাশিক্ষার্থীকেকর্মোপযোগীকরেতোলারক্ষেত্রেশিক্ষারভূমিকাশৃঙ্খলাগড়ে তোলারক্ষেত্রেশিক্ষারভূমিকা। সেইসঙ্গেরবার্টমর্টনেরকাঠামোগতকার্যকারিতাসম্পর্কেওআলোচনাকরাহয়েছে। রবার্টমর্টনকাঠামোগতকার্যকারিতাবোঝাতেগিয়েশিক্ষারসুস্পষ্টওঅস্পষ্টকার্যাবলী, শিক্ষারকার্যহীনতা, শিক্ষাক্ষেত্রেভূমিকাতত্ব, সামাজিকস্তরবিন্যাসপ্রকৃতিসম্পর্কেআলোচনাকরেছেন। এইতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যবোঝাতেগিয়েতিনিবলেছেন, শিক্ষারকার্যহীনতাগুলিকেচিহ্নিতকরতেহবে, শিক্ষারধনাত্মকসুস্পষ্টএবংঅস্পষ্টকার্যাবলীগুলিকেউৎসাহিতকরতেহবেএবংশিক্ষারদ্বারাসামাজিকস্তরবিন্যাসকিভাবে সংঘটিতহচ্ছেসেগুলোচিহ্নিতকরাএবংশিক্ষায়ভূমিকাওপ্রত্যাশারমধ্যেভারসাম্যআনয়নেরব্যবস্থাকরারকথাবলেছেন।

আধুনিকযুগেযেখানেপূর্বতনসামাজিকওধর্মীয়বন্ধনগুলোআরটিকেথাকতেপারছেনাএবংনতুননতুনসামাজিকপ্রতিষ্ঠান গড়েউঠছে,

সেইপরিবর্তিতপরিস্থিতিতেকিভাবেসামাজিকঐক্যওসঙ্গতিবজায়রাখাযায়সেটাইছিলদুর্খেইমএররচনারমূললক্ষ্য। 1895 সালেতিনিতারপ্রথমউল্লেখযোগ্যসমাজবিজ্ঞানিকগ্রন্থসমাজেরশ্রমবিভাগরচনাকরেন। দুইবছরপরতিনিসমাজবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরবিধিমালাপুস্তকটিপ্রকাশকরেনএবংইউরোপেরপ্রথমসমাজবিজ্ঞানবিভাগচালুকরেন। ফ্রান্সেরপ্রথমসমাজবিজ্ঞানেরঅধ্যাপকহন 1898 সালে। তিনিলানেসোশিয়লজিকনামকএকটিউচ্চশিক্ষায়তনিকগবেষণাসাময়িকীপ্রতিষ্ঠাকরেন। তিনিক্যাথলিকওপ্রতিবাদীমন্ডলীরসিস্টেমদেরমধ্যেআত্মহত্যারহারনিয়েসুইসিদনামকএকটিগবেষণাগ্রন্থরচনাকরেন। এটিআধুনিকসামাজিকগবেষণারসূচনাকরেএবংসামাজিকবিজ্ঞানকেমনোবিজ্ঞানওরাজনৈতিকদর্শনথেকেপৃথকএকটিবিষয়হিসেবেপ্রতিষ্ঠাকরতেভূমিকারাখে। তাররচিতধর্মীয়জীবনেরমৌলিকগঠনেতিনিআধুনিকওআদিবাসীসমাজেরসামাজিকওসাংস্কৃতিকজীবনেরতুলনাকরেধর্মেরএকটিতত্ত্বউপস্থাপনকরেন। আগস্টকোতএরদৃষ্টিপাতকেতিনিপরিচালিতকরেনসামাজিকবিজ্ঞানে। জ্ঞানতাত্ত্বিকবাস্তববাদীদর্শনওঅনুকল্পিয়অবরোহীপ্রতিমাননামকবৈজ্ঞানিকপদ্ধতিরব্যবহারেওতিনিউৎসাহপ্রদানকরেন। তারমতেসমাজবিজ্ঞানহচ্ছেসামাজিকপ্রতিষ্ঠানসমূহেরবিজ্ঞানযারমূললক্ষ্যহচ্ছেসংগঠিতসামাজিকবাস্তবতাকেতুলেধরা। তিনিসমাজবিজ্ঞানওবিজ্ঞানেরমৌলিকভিত্তিহিসেবেসাংগঠনিকক্রিয়াবাদকেপ্রতিষ্ঠাকরতেওপ্রধানভূমিকারাখেন। তারমতেসমাজবিজ্ঞানেরউচিতব্যক্তিগতনির্দিষ্টকার্যাবলীনিয়েসীমাবদ্ধনাথেকেবরংসমাজকেপূর্ণাঙ্গরূপেপর্যালোচনাকরা

৬.৩ এমিল ডুর্খেইম এর কাঠামোগত কার্যকারিতা (Structural Functionalism) এবং তার শিক্ষামূলক তাৎপর্য(Émile Durkheim as a Theorist of Structural Functionalism and Its Educational Importance):

৬.৩.১ প্রেক্ষাপট (Context):

এমিল ডুর্খেইম (১৮৫৮-১৯১৭) ছিলেন একজন ফরাসি সমাজ বিজ্ঞানী এবং কাঠামোগত কার্যকারিতা তত্ত্বের একজন প্রবক্তা। তাঁর গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে সমাজ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থায়িত্ব এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে। তিনি এটা দেখিয়েছিলেন কিভাবে শিক্ষা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামাজিক সংহতি নৈতিক বিকাশ ঘটায় এবং একজন মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তোলে।

তিনি এটা দেখিয়েছিলেন কিভাবে শিক্ষা সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ এর সঞ্চালন ঘটিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

৬.৩.২ এমিল ডুর্খেইম এর কাঠামোগত কার্যকারিতা (Durkheim and Structural Functionalism):

১) সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা (Education as a Social Institution):

শিক্ষা হলো সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান যা সমাজ পরিচালনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।সামাজিক জ্ঞান এবং মূল্যবোধ সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে। কর্ম ক্ষেত্রে এবং নাগরিক জীবনে ব্যক্তি যাতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেই জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে।

২) সামাজিক সংহতি ও শিক্ষা (Social Solidarity and Education):

শিক্ষা যে বিষয়গুলির মধ্যে পৃথকীকরণ করতে পারে সেগুলি হল-

a. **যান্ত্রিক সংহতি** (Mechanical solidarity)- প্রচলিত সমাজের মধ্যে পাওয়া যায় যেখানে মানুষ একই রকম মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস নিয়ে বাঁচে।
b. **জৈব সংহতি** (Organic Solidarity) - আধুনিক সভ্যতাতে এই সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে ব্যক্তিদের প্রত্যেকের ভূমিকা আলাদা আলাদা কিন্তু তারা প্রত্যেকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষা সামাজিক সংহতি তৈরি করে কিছু সাধারণ মূল্যবোধ এবং মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের মধ্য দিয়ে।

৩) নৈতিক শিক্ষা (Moral Education):

নৈতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক আচরণ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। বিদ্যালয়ের উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন মানসিকতা সৃষ্টি করা যাতে তারা শৃঙ্খলা, সহযোগিতা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।নৈতিক শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করে এবং সামাজিক সংহতি রক্ষা করে।

৪) শ্রমের বিভাজন এবং শিক্ষা (Division of Labor and Education):

শিল্প কেন্দ্রিক সমাজে শ্রমিকদের বিশেষীকরণের জন্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের পেশার উপযোগী করে প্রশিক্ষণ দেওয়া বিদ্যালয়ের একটি কর্তব্য হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গঠন কাঠামোর সঙ্গে যাতে শিক্ষার্থীরা অভিযোজিত হতে পারে সেই ভাবেই শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ।

৫) সামাজিক নিয়ম মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির সঞ্চালন (Norms, Values, and Cultural Transmission):

সামাজিকীকরণের একটি অন্যতম সংস্থা হল বিদ্যালয়। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঞ্চালন ঘটিয়ে সংস্কৃতির মান বজায় রাখে। বিদ্যালয় এটা শিক্ষা দেয় যে শিক্ষার্থীদের উচিত কর্তৃত্বকে শ্রদ্ধা করা, সহযোগিতা করা এবং জাতীয় পরিচয় বহন করা।সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য যে সাধারণ বিশ্বাস এবং মতবাদগুলো প্রচলিত সেগুলিকে রক্ষা করে।

৬.৩.৩ ডুর্খেইম এর তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Importance of Durkheim’s Theories):

১) শিক্ষা হলো সামাজিক সংহতি রক্ষার পথ (Education as a Means of Social Integration):

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা যা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করে তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি গড়ে তোলা, দলবদ্ধ কাজকর্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং জাতীয় পরিচয় বহন করার মানসিকতা তৈরি করা। সামাজিক বিভেদ রাজ করার জন্য কিছু সাধারণ মূল্যবোধ এবং সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা উচিত।

২) শিক্ষার সাহায্যে নৈতিকতার বিকাশ (Moral Development in Education):

বিদ্যালয় উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ দায়িত্বশীলতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার মনোভাব গড়ে তোলা।শিক্ষার উচিত যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া সেগুলি হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ব, সততা এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা। দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করতে মূল্যবোধের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত।

৩) শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা (Preparing Individuals for the Workforce):

বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান এবং দক্ষতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা উচিত। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সংস্কৃতির সঞ্চালন করতে সাহায্য করে শিক্ষা।

৫) শিক্ষা ও শৃঙ্খলা (Discipline and Order in Education):

শিক্ষার পরিকাঠামো হবে নিয়ম এবং শৃঙ্খলা কেন্দ্রিক।
শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষককে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।
চরিত্র গঠন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার ভূমিকা অপরিহার্য।

৬.৩.৪ উপসংহার (Conclusion):

ডুর্খেইম এর কাঠামোগত কার্যকারিতা থেকে শিক্ষা যে দিক গুলি উঠে এসেছে সেগুলি হল - সামাজিক স্থায়িত্ব, সংস্কৃতির সঞ্চালন এবং শিক্ষার্থীকে নগর জীবন ও কর্মজীবনের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য।তাঁর তত্ত্ব গুরুত্ব দেয় সামাজিক সংহতি নৈতিক শিক্ষা এবং সাধারণ মূল্যবোধের উপর।কার উচিত যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া সেগুলি হল ঐক্য শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, কর্মোপযোগী শিক্ষা দেওয়া যাতে একটি কার্যকরী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৬.৪ রবার্ট মার্টন এর কাঠামোগত কার্যকারিতা এবং এর শিক্ষাগত তাৎপর্য(Robert Merton as a Theorist of Structural Functionalism and Its Educational Importance):

৬.৪.১ প্রেক্ষাপট (Context):

রবার্ট কে. মার্টন (১৯১০-২০০৩) একজন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন যিনি এমিল দুর্খেইম এর কাঠামো গত কার্যকারিতার তত্ত্বকে অনেক বেশি করে সমৃদ্ধ করেছেন। যে ধারণা গুলি তিনি নতুনভাবে দিয়েছিলেন সেগুলি হল- সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট কাজ (manifest and latent function), কার্যহীনতা (dysfunction)এবং ভূমিকা তত্ত্ব (role theory)।তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন কিভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি (শিক্ষা সহ) সামাজিক দায়িত্ব এবং অসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।তিনি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখিয়েছিলেন কিভাবে সামাজিক কাঠামো গুলি ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক ফল প্রদান করে।

৬.৪.২ মার্টনের কাঠামোগত কার্যকারিতা (Merton and Structural Functionalism):

১) শিক্ষার সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট কার্যাবলী (Manifest and Latent Functions of Education)

সুস্পষ্ট কার্যাবলী /ঐচ্ছিক এবং চেনা (Manifest Functions /Intended and Recognized):

a. :জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করা।পেশা এবং ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিকে তৈরি করা।সামাজিক নিয়ম মূল্যবোধ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার শিক্ষা দেওয়া। সামাজিক সংহতি এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা।
b. **অস্পষ্ট কার্যাবলী /অনৈচ্ছিক এবং অচেনা (Latent Functions /Unintended and Unrecognized):**সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। সামাজিক শ্রেণীবিভাজনকে উদ্দীপিত করা। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা কর্মকেন্দ্রিক পিতা-মাতার সন্তানকে যথাযথ ভাবে পালন করা।

২) শিক্ষার কার্যহীনতা (Dysfunctions of Education):

শিক্ষা কখনো কখনো কিছু কিছু সামাজিক সমস্যা তৈরি করে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে, যেমন -

a. শিক্ষাগত অসাম্য (বিশেষ সুযোগ-সুবিধা যুক্ত গোষ্ঠী তৈরি করা)
b. সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া।
c. শংসাপত্রের গুরুত্ববৃদ্ধি (নিম্নমানের কিছু কাজের জন্য ও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রির দরকার হয়)।
d. কিছু আদর্শমূলক পরীক্ষার (standerdized test) চাপ শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বাড়ায় এবং তাদের মুখস্ত বিদ্যার দিকে নিয়ে যায়।

৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা তত্ত্ব (Role Theory in Education):

ভূমিকার প্রত্যাশা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন নিয়ে আসে। শিক্ষক থাকেন কর্তৃত্ব এবং রোল মডেলের ভূমিকায় যা শিক্ষার্থীদের বিকাশে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাগত পারদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা তাদের সামাজিক ভূমিকা আত্মস্থীকরণ করে। যখন প্রত্যাশা এবং

বাস্তবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তখনই শিক্ষার্থীরা তাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটায়, তারা হয় বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় অথবা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

৪) সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা (Social Stratification and Education):

শিক্ষা বিভিন্ন রকমের সামাজিক আনুক্রম কে আরো উৎসাহিত করে কারণ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন পেশার নিয়োজিত করে।

মেধা তন্ত্র অথবা সামাজিক প্রজনন:আদর্শগতভাবে শিক্ষার উচিত ক্ষমতা এবং দক্ষতাকে উৎসাহিত করা, বাস্তবে এটি সামাজিক অসাম্য তৈরি করে।এটি লুক্কায়িত পাঠ্যক্রমের উপর গুরুত্ব দেয় যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন রকম সামাজিক নিয়মকানুন শেখে।

৬.৪.৩ মাটন এর তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Importance of Merton’s Theories):

১) শিক্ষার কার্যহীনতা গুলি চিহ্নিত করা (Recognizing and Addressing Educational Dysfunctions):

বিদ্যালয় এর উচিত বিভিন্ন রকমের অসাম্য দূর করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পাঠ্যক্রম এমন ভাবে তৈরি করা উচিত যেখানে প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।শিক্ষার পলিসিগুলি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশের উপর গুরুত্ব দেবে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট প্রদান করেই কাজ শেষ করবে না।

২) ধনাত্মক সুস্পষ্ট এবং গুপ্ত কার্যাবলী গুলিকে উৎসাহিত করা (Enhancing Positive Manifest and Latent Functions):

মুখস্ত ধর্মী শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত সেই জন্য মিথস্ক্রিয়ামূলক এবং ব্যবহারিক শিখন কে বেশি উৎসাহিত করতে হবে।শিক্ষার গুপ্ত কার্যাবলী হিসাবে বন্ধু শিখন এবং পরামর্শ দানের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর বিকাশে বেশি সহায়ক হবে। একমুখী শিক্ষা মডেলকে অনুসরণ না করে বিভিন্ন ধরনের জীবিকা উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত তাতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বজায় থাকবে।

৩) শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা এবং প্রত্যাশার মধ্যে ভারসাম্য (Balancing Role Expectations in Education):

শিক্ষকের উচিত বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকমের মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করার জন্য বিদ্যালয়ের উচিত বিভিন্ন জীবিকার উপযোগীনির্দেশনা দেওয়া এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের সাহায্য করা। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নমনীয়তার সুযোগ থাকা উচিত।

৪) শিক্ষার দ্বারা সামাজিক স্তরবিন্যাসের চিহ্নিতকরণ (Addressing Social Stratification Through Education):

শিক্ষার পলিসিগুলি এমন ভাবে নির্ধারিত হবে যার ফলে ধনী গরিব নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, এখানে আর্থিক সমস্যা যেন শিক্ষা গ্রহণে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ, অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠ্যক্রম এবং সব রকমের সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত।

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরেও যাতে সবাই সারা জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থা করাউচিত।

৬.৪.৪ উপসংহার (Conclusion):

মরটনের কাঠামোগত কার্যকারিতা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেশিক্ষার সুবিধা এবং সমস্যা দুটো দিক নিয়েই আলোচনা করে।শিক্ষার ঐচ্ছিক এবং অনৈতিক কার্যকারিতা উভয়ই সমাজের কাঠামোকে চিহ্নিত করে।বিদ্যালয়ের উচিত শিক্ষার কার্জহীনতা যেমন অসাম্য এবং মানসিক চাপ থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়া তেমনি বিভিন্ন রকমের ধনাত্মক কার্যাবলী যেমন সামাজিক সংহতি এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া।

৬.৫ সারাংশ (Summary):

রবার্টমার্টনআধুনিকসমাজবিজ্ঞানেরএকজনপ্রতিষ্ঠাতাজনকএবংঅপরাধশাস্ত্রেরপ্রধানঅবদানকারীহিসেবেবিবেচিতহন।তিনিছিলেনমার্কিনসমাজবিজ্ঞানী।তিনিতারক্যারিয়ারেরবেশিরভাগকলম্বিয়াবিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকতাকরেকাটিয়েছেন যেখানেতিনিবিশ্ববিদ্যালয়েরঅধ্যাপকপদলাভকরেছিলেন।১৯৯৪সালেতিনিএইক্ষেত্রেঅবদানেরজন্যএবং 'বৈজ্ঞানিকজ্ঞানেরসমাজবিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠারজন্যজাতীয়বিজ্ঞানপদকলাভকরেন।

মার্টনেরস্ট্রেনতত্বঅনুসারেঅপরাধমূলকসাংস্কৃতিকআদর্শঅথবাসেইলক্ষ্যগুলিঅর্জনেরপ্রাতিষ্ঠানিকপ্রক্রিয়াগুলিগ্রহণবা প্রত্যাখ্যানেরমাধ্যমেনির্ধারণহয়।স্ট্রেনশব্দটিসাংস্কৃতিকভাবেনির্ধারিতলক্ষ্যএবংএইলক্ষ্যগুলিপূরণেরজন্যউপলব্ধপ্রাতিষ্ঠানিকসরঞ্জামগুলিরমধ্যেব্যবধানকেবোঝায়।মার্টনেরভূমিকানির্ধারণতত্বহলোএকটিসমাজতাত্ত্বিকদৃষ্টিকোণযাবিভিন্ন মানবিককার্যকলাপেরপ্রকৃতিবিশ্লেষণকরে।এইতত্ত্বেবলাহয়েছেযেপ্রতিটিসমাজতারভূমিকাএবংকার্যকলাপনির্ধারণকরে।মানুষেরসামাজিকঅবস্থানএকেঅপরেরতুলনায়আপেক্ষিকভাবেগুরুত্বপূর্ণ।

৬.৬ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. কুলেরসামাজিকমিথস্ক্রিয়াতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যসম্পর্কেআলোচনা কর।

b. এমিলডুর্খেইমএরসামাজিকমিথস্ক্রিয়াসম্পর্কেধারণাদাও।

c. এমিলডুর্খেইমএরসামাজিকমিথস্ক্রিয়াতত্ত্বেরশিক্ষাগততাৎপর্যলেখো।

৬.৭ তথ্যসূত্র (References):

- Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B. B. Kundu Grandsons.
- Bhatia, K.K. (2008). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kalyan Publishers.
- Chakraborty, J. C. (2007). *A Handbook of Educational Sociology.* Kolkata: K. Chakraborty Publications.
- Hemlata, T. (2014). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.
- Pathak, R.P. (2015). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.
- Sharma, Y. K. (2000). *Foundations in Sociology of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
- Talesra, Hemlata (2014). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kaniskha Publishers, Distributors.

ব্লক – ৩: সামাজিক আন্দোলন
(Social Movement)

একক ৭: সামাজিক আন্দোলনের ধারণা, পরিধি এবং প্রকৃতি
(Concept, Scope and Nature of Social Movement)

গঠন (Structure)

৭.১উদ্দেশ্য (Objectives)
৭.২ভূমিকা (Introduction)
৭.৩ সামাজিক আন্দোলনের ধারণা(Concept of Social Movement)
৭.৪ সামাজিক আন্দোলনের পরিধি(Scope of Social Movement)
৭.৫ সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃতি(Nature of Social Movement)
৭.৬সারাংশ (Summary)
৭.৭স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):
৭.৮তথ্যসূত্র (References)

৭.১উদ্দেশ্য (Objectives):

এইএককটিপড়ারপরশিক্ষার্থীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেজানবে -

a. সামাজিকআন্দোলনবলতেকিবোঝায়তাআলোচনাকরতেপারবে।
b. সামাজিকআন্দোলনেরবৈশিষ্ট্যগুলিকিকিতাবোঝাতেপারবে।
c. সামাজিকআন্দোলনেরপরিধিসম্পর্কেআলোকপাতকরতেপারবে।
d. সামাজিকআন্দোলনেরপ্রকৃতিসম্পর্কেজ্ঞানলাভকরবে।

৭.২ভূমিকা (Introduction)

এইএককেসামাজিকআন্দোলনবলতেকীবোঝায়, সামাজিকআন্দোলনেরবৈশিষ্ট্যগুলিকিকি, সামাজিকআন্দোলনেরপরিধিকি, সামাজিকআন্দোলনেরপ্রকৃতিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবে।সামাজিকআন্দোলনহলএকধরনেরদলগতকার্য।এইদলগত কার্যেরবিস্তার, কর্মগতবৈশিষ্ট্যএবংসামাজিকআন্দোলনকেচিহ্নিতকরারজন্যযেমূলবৈশিষ্ট্যগুলিপ্রয়োজনসেগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরা হবেএইঅধ্যায়ে।

৭.৩ সামাজিক আন্দোলনের ধারণা(Concept of Social Movement):

কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত, শিথিলভাবে সংগঠিত অভিযান যা নতুন কোন নিয়ম প্রবর্তনের জন্য অথবা সামাজিক পরিকাঠামোয় কোন পরিবর্তন আনার জন্য অথবা পরিবর্তনের বিরোধিতা করার জন্য সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় সামাজিক আন্দোলন। যদিও সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে তাহলেও এটা প্রকৃতিতে সমষ্টিগত এটা কোন ব্যক্তিগত কার্যকলাপ নয়। এর অর্থ হল যে ব্যক্তিরা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একত্রিত বা সংঘবদ্ধ হয় তারা সব সময় সবাই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক আন্দোলনে অংশ নেয়, এমনটা নয় তবে তাদের সামাজিক চিন্তা চেতনা বা আউটলুক মোটামুটি একই মানের হয়ে থাকে।

এটি মূলত একটি সমষ্টিগত আচরণ। ভিড়ের মধ্যে অথবা আতঙ্কে অথবা কোন কিছু ভাঙচুর করার সময় দেখা যায় এই আন্দোলন । এটি কখনো কখনো স্বল্প সময়ের জন্য হয় আবার কখনো কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য

পরিচালিত হয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা থাকে আবেগ তাড়িত। কখনো কখনো এই ছোট ছোট আবেগ তাড়িত ঘটনাগুলো বড় কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যায় এবং তখন বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি এই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে একটা বড় ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ জনতা তৈরি করে এবং তখন তা সামাজিক আন্দোলনের রূপ নেয়।

নিচে কতগুলি সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা দেওয়া হল যা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় দিয়েছেন -

1. **Herbert Blumer (1939)** –
   "Social movements are collective enterprises to establish a new order of life. They have their inception in a condition of unrest and derive their motive power from dissatisfaction with existing forms of life."

   অর্থাৎ সামাজিক আন্দোলনগুলি জীবনের একটি নতুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সম্মিলিত উদ্যোগ। তারা অস্থির অবস্থায় তাদের সূচনা করে এবং বিদ্যমান জীবনধারার সাথে অসন্তোষ থেকে তাদের উদ্দেশ্য শক্তি অর্জন করে।

2. **Rudolf Heberle (1951)** –
   "A social movement is a process by which a collective attempt is made to bring about a change in the social order."

   অর্থাৎ,একটি সামাজিক আন্দোলন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা হয়।

3. **Neil Smelser (1962)** –
   "A social movement is a collective attempt to establish a new way of life, resisting or proposing changes in the structure of society."

   অর্থাৎ,একটি সামাজিক আন্দোলন হল একটি নতুন জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করার একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সমাজের কাঠামোতে পরিবর্তনের প্রতিরোধ বা প্রস্তাব করা।

4. **Anthony Giddens (1997)** –
   "Social movements are collective attempts to further a common interest or secure a common goal through action outside the sphere of established institutions."

   অর্থাৎ,সামাজিক আন্দোলনগুলি একটি সাধারণ স্বার্থকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রের বাইরে কর্মের মাধ্যমে একটি অভিন্ন লক্ষ্য সুরক্ষিত করার সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

5. **Charles Tilly (2004)** –
   "A social movement is a sustained, organized public effort making collective claims on institutions or authorities."

অর্থাৎ,একটি সামাজিক আন্দোলন হল একটি স্থায়ী, সংগঠিত জনসাধারণের প্রচেষ্টা যা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের উপর সম্মিলিত দাবি করে

উপরে উক্ত সংজ্ঞা গুলি এইটা উল্লেখ করে যে সামাজিক আন্দোলন হল কিছু মানুষের সমষ্টিগত আচরণ যা সামাজিক পরিবর্তন এর জন্য অথবা প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী ক্রিয়াকলাপ।
একটি আন্দোলন কোন চিরস্থায়ী জনতার ভিড় নয় এবং এর নির্দিষ্ট কোন সাংগঠনিক বা বা অনুপ্রেরণামূলক কোন পদ্ধতিও নেই যা চিরস্থায়ী কোন সম্পর্ক বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় মানুষকে আবদ্ধ করে। সেই সঙ্গে যাক বদ্ধ মানুষকে কোনভাবেই যোগাযোগ রক্ষার জন্য কাজে লাগানো যায় না অথবা তারা অনেক বড় এলাকা জুড়ে নিজেদের মধ্যে কোন সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না । কোন দেশ বা কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য। অনেকগুলো সংগঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে একটা আন্দোলনের রূপ নেয়।
একটি আন্দোলনে একাধিক সংগঠন সংঘবদ্ধভাবে একটা আন্দোলনের পরিচিতি দান করে, নেতৃত্ব দেয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে কিন্তু একটা আন্দোলনের সীমানা এমনভাবে বিস্তারিত থাকে যা কখনোই ওই সংগঠন গুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বিশ্ব বিখ্যাত জন ব্রাউন কোন বিলুপ্ত বাদী সংগঠনের সদস্য ছিলেন না কিন্তু তাঁর শহীদের মৃত্যুবরণ তাঁকে একজন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তিনি একজন আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন যদিও বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের নেতারা তাঁকে নেতা বলে মানতেই চাননি।

৭.৪ সামাজিক আন্দোলনের পরিধি(Scope of Social Movement):

সামাজিক আন্দোলনের পরিধি বলতে বোঝায় সেই সমস্ত এলাকা যেখানে আন্দোলনের প্রভাব পড়ে এবং আন্দোলন এমন একটি ভূমিকা পালন করে যা সমাজে পরিবর্তন ঘটায়। সামাজিক আন্দোলন জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে এমন রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি মানবাধিকার প্রভৃতি। সামাজিক আন্দোলনের পরিধির মূল দিক গুলোকে তুলে ধরা হলো -

১) সামাজিক পরিবর্তন (Social Change): সামাজিক আন্দোলন প্রচলিত রীতিনীতি প্রথা নিয়ম কানুন প্রভৃতি কে চ্যালেঞ্জ করে এবং সমাজকে উন্নয়নশীল সংস্কারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

২) রাজনৈতিক প্রভাব (Political Influence): সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন পলিসির মধ্যে পরিবর্তন প্রথম মূলক সংস্কার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়।

৩) অর্থনৈতিক ন্যায় (Economic Justic):অনেক সামাজিক আন্দোলন গুরুত্ব দেয় শ্রমিকের অধিকার, শ্রমের যথাযথ মূল্য, আয়ের সমতা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের উপর।

৪) মানবাধিকার এবং সাম্য (Human Rights and Equality): প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য, তাদের ন্যায় বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য এবং তারা যাতে কোনরকম বঞ্চনার শিকার না হয় তার জন্য অনেক সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়।

৫) পরিবেশের উপর গুরুত্ব দান (Environmental Advocacy): জলবায়ুর অতিসক্রিয়তা, স্থিতিশীল আন্দোলন, বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেয়।

৬) সংস্কৃতির রূপান্তর (Cultural Transformation):সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তারা সামাজিক মূল্যবোধ, মিডিয়ার প্রতিনিধিত্ব এবং মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটায়।

৭) প্রযুক্তিগত এবং ডিজিটাল সক্রিয়তা (Technological and Digital Activism): মানুষের মধ্যে সচেতনতা এবং গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্রোগ্রাম এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে একটি অন্যতম প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৮) সার্বজনীন অথবা এলাকাভিত্তিক (Global and Local Reach): কিছু কিছু আন্দোলন প্রকৃতিতে সার্বজনীন হয় যা সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, আবার কিছু কিছু আন্দোলন এলাকাভিত্তিক হয় অথবা কোন দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়।

৯) শিক্ষা এবং চেতনা (Awarness and Education): বিভিন্ন ধরনের অভিযান, প্রতিবাদ অথবা মিডিয়ার প্রভাবে মানুষ আন্দোলন থেকে শিক্ষা লাভ করে।

১০) সাম্প্রদায়িক সংহতি (Community Mobilization: তৃণমূল স্তরের বিভিন্ন ধরনের সংগঠন লোকাল কমিউনিটিকে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

১১) নির্যাতন বিরোধী (Resistance to Oppression): অনেক আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।

১২) বৈচিত্রধর্মী পদ্ধতি (Diverse Strategies and Tactics): আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেমন- প্রোটেস্ট, পিটিশন জমা দেওয়া, লবিং এবং বয়কট প্রভৃতি। আন্দোলনকারীরা মনে করেন এগুলো করে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

মানুষ যখন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় অথবা তাদের পরিবর্তন হতে বাধ্য করা হয় তখন তারা বিভিন্নভাবে সামাজিক আন্দোলন করতে সচেষ্ট এবং উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

৭.৫ সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃতি(Nature of Social Movement):

সমাজের ভূমিকা, সামাজিক কার্যকলাপ এবং সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য গুলির ওপর ভিত্তি করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃতি গুলি হল -

১) সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপ (Collective Action): সামাজিক আন্দোলনে অনেক ব্যক্তি একটি সামাজিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়। এটি কোন ব্যক্তিগত কাজ নয়।

২) উদ্দেশ্যমুখি (Goal-oriented): সামাজিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হল সামাজিক রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটানো বা কোন পরিবর্তনের বিরোধিতা করা। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত হয়।

৩) গতিশীল এবং বিবর্তনধর্মী (Dynamic and Evolving): সামাজিক আন্দোলন গুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এই আন্দোলন মূলত চিন্তা করে নতুন চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ সুবিধা গুলোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার।

৪) ঐচ্ছিক অংশগ্রহণ (Voluntary Participation): যে ব্যক্তিরা সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আগ্রহের অধিকারী হয় এবং আন্দোলনে তারা ঐচ্ছিকভাবেই অংশগ্রহণ করে এখানে কাউকে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না।

৫) বিরোধিতামূলক (Oppositational in Nature): বেশিরভাগ আন্দোলনই প্রকৃতিতে বিরোধিতা মূলক কারণ প্রচলিত ক্ষমতার বন্টন, পলিসি অথবা সামাজিক প্রথা কে বিরোধিতা করেই সংঘটিত হয়।

৬) দলীয় গতিশীলতা (Mass Mobilization): সামাজিক আন্দোলনগুলো বিভিন্ন বড় বড় গ্রুপের থেকে সমর্থন আদায় করে এবং তার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ, ক্যাম্পেন অথবা প্রদর্শনমূলক প্রোগ্রাম পরিচালিত করে।

৭) সংগঠিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত (Organized or Spontaneous): সামাজিক আন্দোলন সুপরিকল্পিত ও নিখুঁতভাবে সংগঠিত হয় আবার কিছু কিছু আন্দোলন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হয়।

৮) স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি (Long-Term or Short-Term):সামাজিক আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে আবার কিছু কিছু আন্দোলন খুব অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

৯) আদর্শ অথবা আগ্রহ ভিত্তিক (Ideological or Interest-Based): কখনো কখনো বৃহত্তর আদর্শকে (যেমন - নারীবাদ)কেন্দ্র করে সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয় আবার কখনো কখনো কোন এক শ্রেণীর কিছু স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য (যেমন শ্রমিকের অধিকার) ও আন্দোলন হয়।

১০) শান্তিপূর্ণ অথবা বিদ্রোহ মূলক (Peaceful or Radical): কিছু কিছু সামাজিক আন্দোলন অশান্তিবিহীন ভাবে অথবা শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয় আবার কিছু কিছু সামাজিক আন্দোলনে বিদ্রোহ বা হিংসাত্মক বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ ঘটে থাকে।

১১) প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত (Influenced by Technology):জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং গতিশীলতাকে বৃদ্ধি করার জন্য এবং আন্দোলন কে শক্তিশালী করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল প্লাটফর্ম বা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সামাজিক আন্দোলন শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে যা সামাজিক বিভিন্ন পরিবর্তন যেমন আইন পলিসি বা সাংস্কৃতিক নিয়ম কানুনের পরিবর্তন ঘটায়।

৭.৬সারাংশ (Summary)

১৮-শতকেরমাঝামাঝিসময়েইংল্যান্ডেসামাজিকআন্দোলনেরপ্রাথমিকবিকাশব্যাপকঅর্থনৈতিকওরাজনৈতিকপরিবর্তনেরসাথেযুক্তছিলযারমধ্যেছিলরাজনৈতিকপ্রতিনিধিত্ববাজারমূলধনএবংসর্বহারাকরনপ্রথমগণসামাজিকআন্দোলনের সূত্রপাতঘটেবিতর্কিতরাজনৈতিকব্যক্তিত্বজনউইলকষকেঘিরে।

৭.৭স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. সামাজিকআন্দোলনবলতে কিবোঝায়?
b. সামাজিকআন্দোলনেরসংজ্ঞাদাও।
c. সামাজিকআন্দোলনেরবৈশিষ্ট্যগুলিসম্পর্কেআলোচনাকর।
d. আন্দোলনেরপ্রকৃতিগুলিকিকি?
e. সামাজিকআন্দোলনেরপরিধিসম্পর্কেব্যাখ্যাকর।

৭.৮তথ্যসূত্র (References)

1. Sharma, Y.K. (2000). *Foundations in Sociology of Education*. New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
2. Talesra, Hemlata (2014). *Sociological Foundations of Education*. New Delhi: Kaniskha Publishers, Distributors.
3. Taneja, V.R. (2003). *Socio – Philosophical Approach to Education*. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.
4. Banerjee, A. (2010). Fundamentals of Educational Sociology. Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
5. Bhushan, V. & Sachdeva, D. R. (2012). *Fundamentals of Sociology*. New Delhi: Pearson
6. Chakraborty, S. (2020). *Shikhar samaj baigyanik bitti*. Kolkata: Shobha Publications.
7. Ganguly, R., & Moinuddin, S. A. H. (2008). *Samakaleen Bhartiya Samaj*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
8. Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India*. Jaipur: Rawat Publications.
9. Pandey, K.P. (2010). Perspectives in Social Foundations of Education, New Delhi: Shipra Publications.

একক ৮: সামাজিক আন্দোলনের শ্রেণীবিভাগ, স্তরএবংকার্যাবলী

(Types, Stages and Functions of Social Movement)

গঠন (Structure)

৮.১উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ভূমিকা (Introduction)

৮.৩ সামাজিক আন্দোলনের শ্রেণীবিভাগ (Types of Social Movement):

৮.৪ সামাজিক পরিবর্তনের স্তর (Stages of Social Movement):

৮.৫ সামাজিক আন্দোলনের কার্যাবলী (Functions of Social Movement) :

৮.৬সারাংশ (Summary)

৮.৭স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

৮.৮তথ্যসূত্র (References)

৮.১উদ্দেশ্য (Objectives)

এইএককটিপড়ারপরশিক্ষার্থীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেজানবে -

a. এইএককেআমরাসামাজিকআন্দোলনেরশ্রেণীবিভাগসামাজিকপরিবর্তনেরস্তরএবংসামাজিকআন্দোলনেরকার্যাবলীসম্পর্কেআলোচনাকরব।
b. এইএককটিপড়ারপরে - শিক্ষার্থীরাসামাজিকআন্দোলনকয়প্রকারতাদেখাতেপারবে। সামাজিকপরিবর্তনকিভাবেহয়তারস্তরঅনুযায়ী ব্যাখ্যাকরতেপারবে।
c. সামাজিকআন্দোলনেরকার্যাবলীগুলিকিকিসেগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরতেপারবে।

৮.২ভূমিকা (Introduction)

সামাজিকআন্দোলনহলকোনর্নির্দিষ্টলক্ষ্যঅর্জনেরজন্যএকটিবৃহৎব্রততীরপ্রচেষ্টা। এইআন্দোলনেরলক্ষ্যহলোসমাজরাজনীতিবাঅর্থনীতিতেপরিবর্তনআনা। সামাজিকআন্দোলনহতেপারেপ্রচারণাপ্রতিবাদবাসমর্থনেরমাধ্যমে। সামাজিকআন্দোলনেরউদাহরণহিসেবেবলাযায়নারীদেরভোটাধিকারআন্দোলন, সমকামীবিবাহআন্দোলন, আমেরিকারনাগরিকঅধিকারআন্দোলন, ভিয়েতনামযুদ্ধেরসময়যুদ্ধবিরোধীআন্দোলন, বাস্তুসংস্থানআন্দোলন।

৮.৩ সামাজিক আন্দোলনের শ্রেণীবিভাগ (Types of Social Movement):

সামাজিক আন্দোলনগুলিকে তাদের লক্ষ্য ও পদ্ধতি এবং পরিধি ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হলো-

১) সংস্কারমূলক আন্দোলন (Reform Movements): এই ধরনের আন্দোলন গুলো মূলত আমূল পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত হয় না, প্রচলিত কোনো সামাজিক ব্যবস্থাকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন করার জন্য এই আন্দোলনগুলো হয়ে থাকে।

উদাহরণ- নাগরিক অধিকারের আন্দোলন, মহিলাদের অধিকারের আন্দোলন।

২) বৈপ্লবিক আন্দোলন (Revolutionary Movements): রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সিস্টেমের আমূল পরিবর্তন বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অথবা প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থাকে আমূল বদলে যাওয়ার জন্য এই আন্দোলন সংঘটিত হয়।

উদাহরণ-ফরাসি বিপ্লব।

৩) প্রতিরোধমূলক আন্দোলন (Resistance Movement): সামাজিক কোন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এই ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হয় । এই ধরনের আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই হল সামাজিক পরিবর্তনের বাধা দেওয়া অর্থাৎ সমাজে যে প্রচলিত সিস্টেম রয়েছে সেই প্রচলিত সিস্টেমের মধ্যে থাকার জন্য এই আন্দোলন করা হয়।

উদাহরণ - বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন, প্রো লাইফ আন্দোলন

৪) পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন (Revivalist Movement): প্রাচীন রীতিনীতি ঐতিহ্য মূল্যবোধ বা প্রথা যেগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে সেগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে আন্দোলন গুলো সংগঠিত হয় সেগুলো হল পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন।

উদাহরণ - ধর্মীয় মৌলবাদী আন্দোলন।

৫) কাল্পনিক আন্দোলন (Utopian Movement): একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে এবং সেই সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর জন্য এই ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়।যেখানে জীবনযাত্রা, সরকারি নিয়ম কানুন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের কথা বলা হয়।

উদাহরণ- সাম্যবাদী আন্দোলন, হিপি মুভমেন্ট।

৬) নতুন সামাজিক আন্দোলন (New Social movement):এই আন্দোলন গুলি শ্রেণী সংগ্রামের চেয়েও বেশি যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেয় সেগুলি হল পরিচিতি তৈরি করা, মানবাধিকার এবং সার্বজনীন সমস্যার উপর।

উদাহরণ- পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন, LGBTQ+ এদের আন্দোলন।

৭) অভিব্যক্তিপূর্ণ /স্পষ্ট আন্দোলন (Expressive Movement): এই আন্দোলনগুলো কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে নয় ব্যক্তিগত পরিবর্তন অথবা আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক চেতনা জাগরণের জন্য সংগঠিত হয়।

উদাহরণ - যোগা মাইন্ডফুলনেস আন্দোলন।

৮) শ্রমিক আন্দোলন (Labour Movement): শ্রমিকের অধিকার, মজুরি এবং ভালো কর্ম পরিবেশ পাওয়ার দাবি নিয়ে এই ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হয়।

উদাহরণ- বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত আন্দোলন।

৯) শান্তি আন্দোলন (Peace Movement): যুদ্ধবিরোধী, হিংসাত্মক কার্যকলাপ বিরোধী, দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়।

উদাহরণ- যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলন।

১০) ছাত্র আন্দোলন (Student Movement): মূলত ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক শিক্ষামূলক অথবা সমাজের সংস্কার ঘটানো।

উদাহরণ- ১৯৬৮ সালের ছাত্র বিক্ষোভ, ফ্রাইডেস ফর ফিউচার।

উপরে উঠতে প্রত্যেকটি আন্দোলনই সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষত সামাজিক কাঠামো বজায় রাখা অথবা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটানোর জন্য হয়ে থাকে।

৮.৪ সামাজিক পরিবর্তনের স্তর (Stages of Social Movement):

প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনে বিভিন্ন ধরনের স্তরের মধ্যে দিয়ে যায় এবং তার ফলশ্রুতিতেই সামাজিক আন্দোলন প্রমোশন বিকাশ লাভ করে ।এখানে মূল স্তর গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১) প্রাথমিক স্তর - উদ্ভব (Emergence):

আন্দোলন শুরু হয় যখন কোন সমাজের ব্যক্তিবর্গ কোন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয় অথবা সামাজিক কোন কারণে অসন্তুষ্ট থাকে।

উদাহরণ- প্রাথমিক আলোচনা স্পেশাল মিডিয়ায় বৃদ্ধি এবং ছোট ছোট স্তরে জমায়েত।

২) সাংগঠনিক স্তর - সমন্বয় (Coalescence):

এই স্তরে আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়, নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে এবং এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ বা বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়।

উদাহরণ - বিভিন্ন রকমের সক্রিয় গ্রুপ তৈরি করা, জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা।

৩) প্রাতিষ্ঠানিক স্তর - আমলাকরন (Bureaucratization): এই তোরে আন্দোলন অনেক বেশি কাঠামো গত রূপ পায় একজন স্বীকৃত নেতা থাকে, প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য তহবিল থাকে, এবং তার একটা রাজনৈতিক বা আইনস্বীকৃত সত্তা তৈরি হয়।

উদাহরণ- এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের এনজিও প্রতিষ্ঠা হয়, লবিং হয়, এবং বিভিন্ন ধরনের কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়।

৪) চূড়ান্ত স্তর - ক্ষয় (Decline): এই স্টোরে এসে আন্দোলন তার শক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলে কারণ - এই স্তরে আন্দোলন কখনো কখনো সফলতা অর্জন করে, কখনো কখনো বাহ্যিক চাপের সম্মুখীন হয় কখনও বা নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটে অথবা ব্যক্তিগত আগ্রহ হারিয়ে যায়।

সাফল্য (Success): এক্ষেত্রে আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জনের সফলতা লাভ করে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নাগরিক অধিকার আইন তৈরীর ক্ষেত্রে এ ধরনের আন্দোলন সফলতা লাভ করে ।

বাহ্যিক চাপ (Repression): কর্তৃপক্ষ চাপ দিয়ে আন্দোলনকে দমন করে, আন্দোলনকারীদের মারধর করে জেলে বন্দী করে রাখে।

ব্যর্থতা (failure): সংগঠনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা যথাযথ সম্পদের অভাব এই আন্দোলন থেকে পিছু হঠতে বাধ্য করে।

সহযোজন (Co-optain): এক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারাই সমাজে প্রচলিত বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলে আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়।

এই স্টেজ গুলি এটাই তুলে ধরে যে কিভাবে সময়ের সাথে সাথে সামাজিক আন্দোলন গুলি চূড়ান্ত স্তরে এসে পৌঁছয় বা কিভাবে তার প্রভাব জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে।

৮.৫ সামাজিক আন্দোলনের কার্যাবলী (Functions of Social Movement):

সামাজিক আন্দোলনগুলি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা গুলি তুলে ধরে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গুলি পালন করে এবং সমাজের কাঠামো গঠনে যে অবদান রাখে সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

১) সামাজিক পরিবর্তন (Social Change): আইন পলিসি এবং সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণে সামাজিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

২) সচেতনতা এবং শিক্ষা (Awarness and Education): জনগণের সামনে সামাজিক অন্যায় এবং সমস্যাগুলোকে তুলে ধরে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য বা পরিবেশ প্রতিপালনের জন্য যে কর্মসূচি গুলি নেওয়া হয়।

৩) প্রতিনিধিত্ব এবং পক্ষপাতিত্ব (Advacocy and Representation): প্রান্তিক এবং অপ্রতিনিধিত্বমূলক জনগোষ্ঠীর মুখে ভাষা যোগায় এই ধরনের আন্দোলন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় LGBTQ+ দের আন্দোলন কি।

৪) পলিসি পরিবর্তন (Policy Influence): এই আন্দোলন গুলির দ্বারা সরকার এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা হয় নতুন ধরনের পলিসি চালু করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- শ্রম আইন।

৫) নাগরিক ক্রিয়াকলাপ (Civic Engagement): মানুষ যাতে গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য আন্দোলন পিটিশন এবং ভোটদানের যে অধিকার গুলি রয়েছে সেগুলো বলবৎ করতে পারে আন্দোলনের মাধ্যমে।

৬) সাম্প্রদায়িক সংহতি (Community Mobilization): সাধারণ কিছু উদ্দেশ্য পূরণে, কিছু সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপের জন্য মানুষ একত্রিত হয় । এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি বজায় থাকে।

৭) অন্যায় অত্যাচারের বিরোধিতা করা (Resistance to Oppression): সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য অসাম্য এবং কর্তৃত্বের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হয় এর ফলে অকারণ অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব হয়। যেমন বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন।

৮) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (Institutional Reform): বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকে টিকিয়ে রাখে সেগুলোতে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন সংঘটিত হয় এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিনিয়ত আধুনিক হতে থাকে।

৯) মানব অধিকার রক্ষা (Human Rights Protection): মৌলিক অধিকার গুলি রক্ষার জন্য অনেক সময় আন্দোলন সংঘটিত হয়ে থাকে যেমন বাক স্বাধীনতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার এবং বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সমান অধিকার পাওয়ার জন্য যে আন্দোলন গুলো সংগঠিত হয় সেগুলোর দ্বারা মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

১০) অর্থনৈতিক ন্যায় (Economic Justic): অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ অনুযায়ী মজুরি, ভালো পরিবেশে কাজ করার সুযোগ এবং সবচেয়ে বড় কথা অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের জন্য আন্দোলন সংঘটিত হয়।

১১) সংকটকালীন প্রতিক্রিয়া (Crisis Response): মানুষের বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে বা পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি হলে বা কোন দ্বন্দ্ব চলাকালীন মানুষকে বিভিন্ন রকম ভাবে সহযোগিতার চেষ্টা করা হয় এবং এগুলি আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবেই মানুষের সামনে আসে।

১২) সংস্কৃতির পরিবর্তন (Cultural Transformation): সামাজিক আন্দোলন সমাজ মাধ্যম শিল্পকলা এগুলিকে বহুলভাবে প্রভাবিত করে এর ফলে সমাজের মূল্যবোধ চিন্তাধারায় বদল ঘটে।
সামাজিক আন্দোলন সমাজ উন্নতির জন্য, সমাজের প্রচলিত সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সমাজের বদল ঘটায়।

৮.৬সারাংশ (Summary)

আমরাজানিযেসামাজিকআন্দোলনস্থানীয়জাতীয়এমনকিবিশ্বব্যাপীমঞ্চেওঘটতেপারে।অন্যকোনধরনেরশ্রেণীবিভাগকি আমাদেরসেগুলিবুঝতেসাহায্যকরতেপারে।একজনপ্রখ্যাতসমাজবিজ্ঞানীএইপ্রশ্নেরসমাধানকরেনএমনবিভাগগুলিতৈ রিকরেযাসামাজিকআন্দোলনগুলিরমধ্যেপার্থক্যকরে -
প্রথমতআন্দোলনটিকিপরিবর্তনকরতেচায়এবংতারাকতটাপরিবর্তনচায়তাবিবেচনাকরেতিনিচারধরনেরসামাজিকআন্দোলনেরবর্ণনাদিয়েছেন।সেগুলিহল- বিকল্প , মুক্তিমূলক,

সংস্কারমূলকএবংবিপ্লবীসামাজিকআন্দোলন। সামাজিকআন্দোলনেরজীবনচক্রঅধ্যয়নকরেসমাজবিজ্ঞানীরাবলেছেন কিভাবেসামাজিকআন্দোলনউত্থিতহয়,
বৃদ্ধিপায়এবংকিছুক্ষেত্রেমারাযায়। তারাবলেছেনপ্রাথমিকপর্যায়েমানুষএকটিসমস্যাসম্পর্কেসচেতনহয়এবংনেতাদের আবির্ভাবঘটেএরপরেআসেসমন্বয়েরপর্যায়যখনমানুষএকত্রিতহয়এবংবিষয়টিপ্রচারওসচেতনতাবৃদ্ধিরজন্যসংঘটিতহয়। প্রাতিষ্ঠানিকিকরনেরপর্যায়েআন্দোলনেরআরতৃণমূলপর্যায়েরস্বেচ্ছাসেবকতারপ্রয়োজননেই। এটিএকটিপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন,
সাধারণতবেতনভুক্তকর্মীদেরসাথে। যখনমানুষবিমুখহয়েনতুনকোনআন্দোলনগ্রহণকরেতখনআন্দোলনটিসফলভাবে তাদেরআকাঙ্ক্ষিতপরিবর্তনআনেঅথবাযখনমানুষআরবিষয়টিকেগুরুত্বেরসাথেনেয়নাতখনআন্দোলনটিপতনেরপর্যায়েচলেযায়।

৮.৭স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. সামাজিকআন্দোলনেরফলাফলগুলিলেখ।
b. সামাজিকআন্দোলনেরক্রমপর্যায়সম্পর্কেআলোচনাকর।
c. সামাজিকআন্দোলনকয়প্রকারওকিকি?

৮.৮তথ্যসূত্র (References)

- Bhatia, K.K. (2008). *Philosophical and Sociological Foundations of Education*, New Delhi, India: Kalyani Publishers.
- Bhushan, Vidya & Sachdeva, D.R. (2010). *An Instruction to Sociology.* Agra: Kitab Mahal.
- Chandra, S.S. & Sharma, R.K. (2012). *Sociology of Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.
- Jacob, A. (2004). *Education: Sociological Perspective.* Jaipur: Rawat Publications.
- Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India.* Jaipur: Rawat Publications.
- Kochhar, S. K. (1982). *Pivotal Issues in Indian Education*, New Delhi, India: Sterling Publishers Private Limited.
- Pandey, K.P. (2010). *Perspectives in Social Foundations of Education*, New Delhi, India: Shipra Publications.

Rao, C.N. Shankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought.* New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

একক ৯: সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব এবং আদর্শের ভূমিকা

(Role of Leadership and Ideology in Social Movement)

গঠন (Structure)

৯.১উদ্দেশ্য (Objectives)
৯.২ভূমিকা (Introduction)
৯.৩ সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা (Role of Leadership in Social Movement)
৯.৪ সামাজিক আন্দোলনের আদর্শের ভূমিকা (Role of Ideology in Social Movement)
৯.৫সারাংশ (Summary)
৯.৬স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):
৯.৭তথ্যসূত্র (References)

৯.১উদ্দেশ্য (Objectives):

এইএককটিপড়ারপরশিক্ষার্থীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেজানবে -

a. শিক্ষার্থীরাসামাজিকআন্দোলনেনেতৃত্বেরভূমিকাকিতাবুঝতেপারবে।
b. সামাজিকআন্দোলনেআদর্শেরভূমিকাসম্পর্কেবুঝতেপারবে।

৯.২ভূমিকা (Introduction):

এইএককেআমরাআলোচনাকরবসামাজিকআন্দোলনেরসাফল্যেরজন্যনেতৃত্বএবংআদর্শকতটাগুরুত্বপূর্ণ। নেতারাকিভাবেঅন্যদেরঅনুপ্রাণিতকরেনএবংসংগঠিতকরেন। অন্যদিকেআদর্শএমনএকটিকাঠামোপ্রদানকরেযাআন্দোলনকেপরিচালিতকরে। একটিআন্দোলনপরিচালনারক্ষেত্রেনেতৃত্বসম্পদসংগ্রহকরেন, কৌশলউন্নয়নকরেন, ট্রেনিংয়েরচাহিদাবৃদ্ধিকরেন, এবংফলাফলকেপ্রভাবিতকরারক্ষমতারাখেন। অন্যদিকেএকটিমতাদর্শআন্দোলনকেকাঠামোপ্রদানকরেএবংআন্দোলনগুলিরমধ্যেপার্থক্যকরতেসাহায্যকরে।

৯.৩ সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা (Role of Leadership in Social Movement):

সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য নেতৃত্বের ভূমিকা সর্বাধিক। একটি আন্দোলনের লক্ষ্য আন্দোলন পরিচালনা মানুষকে একত্রিত করা মানুষকে মোটিভেট করা সর্বোপরি তাদেরকে কোন একটা উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা একজন নেতৃত্বের প্রধান ভূমিকা হওয়া উচিত। আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃত্ব কি ধরনের ভূমিকা পালন করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১) লক্ষ্য ও আদর্শ (Vission and Ideology): একজন নেতৃত্ব একটি আন্দোলনের লক্ষ্য, আন্দোলনের মূল্যবোধ এবং তার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কি হবে তা নির্দিষ্ট করেন।

২) জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষা (Mobilization of People): তারা তাদের বক্তৃতা, তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম এবং তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে উজ্জীবিত করেন এবং যাতে জনগণ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

৩) কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Planning): আন্দোলনের লক্ষ্যগুলি পরিপূরণ করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন বিক্ষোভ কর্মসূচি বা বিভিন্ন ধরনের কৌশলের সাহায্য নেন।

৪) সংগঠন এবং কাঠামো (Organization and Structure): তারা বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ, কমিটি এবং নেটওয়ার্ক তৈরি করে যাতে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

৫) প্রতিনিধিত্ব (Advocacy): নেতৃত্ব সবসময় একটি আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন এর ফলে তিনি বিভিন্ন মিডিয়া কর্তৃপক্ষ বা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপ করে থাকেন।

৬) দ্বন্দ্বের মীমাংসা (Conflict esolution): কোন আন্দোলনের মধ্যে যদি আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ তৈরি হয় তাহলে সেই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ মেটানোর দায়ভার একজন নেতার উপরেই বর্তায়।

৭) সম্পদের ব্যবস্থাপনা (Resource Management): দীর্ঘমেয়াদি কোন আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে গেলে কিভাবে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ বিন্যাস বা ব্যবহার করতে হবে সেটা নেতারাই ঠিক করেন।

৮) রাজনৈতিক এবং আইনি ক্রিয়াকলাপ (Political and Legal Engagement): তারা বিভিন্ন ধরনের আইনের প্রবক্তা, ফাইল পিটিশনার দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং তাদের বাধ্য করেন আইনের সংশোধন ঘটাতে।

৯) অভিযোজন এবং উদ্ভাবন (Adaptation and Innovation): সামাজিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে নেতারা বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন যাতে একটি আন্দোলন লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

১০) গতিশীলতা বজায় রাখা (Maintaining Movement): আন্দোলন চলাকালীন আন্দোলনকারীদের মধ্যে যাতে উৎসাহ কমে না যায় বা তারা যাতে অনুৎসাহিত না হয়ে পড়ে অথবা তারা মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায় সেই জন্য তাদেরকে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত রাখেন।

যোগ্য নেতৃত্বই নির্ধারণ করে দেয় একটি সামাজিক আন্দোলন সফলতা পাবে নাকি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে কারণ একজন নেতার নির্দেশনা, সংহতি রক্ষা করার মনোভাব এবং তার লাক্ষাভিমুখী কার্যকলাপ আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

৯.৪ সামাজিক আন্দোলনের আদর্শের ভূমিকা (Role of Ideology in Social Movement):

সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে একটি আদর্শ। কারণ এই আদর্শের মধ্যে থাকে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, লক্ষ্য যা সমষ্টিগত আচরণকে প্রভাবিত করে। এই আদর্শের ভূমিকা গুলি হল -

১) লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞায়িত করা (Defining Purpose and Goals): কোন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি হবে বা কোন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যে কোন পরিবর্তন আনা উচিত কিনা তা স্থির করে দেয় কোন সংগঠনের মতাদর্শ।

২) সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করা (Unifying Members): নির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকলে বা মতাদর্শের গঠন কাঠামো ঠিক থাকলে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঐক্য বা সমতা বজায় থাকে।।

৩) পদ্ধতি এবং ক্রিয়া-কলাপ নির্ধারণ (Guiding Strategies and Actions): বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধমূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা হবে তা মতাদর্শ থেকেই নির্ধারিত হয়।

৪) আন্দোলন কে বিধিসম্মত করা (Legitimizing the Movement): কোন একটি আন্দোলন করা উচিত কি উচিত নয় তার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মতাদর্শ থেকে।

৫) স্থিতাবস্থা বিরোধী (Opposition to the Status Quo): মতাদর্শ প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বা ক্ষমতা বিন্যাসের বিরোধিতা করে এবং নতুন কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়।

৬) সমর্থন তৈরি (Mobilizing Support): কোন আন্দোলনের ভাবাদর্শ যদি ভালো হয় তাহলে তা জনগণকে প্রভাবিত করে জনগণের থেকে অর্থ সংগ্রহ সাহায্য করে এবং বিভিন্ন রকম গণমাধ্যমও এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়

৭) সমস্যা সৃষ্টি এবং ব্যাখ্যা (Framing Issues and Narratives): ভাবাদর্শের স্থির করে দেয় সমস্যাগুলোকে কিভাবে দেখা হবে এবং সেটা কিভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

৮) পলিসি এবং প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব (Influencing Policy & Institutions): বিভিন্ন আন্দোলন থেকে আন্দোলনের ভাবাদর্শ দ্বারা আইন, শিক্ষা এবং পরিচালন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়।

৯) গতিময়তা বজায় রাখা (Sustaining Momentum): একটা স্পষ্ট ভাবাদর্শ কোন একটা আন্দোলনকে লক্ষাভিমুখী এবং গতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন রকমের বাধা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির প্রভাব দূর করার চেষ্টা করে।

১০) বিরোধিতাকে প্রতিহত করে (Countering Opposition): স্থির ভাবাদর্শ থাকলে বিভিন্ন আন্দোলনের বিপক্ষ যে মতামত গুলো আসে বা যে সমালোচনা গুলো উঠে আসে তার বিরুদ্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব হয়।

একটা শক্তিশালী ভাবাদর্শ ছাড়া কোন আন্দোলনে সফলতা পায় না কারণ তার লক্ষ্য, আন্দোলনকারীদের একতা, তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কোন কিছুই কার্যকারিতা লাভ করে না।

৯.৫সারাংশ (Summary):

সামাজিকআন্দোলনেনেতৃত্বএবংআদর্শেরমধ্যেসম্পর্কগতিশীলএবংএকটিআন্দোলনেরসময়কালেএইসম্পর্কেরপরিবর্তনঘটতেপারে। নেতৃত্বএবংআদর্শহলগুরুত্বপূর্ণবিষয়যাএকটিসামাজিকআন্দোলনেরগতিশীলতাকেপুষ্টকরে। নেতাদে

রকর্মকাণ্ডসমাজেআন্দোলনেরঅনুপ্রবেশ,
সদস্যদেরআনুগত্যএবংসম্পৃক্ততাএবংবিভিন্নসামাজিকগোষ্ঠীরঐক্যমতকেপ্রভাবিতকরে।

৯.৬স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. সামাজিকআন্দোলনগড়েতোলারক্ষেত্রেনেতৃত্বেরভূমিকাসম্পর্কেআলোচনাকর।
b. সামাজিকআন্দোলনগড়েতোলারক্ষেত্রেআদর্শেরভূমিকাকিব্যাখ্যাকর।

৯.৭তথ্যসূত্র (References)

1) Bhatia, K.K. (2008). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kalyan Publishers.
2) Chakraborty, J. C. (2007). *A Handbook of Educational Sociology.* Kolkata: K. Chakraborty Publications.
3) Pandey, K.P. (2010). *Perspectives in Social Foundations of Education*, New Delhi: Shipra Publications.
4) Pathak, R.P. (2015). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.
5) Rai, B.C. (1988). *Theory of Education—Sociological and Philosophical Bases of Education.* New Delhi: Lucknow: Prakashan Kendra.
6) Talawar, M.S. and Kumar, T.P. (2010). *Philosophical and Sociological Foundations of Education*, New Delhi: Himalaya Publishing House.
7) Taneja, V.R. (2003). *Socio-Philosophical Approach to Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.

ব্লক – ৪: সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব

(Theories of Social Movement)

একক ১০: আপেক্ষিক বঞ্চনা

(Relative Deprivations)

গঠন (Structure)

১০.১উদ্দেশ্য (Objectives)

১০.২ভূমিকা (Introduction)

১০.৩ আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণা(**Concept of** Relative Deprivation)

১০.৪ আপেক্ষিক বঞ্চনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ (Importance factors of Relative Deprivations)

১০.৫ আপেক্ষিক বঞ্চনার তত্ত্ব সমূহ (Theories Related to Relative Deprivation)

১০.৫.১ Ted Gurr এর "Why Men Rebel" (১৯৭০) তত্ত্ব
১০.৫.২ Robert K. Merton এর স্ট্রেন তত্ত্ব (1938)
১০.৫.৩ সমাজিক তুলনা তত্ত্ব (Social Comparison Theory-1954)
১০.৬সারাংশ (Summary)
১০.৭স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions)
১০.৮তথ্যসূত্র (References)

১০.১উদ্দেশ্য (Objectives)

এইএককটিপড়ারপরশিক্ষার্থীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেজানবে -

a. আপেক্ষিকবঞ্চনাকিসেসম্পর্কেধারণালাভকরবে।
b. আপেক্ষিকবঞ্চনারউপাদানগুলিকিকিসেগুলোসম্পর্কেজানবে।
c. আপেক্ষিকবঞ্চনারতত্ত্বগুলিসম্পর্কেবিশেষভাবেঅবগতহবে।
d. Ted Gurr এর 'Why Men Rebel' তত্ত্বকিসেবিষয়েপুঙ্খানুপুঙ্খধারণালাভকরবে।
e. রবার্টকেমার্টানেরস্ট্রেনতত্ত্বসম্পর্কেবিশেষভাবেঅবগতহবে।
f. সামাজিকতুলনাতত্ত্বসম্পর্কেবিশ্লেষণাত্মকমনোভাবতৈরিহবে।

১০.২ভূমিকা (Introduction)

এইএককেআপেক্ষিকবঞ্চনারধারণাসম্পর্কেআলোচনাকরাহবেযেখানেবিভিন্নসমাজবিজ্ঞানীবিভিন্নসময়েআপেক্ষিক বঞ্চনাবলতেকিবুঝিয়েছেনতাআলোচনাকরাহবেআপেক্ষিকবঞ্চনারগুরুত্বপূর্ণউপাদানগুলিকিকিসেগুলোসম্পর্কেআলোচনাকরাহবেআপেক্ষিকবঞ্চনারযেতথ্যসমূহরয়েছেসেগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবে। Ted Gurr এর 'Why Men Rebel' এইতত্ত্বেহতাশাআগ্রাসনেরতত্ত্ব,

আপেক্ষিকবঞ্চনারশ্রেণীবিভাগ,রাজনৈতিকহিংসারফলাফলএবংবর্তমানসময়দাঁড়িয়েএইতত্ত্বেরপ্রাসঙ্গিকতাকতখানিতা সম্পর্কেওআলোচনাকরাহবে।রোবাটকেমার্টনেরস্ট্রেনতত্ত্বেসাংস্কৃতিকলক্ষবনামপ্রাতিষ্ঠানিকপদ, অভিযোজনএরপাঁচরকমপন্থা, অসাম্যেরপরিপ্রেক্ষিতেবিচ্যুতিমূলকআচরণআলোচনাকরাহবে।সামাজিকতুলনাতত্ত্বেরযেমূলবিষয়গুলিরয়েছেসেগুলিহল - মানুষেরএকটিজন্মগতধারনাহচ্ছেতুলনাকরা, মানুষকিকিধরনেরতুলনাকরেথাকে, এবংতুলনাকরেকিভাবেনিজেকেবঞ্চিতমনেকরেসেগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবেএবংবর্তমানকালেএইচিন্তা-ভাবনাগুলিরতাৎপর্যকতখানিসেগুলিওআলোচনাকরাহবেএইঅধ্যায়ে।

১০.৩ আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণা(Concept of Relative Deprivation):

আপেক্ষিক বঞ্চনা বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একজন মানুষকে অন্য কোন মানুষ বা সামাজিক রূপ বা কোন রেফারেন্স গ্রুপ বা কোন সমাজের ভিত্তিতে অত্যন্ত খারাপ চোখে বা নিচু করে দেখা হয় যদিও বা সেই মানুষটির বাস্তব পরিস্থিতি এতটাও খারাপ নয়। এরকম পরিস্থিতি তখনি তৈরি হয়, যখন কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ নিজেদেরকে অন্য কোন গ্রুপ বা ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করে এবং সেখানে অসাম্য লক্ষ্য করে এবং তার ফলে তার মধ্যে হতাশা, অনিশ্চয়তা, অসন্তুষ্টি তৈরি হয় এবং এর ফলে তারা সামাজিক আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়।

নিচে কতকগুলি সংজ্ঞা দেওয়া হল যেগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আপেক্ষিক বঞ্চনা সম্পর্কে বলেছেন -

১) Walter Runciman (১৯৬৬) **আপেক্ষিক বঞ্চনা সম্পর্কে বলেছেন**–

আপেক্ষিক বঞ্চনা হলো এমন এক পরিস্থিতি যেখানে একজন ব্যক্তি অথবা একটি দল নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের বলে মনে করে যদিও তাদের পরিস্থিতি এতটা নিম্নমানের নয় এবং এর ফলে তাদের মধ্যে যে অনুভূতি তৈরি হয় তার ফলে তাদের মনে হয় তারা অবিচারের শিকার এবং বিরক্তিকর অনুভূতির জন্ম দেয়।

২)Ted Gurr (১৯৭০)

আপেক্ষিক বঞ্চনা হলো মূল প্রত্যাশা (কোন মানুষকে যেভাবে অভিহিত করা হয় বলে সে বিশ্বাস করে) এবং মূল ক্ষমতার (যেটা তারা বিশ্বাস করে তারা অর্জন করার যোগ্য) মধ্যে এক ধরনের প্রত্যক্ষিত অসঙ্গতি, যা মানুষকে ক্রমাগত হতাশা এবং রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৩) Samuel Stouffer প্রমুখ (১৯৪৯)

আপেক্ষিক বঞ্চনা হলো এক ধরনের অসন্তুষ্টিমূলক মানসিক অভিজ্ঞতা যা তৈরি হয় যখন একজন মানুষ নিজেদেরকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে এবং নিজেরা খুব একটা গরীব না হওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি বঞ্চিত।

৪) Robert Merton (১৯৩৮)

আপেক্ষিক বঞ্চনা তখনই ঘটে যখন মানুষ সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী নিজেদের অবস্থানের তুলনা করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিল খুঁজে পায় না।

৫) সমাজবিদ্যার অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী -
আপেক্ষিক বঞ্চনা হল বঞ্চিত হওয়ার এমন এক অনুভূতি যা তৈরি হয়, নিজের সঙ্গে অন্যের পরিস্থিতি তুলনা করে যার ফলে একরকম সামাজিক টেনশন বা সম্ভাব্য সংহতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করে।

উপরে উক্ত সংখ্যাগুলি এটা বোঝায় যে আপেক্ষিক বঞ্চনা আসলেই এমন একটা মানসিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি যা মূলত মানুষ প্রত্যক্ষ করে অন্যের সঙ্গে নিজের পরিস্থিতি তুলনা করে এবং এর সঙ্গে কখনো কখনো নিজেদের আর্থিক পরিস্থিতির কোন মিল থাকে না।

১০.৪ আপেক্ষিক বঞ্চনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ (Importance factors of Relative Deprivations):
১)তুলনার উপর নির্ভরশীল (Comparison-Based): এটা বাস্তবে কি দারিদ্রতা অথবা সম্পদের অভাব নয় কিন্তু এটা হচ্ছে এক ধরনের অনুভূতি যা অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে সৃষ্টি হয় ।
২) ব্যক্তিনির্ভর অভিজ্ঞতা (Subjective Experience): অন্যের সম্পত্তির পরিমাণ দেখে একজন ব্যক্তি যখন মনে করে যে সে আরো বেশি কিছু পেতে পারতো তাহলেই তার মনের মধ্যে যে অনুভূতির তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে আপেক্ষিক বঞ্চনা। তাই এটি সম্পূর্ণভাবে একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি।
৩) সামাজিক এবং মানসিক প্রভাব (Social and Psychological Impact): এটা মানুষকে হতাশা, অস্থিরতা এবং শোষিত মানসিকতা জন্ম দেয় এর ফলে মানুষ বিভিন্ন রকমের প্রতিবাদ, রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ অথবা হিংসাত্মক কার্যকলাপে শামিল হয়।
৪) দল বনাম ব্যক্তি (Group vs. Individual): এটা কখনো ব্যক্তি বিশেষের (ব্যক্তিগত আপেক্ষিক বঞ্চনা) অনুভূতি হতে পারে আবার কখনো কখনো কোনো দলের (দলগত আপেক্ষিক বঞ্চনা) অনুভূতি হতে পারে।

১০.৫ আপেক্ষিক বঞ্চনার তত্ত্ব সমূহ (Theories Related to Relative Deprivation):

সমাজবিজ্ঞানিরা বিভিন্ন সময়ে আপেক্ষিক বঞ্চনা কে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাদের মত করে তারা তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এই তত্ত্ব গুলি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

১০.৫.১ Ted Gurr এর "Why Men Rebel" (১৯৭০) তত্ত্ব:
এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এবং এর প্রভাব সুদূর প্রসারী কারণ এটি রাজনৈতিক হিংসা, সামাজিক প্রতিবাদ এবং বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছে।
আপেক্ষিক বঞ্চনা বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের প্রত্যক্ষিত বঞ্চনা যার সৃষ্টি হয় আকাঙ্খার মূল্য এবং ক্ষমতার মূল্যের মধ্যে বিভেদের ভিত্তিতে।

উপরিউক্ত দুই ধরনের মূল্যের মধ্যে যখন ফাক অনেক বেশি হয় তখন হতাশা তৈরি হয় এবং তা ব্যক্তির মধ্যে এক রকমের আগ্রাসন বা বিভেদের মনোভাব তৈরি হয় এবং এর ফলে ব্যক্তি ক্রমশ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হয়।

- **হতাশা-আগ্রাসনের তত্ত্ব** (Fustration-Aggression Theory): ভিন্ন মনোবিজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে Gurr হতাশা-আগ্রাসনের যে হাইপোথিসিস খাড়া করেছিলেন সেখানে বলেছেন যে প্রত্যাশা গুলি পূরণ হয় না সেগুলি ক্রমশ মানুষকে হতাশার দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে সেটা আগ্রাসন বা হিংসাত্মক আচরণের রূপ নেয়।

  যদি কোন গোষ্ঠী বা গ্রুপ মনে করে যে তারা প্রতিনিয়ত বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তাহলে তাদের মধ্যে এক রকমের দলগত হতাশা তৈরি হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন রকম প্রতিবাদ, বিপ্লব বা বিদ্রোহে সামিল হয়।
- **আপেক্ষিক বঞ্চনার শ্রেণীবিভাগ** (Types of Relative Deprivation):
  a) **হ্রাসমূলক বঞ্চনা** (Decremental Deprivation): যখন মানুষের জীবনযাত্রার মানকর্মসহ নিম্নমুখী হয় কিন্তু তাদের প্রত্যাশা একই রকম থাকে তখন এই ধরনের বঞ্চনার মনোভাব তৈরি হয়।

     উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- অর্থনৈতিক সংকট যেখানে মানুষের জীবন যাত্রার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হয় তখন তারা বিভিন্ন রকমের প্রতিবাদে শামিল হয়।

  b) **উচ্চাকাঙ্ক্ষী বঞ্চনা** (Aspirational Deprivation): যখন চাহিদা কোন সব আটতে থাকে কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি প্রায় একই রকম থাকে।

     উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- যারা উচ্চশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় খুব ভালো চাকরি চেষ্টা করে কিন্তু কোন রকম চাকরি না পেয়ে বেকারত্বের জ্বালায় ভুগতে থাকে।

  c) **প্রগতিশীল বঞ্চনা** (Progressive Deprivation/ J- Curve Theory) - এই পরিস্থিতি তখনি তৈরি হয়, যখন কোন একটা কারণে হঠাৎ করে মানুষের অবস্থার উন্নতি হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তার আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটে, ঠিক তারপরেই আবার পরিস্থিতির অবনমন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- কোন সমাজে কোন কারনে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলো আবার কোন একটা কারণে সেই সমাজে একটা সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হল।
- **রাজনৈতিক হিংসা হল ফল** (Political Violance as an Outcome): Gurr এটা বলেছেন যে যখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বঞ্চিত বলে মনে করায় তখন তারা রাজনৈতিক হিংসা আশ্রয় নেয় যাতে করে তারা তাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়।

  এই তথ্য এইটা দেখায় কিভাবে সমাজে বিভিন্ন রকমের বিপ্লব বা নাগরিক আন্দোলন বা বিভিন্ন রকমের বিদ্রোহ তৈরি হয় ।

বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা(Relevance Today):

Gurr এর তত্ত্ব সমাজের নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করতে খুবই কার্যকরী -

- প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ, বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান । উদাহরণ - আরব বসন্ত যা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গণঅভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের একটি ঢেউ কে বোঝায় যা স্বৈরাচারী শাসন দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে হয়েছিল। ব্যাক লাইভস ম্যাটার বা কৃষ্ণাঙ্গরা ও মানুষ এর ওপর এক ধরনের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলন।
- রাজনৈতিক মৌলবাদ যা সৃষ্টি হয় মূলত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্য থেকে।
- অর্থনৈতিক অবনতি এবং প্রত্যক্ষিত বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন।

তাঁর কাজ এটা বুঝতে সাহায্য করেছিল যে শুধুমাত্র দারিদ্রতা নয়, প্রত্যক্ষিত অসাম্য বিভিন্ন রকমের সামাজিক আন্দোলন বা বিপ্লব গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

১০.৫.২ Robert K. Merton এর স্ট্রেন তত্ত্ব (1938):

রবার্টকে মার্টেন এর স্ট্রেন থিওরি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাজ বৈজ্ঞানিক থিওরি যা ব্যাখ্যা করে কিভাবে একটা সামাজিক কাঠামো একজন মানুষকে চাপ দেয় অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করতে। কারণ তারা এমন এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় যেখানে সাংস্কৃতিক লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ দুটোর মধ্যে কোন সামঞ্জস্যতা খুঁজে পায় না।

স্ট্রেন থিওরির মূলভাবনা সমূহ (Main ideas of Strain Theory):

১) সাংস্কৃতিক লক্ষ্য বনাম প্রাতিষ্ঠানিক পথ (Cultural Goals vs. Institutional Means): প্রত্যেকটি সমাজেরই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য থাকে, যেমন অর্থনৈতিক সফলতা সামাজিক স্তর প্রভৃতি।এই সমাজে প্রত্যেকেরই শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমান গ্রহণযোগ্যতা থাকে না এর ফলে তারা সব সময় ওই লক্ষ্যগুলোতে পৌঁছতে পারে না।যখন ব্যক্তি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে তখন তার মধ্যে এক রকমের চাপ অনুভূত হয় এবং সে বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত আচরণ করে যা কখনোই সামাজিক দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত নয়।

২) অভিযোজনের পাঁচ রকম পন্থা (Five Modes of Adaptation):

মর্ডান পাঁচ রকমের পন্থা আবিষ্কার করেছেন যে পন্থাগুলোই একজন মানুষ চাপে পড়লে বিক্ষিপ্ত আচরণ করে ক্ষয় তারা সেই চাপটাকে মেনে নেয় নতুবা তারা সেই লক্ষ্য থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে-

Adaptation **অভিযোজন**	**Cultural Goals (e.g., success)** **সাংস্কৃতিক লক্ষ্য (যেমন, সাফল্য)**	**Institutional Means (e.g., education, work)** **প্রাতিষ্ঠানিক উপায়**	**Example** **উদাহরণ**

		(যেমন, শিক্ষা, কাজ)	
Conformity (সামঞ্জস্য	Accept গ্রহণকরা	Accept গ্রহণকরা	Working hard despite difficulties প্রতিকূলতাসত্ত্বেওকঠোরপরিশ্রমকরা
Innovation উদ্ভাবন	Accept গ্রহণকরা	Reject প্রত্যাখ্যানকরা	Crime (e.g., theft, fraud) to get rich ধনী হওয়ার জন্য অপরাধ (যেমন, চুরি, জালিয়াতি)
Ritualism আচার-অনুষ্ঠান	Reject প্রত্যাখ্যানকরা	Accept গ্রহণকরা	Sticking to rules but giving up on success (e.g., an unambitious worker) নিয়মে লেগে থাকা কিন্তু সাফল্য ছেড়ে দেওয়া (যেমন, একজন উচ্চাভিলাষী কর্মী)
Retreatism পশ্চাদপসরণ	Reject প্রত্যাখ্যানকরা	Reject প্রত্যাখ্যানকরা	Dropping out of society (e.g., addiction, homelessness) সমাজ থেকে বাদ পড়া (যেমন, আসক্তি, গৃহহীনতা)
Rebellion বিদ্রোহ	Replace প্রতিস্থাপনকরা	Replace প্রতিস্থাপনকরা	Protesting, revolution, alternative systems (e.g., anarchists, countercultures) প্রতিবাদ, বিপ্লব, বিকল্প ব্যবস্থা (যেমন, নৈরাজ্যবাদী, প্রতিসংস্কৃতি)

৩) আসামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্যুতিমূলক আচরণ (Deviance as a Response to Inequality):

নিম্ন সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণীতে মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা। অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয় যার ফলে তারা বিভিন্ন রকমের বিচ্যুতিমূলক আচরণ অথবা অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়।যে সামাজিক ব্যবস্থা বেশি রকমের অসাম্য রয়েছে সেই সমাজ ব্যবস্থায় অসামাজিক কাজকর্ম সামাজিক বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ এই ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বেশি লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা (Relevance Today):

- এই তথ্য এটা দেখার যে কিভাবে অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের বাধাপ্রাপ্ত হলে অসামাজিক আচরণ সৃষ্টি হয়।
- গ্যাং সংস্কৃতি, ফ্রড, ড্রাগের অপব্যবহার এবং সামাজিক আন্দোলন কেন হয় তা বুঝতে সাহায্য করে।

- সমাজের ব্যক্তিবর্গ কোন লক্ষ্য অর্জনে যদি প্রতিনিয়ত বাধা প্রাপ্ত হয় তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে হতাশা বা অন্যরকম অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত করতে বাধ্য করে তা এই থিওরি থেকে বোঝা যায়।

১০.৫.৩ সমাজিক তুলনা তত্ত্ব (Social Comparison Theory-1954):

মারটন এর স্ট্রেন থিওরি অনেকটা আপেক্ষিক বঞ্চনার থিওরির মতোই কারণ দুটোই ব্যাখ্যা করে কিভাবে সামাজিক অসাম্য থেকে সৃষ্ট হতাশা মানুষকে অনৈতিক আচরণ করতে বা সামাজিক পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। লিওন ফিস্টিংগারের সামাজিক তুলনা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কিভাবে একজন ব্যক্তি নিজেদেরকে মূল্যায়ন করে তার নিজস্ব সামর্থ্য পারদর্শিতা এবং সামাজিক অবস্থানের উপর এবং তার ভিত্তিতে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে। এই পদ্ধতি আত্মপ্রত্যক্ষন, প্রেষণা এবং প্রাক্ষোভিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

সামাজিক তুলনা তত্ত্বের মূল ভাবনা সমূহ(Key Ideas Social Comparison Theory):

১) মানুষের একটি জন্মগত তাড়নাই হলো তুলনা করা (Humans Have an Innate Drive to Compare):

মানুষ স্বাভাবিকভাবে অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে যাতে তাদের ক্ষমতা মনোভাব এবং সামাজিক মানের মূল্যায়ন তারা করতে পারে।

এটা তাদের ক্ষমতা দুর্বলতা এবং সমাজের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

২) দুই ধরনের সামাজিক তুলনা (Two types of Social Comparisons):

উর্ধ্বমুখী তুলনা (Upward Comparison): সমাজেনিজের চেয়ে যারা উচ্চ স্থানে অবস্থান করছে তাদের সঙ্গে তুলনা করা।

এটা মানুষকে প্রেষণা দান করে নিজের উন্নতি করতে অথবা তাদের নীতি ভ্রষ্ট হতে যার ফলে তারা হতাশা, ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়ে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি মাধ্যম মানের ছাত্র যখন তার ক্লাসের সর্বোচ্চ রেজাল্ট করা কোন ছাত্রের সঙ্গে নিজের তুলনা করে তখন সে হয় আরো বেশি করে পরিশ্রম করবে ভালো রেজাল্ট করার জন্য না হলে হতাশ হয়ে পড়বে।

নিম্নমুখী তুলনা (Downward Comparison): যখন অন্য কেউ নিজের সঙ্গে এমন কারো তুলনা করে যে সামাজিক মর্যাদায় তার চেয়ে নিচের স্তরে অবস্থান করছে।ফলে অনেক সময় ব্যক্তির আত্ম মর্যাদা বৃদ্ধি পায় অথবা আত্মতুষ্টি তৈরি হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যখন একজন চাকরিরত মানুষ কোন বেকার ছেলে মেয়ের সঙ্গে নিজের নিরাপদ চাকরির তুলনা করে তখন সে আত্ম সন্তুষ্টি লাভ করে।

৩) সামাজিক তুলনা এবং আপেক্ষিক বঞ্চনা (Social Comparison and Relative Deprivation):

আপেক্ষিক বঞ্চনা তখনি তৈরি হয় যখন একজন মানুষ নিজেকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত বলে মনে করে এবং সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থানরত মানুষের সঙ্গে নিজের তুলনা করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - সামাজিক মাধ্যম মানুষকে নিজেদের জীবনযাত্রা অন্যের সঙ্গে এমন ভাবে তুলনা করতে বাধ্য করে যেটা অত্যন্ত অবাস্তব এবং যেটা তার নেই সেটা পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি তৈরি হয়।

৪) মানুষের আচরণ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব (Influence on Behaviour and Mental Health):

অতিরিক্ত পরিমাণে উর্ধ্বমুখী তুলনা মানুষের আত্মমর্যাদা বোধ কমিয়ে দেয়, দুশ্চিন্তা এবং বিরক্তির জন্ম দেয়। স্বাস্থ্যকর তুলনা মানুষকে প্রেষণা দান করে লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিগত উন্নতিতে সহায়তা করে। সামাজিক তুলনা তখনই বৃদ্ধি পায় যখন মানুষ অতিরিক্ত পরিমাণে পণ্যের ব্যবহার করে, সমাজ মাধ্যমে বেশি সক্রিয় থাকে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা (Relevance Today):

- সমাজ মাধ্যম বা Social Media মানুষের মনে এমন এক তুলনামূলক মানসিকতা জাগ্রত করে যার ফলে মানুষ অসন্তুষ্টিতে ভোগে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেয়।
- অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্যের ফলে মানুষ সমাজে উচ্চস্তরে অবস্থিত মানুষদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে ফলে তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়।
- বাজার তৈরি করার জন্য মার্কেটিং এবং অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন মানুষকে উচ্চমুখী তুলনা করতে বাধ্য করে এবং এর ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকে।

ফেস্টিংগারের সামাজিক তুলনার তত্ত্ব অনেকটা আপেক্ষিক বঞ্চনার মতোই কারণ দুটো তথ্যই এটা দেখায় যে কেন মানুষ নিজের সঙ্গে অন্যের তুলনা করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

আপেক্ষিক বঞ্চনার প্রভাব (Effects of Relative Deprivation):

আপেক্ষিক বঞ্চনা সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক সক্রিয়তাবাদের (নারীবাদ, শ্রমিক আন্দোলন) দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।ব্যক্তির মধ্যে মানসিক চাপ, হতাশা এবং আগ্রাসন ধর্মী মনোভাব তৈরি করে। যদি কোন গ্রুপ বা দল নিজেদেরকে ক্রমাগত বঞ্চিত বলে মনে করে তাহলে তারা রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে লিপ্ত হয়।

আপেক্ষিক বঞ্চনার তত্ত্বটি এটা ব্যাখ্যা করে যে কেন মানুষ উন্নতি করা সত্ত্বেও অসাম্যের মধ্যে রয়েছে এবং যারা সত্যিকারে দারিদ্রতার মধ্যে রয়েছে তাদের থেকে ভালো থেকে ও কিছু মানুষ কেন মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে।

সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অসাম্য এবং সামাজিক আন্দোলন বুঝতে গেলে এই তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ জরুরী।

১০.৬সারাংশ (Summary):

সামাজিকআন্দোলনতত্ত্বগুলিকেনএবংকিভাবেসম্মিলিতকর্মকাণ্ডেরউদ্ভবহয়তাব্যাখ্যাকরারলক্ষ্যেকাজকরে, বঞ্চনা, সম্পদেরসংহতি, রাজনৈতিকসুযোগএবংকাঠামোগতগঠনেরমতবিষয়গুলোরউপরদৃষ্টিনিবদ্ধকরে। আপেক্ষিকবঞ্চনাতত্ত্বপরামর্শদেয়যে সমাজিকআন্দোলনগুলিতখনইউদ্ভূতহয়যখনলোকেরামনেকরেযেতারাঅন্যদেরতুলনায়অন্যায়ভাবেকোনকিছুথেকেবঞ্চিত। কাঠামোগতস্ট্রেনতত্ত্বযামূল্যসংযোজনতত্ত্বনামেওপরিচিতপ্রস্তাবকরেযেসামাজিকআন্দোলনতখনইউদ্ভূতহয়যখননির্দিষ্টকাঠামোগতপরিস্থিতিসমাজেরচাপএবংঅস্থিরতাতৈরিকরে। এইঅবস্থারমধ্যেঅর্থনৈতিকবৈষম্য, রাজনৈতিকঅস্থিরতাঅথবাসামাজিকদ্বন্দ্বেরমতোবিষয়অন্তর্ভুক্তথাকতেপারে। সামাজিকতুলনাতত্ত্বেদেখানোহয়েছেমানুষতাদেরমতামত, মূল্যবোধঅর্জনএবংক্ষমতাঅন্যদেরসাথেতুলনাকরে। এইতুলনামানুষকেঅনিশ্চয়তাকমাতেএবংনিজেদেরকেসংজ্ঞায়িতকরতেসাহায্যকরে। মানুষপ্রায়সইনিজেদেরকেএকইরকমএবংপ্রাসঙ্গিকঅন্যদেরসাথেতুলনাকরে। সামাজিকতুলনায়আত্মউন্নতিরএকটিউপায়হতেপারে। সামাজিকতুলনায়ইচ্ছারমতোআবেগেরসাথেযুক্তহতেপারেযাআত্মউন্নতিবাপ্রতিযোগিতারইন্ধনজোগাতেপারে।

১০.৭স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. আপেক্ষিকবঞ্চনাকি?
b. আপেক্ষিকবঞ্চনারউপাদানগুলিকিকি?
c. আপেক্ষিকবঞ্চনারতত্ত্বগুলিসম্পর্কেধারণা দাও।
d. Ted Gurr এর 'Why Men Rebel' তত্ত্বকিসেবিষয়েপুঙ্খানুপুঙ্খধারণাদাও।
e. রবার্টকেমার্টনেরস্ট্রেনতত্ত্বসম্পর্কেধারণা দাও।
f. সামাজিকতুলনাতত্ত্বসম্পর্কেবিশ্লেষণাত্মকধারণা দাও।

১০.৮তথ্যসূত্র (References)

- Mondal, A. & Nijairul, I. (Eds.) (2021). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.

- Taneja, V.R. (2003). *Socio – Philosophical Approach to Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.
- Banerjee, A. (2010). Fundamentals of Educational Sociology. Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
- Bhushan, v. & Sachdeva, D. R. (2019). *An Introduction to Sociology.* New Delhi: Kitab Mahal.
- Chakraborty, S. (2020). *Shikhar samaj baigyanik bitti.* Kolkata: Shobha Publications.
- Ganguly, R., & Moinuddin, S. A. H. (2013). *Samakalin samajtattva.* Kolkata: Reena Books.
- Gisbert, P. (2016). *Fundamentals of Sociology.* New Delhi: Orient Blackswan Private Limited.
- Mandal, A., Bachar, S., & Mitra Dey, M. (2022). *Sikshar samajtattik vitti.* Kolkata: Aaheli Publishers.
- Rao, C.N. Sankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with anIntroduction*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

একক ১১: সম্পদের সচলতা
(Resource Mobilization)

গঠন (Structure)

১১.১উদ্দেশ্য (Objectives)
১১.২ভূমিকা (Introduction)
১১.৩ সম্পদের সচলতার ধারণা (Concept of Resource Mobilization)
১১.4 সম্পদের গতিশীলতার প্রধান উপাদান (Main factors of Resource Mobilization)

১১.৫ Resource Mobilization এর গুরুত্ব (Importance)
১১.৬ Resource Mobilization এর পদ্ধতিসমূহ (Methods)
১১.৭ সামাজিক আন্দোলনে সম্পদের গতিশীলতার তত্ত্ব (Resource Mobilization Theory in Social Movements)
১১.৮সারাংশ (Summary)
১১.৯স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):
১১.১০তথ্যসূত্র (References)

১১.১উদ্দেশ্য (Objectives):

এইএককটিপড়ারপরশিক্ষার্থীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেজানবে -

a. সম্পদেরসচলতাসম্পর্কেধারণাতৈরিহবে।
b. সম্পদেরসচলতাসম্পর্কেসংজ্ঞাদিতেপারবে।
c. সম্পদেরসচলতারপ্রধানউপাদানগুলিকিকিতাব্যাখ্যাকরতেপারবে।
d. সম্পদসচলতারগুরুত্বগুলিআলোচনাকরতেপারবে।
e. সম্পদেরসচলতারজন্যকিকিপদ্ধতিঅবলম্বনকরাদরকারসেগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরতেপারবে।
f. সামাজিকআন্দোলনেরসম্পদেরগতিশীলতারতত্ত্বগুলিকিকিসেগুলিআলোচনাকরতেপারবে।
g. সামাজিকআন্দোলনেরসম্পদেরশ্রেণীবিভাগকরতেপারবে।
h. সম্পদেরগতিশীলতাতত্ত্বেরঅসুবিধাগুলোকিকিসেগুলোসম্পর্কেআলোচনাকরতেপারবে।

১১.২ভূমিকা (Introduction):

এইএককেআমরাআলোচনাকরবসামাজিকআন্দোলনসংঘটিতকরতেগেলেসম্পদেরসচলতাপ্রয়োজনীয়তাকি, এইসম্পদেরসচলতাকাকেবলেতারসংজ্ঞাগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবে।সেইসঙ্গেসম্পদেরগতিশীলতারপ্রধানউপাদানগুলিকিকিযেমনআর্থিকসম্পদ, মানবসম্পদ, বস্তুগতসম্পদ, কৌশলগতসম্পদপ্রভৃতিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবে।সম্পদেরগতিশীলতারপদ্ধতিগুলিকিকি, সম্পদেরগতিশীলতাতত্ত্বেরমূলভিত্তিগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবে।সামাজিকআন্দোলনেকিকিধরনেরসম্পদব্যবহার করাহয়সেগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবে।সম্পদেরগতিশীলতাতত্ত্বেরঅসুবিধাগুলোকোথায়সেগুলোসম্পর্কেওআলোচনাকরাহবে।

১১.৩ সম্পদের সচলতার ধারণা (Concept of Resource Mobilization):

সম্পদের সচলতা বলতে বোঝায় এমন এক পদ্ধতিকে যেখানে অর্থনৈতিক সম্পদ, মানবসম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহ করা পরিচালনা করা এবং কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত কোন সংগঠন বা প্রকল্প বা সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সম্পদের সচলতা বিষয়টি কার্যকরী হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, অলাভজনক সংস্থা এবং সরকারি সংস্থাগুলোতে কাজকর্ম যাতে ঠিকঠাক ভাবে চলতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয় বা কোন বিকাশ যাতে বাধা প্রাপ্ত না হয় তার জন্য সম্পদের সচলতা দিকটি দেখা খুব জরুরী।

Resource Mobilization er **কতগুলো সংজ্ঞা দেওয়া হলো -**

১) সাধারণ সংজ্ঞা (General Definition):

কোন সংগঠন বা প্রকল্পের উদ্দেশ্য গুলি যাতে কার্যকরীভাবে পূরণ হয় তার জন্য সেই সংগঠনের আর্থিক মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদ গুলোকে ঠিকঠাকভাবে চিহ্নিত করা সংগ্রহ করা এবং পরিচালনা করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় সম্পদের সচলতা।

২) অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Economic Perspective):

সম্পদের সচলতা বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে প্রক্রিয়ায় আর্থিক এবং আর্থিক নয় এরকম বিভিন্ন সম্পদ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা। উৎস গুলি হল ইনভেস্টমেন্ট, সরকারি ফান্ডিং, এবং জনগণের কন্ট্রিবিউশন । অর্থনৈতিক বিকাশ এবং উন্নতির জন্য এইসব আর্থিক সরবরাহ হয়ে থাকে।

৩) আলাভজনক সংস্থা এবং এনজিও (Non-Profit and NGO Sector):

সামাজিক প্রাকৃতিক এবং মানবিক উন্নয়নের কথা ভেবে আর্থিক সামাজিক এবং বস্তুগত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কেই বলা হয় সম্পদের গতিশীলতা বা Resource Mobilization।

৪) ব্যবসায়িক এবং কর্পোরেট দৃষ্টিভঙ্গি (Business and Corporate View):

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ক্রিয়া-কলাপ বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন প্রাপ্য সম্পদের (টাকা পয়সা, প্রযুক্তিবিদ্যা, কর্মশক্তি, নেটওয়ার্ক) বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয় তাকে বলা হয় সম্পদের গতিশীলতা।

৫) সামাজিক আন্দোলন এবং কর্মকাণ্ড (Social Movements and Activism):

সামাজিক পরিবর্তন অথবা সামাজিক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য যখন সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয় তখন টাকা পয়সা জনগণ সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট কিভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং সেগুলিকে কিভাবে পরিচালনা করা হয় তাকেই বলা হয় সম্পদের গতিশীলতা।

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি সংজ্ঞাই এটা দেখায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে সম্পদের গতি ছিল তার ধারণাটি বদলে যায় কিন্তু তার মূল বিষয়টি থাকে এক, অর্থাৎ কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করা এবং সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা ।

১১.৪ সম্পদের গতিশীলতার প্রধান উপাদান (Main factors of Resource Mobilization):

১) আর্থিক সম্পদ (Financial Resources): দাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত, অনুদান, বিনিয়োগ, স্পন্সরশিপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

২) মানব সম্পদ (Human Resources): দক্ষ ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবী, কোন সম্প্রদায়ের সদস্য যাঁরা তাঁদের সময় অথবা মূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করে থাকেন।

৩) বস্তুগত সম্পদ (Material Resources): বিভিন্ন রকম সরঞ্জাম, পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিবিদ্যা যেগুলো বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী সম্পন্ন করতে দরকার হয়।

৪) কৌশলগত অংশীদারিত্ব (Strategic Pertnership): সম্পদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সংগঠন, সরকার অথবা অন্যান্য অংশীদার এর সঙ্গে সহযোগিতা।

৫) এডভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং (Advocacy and Networking): সচেতনতা বৃদ্ধি, মানুষ এবং পলিসিমেকার দের সমর্থন বৃদ্ধি।

১১.৫ Resource Mobilization এর গুরুত্ব (Importance):

- কোন প্রোগ্রাম বা কর্মসূচিকে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- কোন একটি সংগঠনের ক্ষমতা বা কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।
- নতুন কোন উদ্যোগ নিতে সুবিধা হয়।

- উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং অভিযোজন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে।

১১.৬ Resource Mobilization এর পদ্ধতিসমূহ (Methods):
- অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া (যেমন অনলাইন, স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ, বিভিন্ন রকমের অর্থ সংগ্রহের জন্য ইভেন্ট নেওয়া প্রভৃতি) ।
- বিভিন্ন অনুদান এবং সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।
- সামাজিক উদ্যোগ এবং রাজস্ব উৎপাদনকারী কার্যকলাপ (Revenue Generating Activities) ।
- ক্রোউড সোর্সিং এবং ক্রাউড ফান্ডিং
- বিভিন্ন ব্যবসায়িক সম্প্রদায় অথবা NGO এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

বাস্তবে সম্পদের গতিশীলতা গতিশীলতা হল এক রকম পদ্ধতি যেখানে সম্পদ সংগ্রহ এবং সম্পদের যথাযথ বন্টন বা ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যার ফলে কিছু উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

১১.৭ সামাজিক আন্দোলনে সম্পদের গতিশীলতার তত্ত্ব (Resource Mobilization Theory in Social Movements):
সামাজিক আন্দোলনে সম্পদের গতিশীলতা হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ব্যাখ্যা করে কিভাবে সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব হয় তা সফলতা পায় বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তাদের সামর্থ্য এবং প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ পরিচালনার প্রভাবে বা অভাবে। ১৯৭০ সালে এই থিওরির উদ্ভব হয় এবং এই থিওরি আগের থিওরি গুলোকে চ্যালেঞ্জ জানায় এই বার্তা দিয়ে যে সামাজিক আন্দোলন শুধুমাত্র দুঃখ-দুর্দশা বা অসন্তুষ্টি থেকে তৈরি হয় না। এবং এই থিওরি এটা বলে যে একটা সামাজিক আন্দোলন এর সফলতা নির্ভর করে যোগ্য সংগঠন নেতৃত্ব এবং প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ বিন্যাস এর উপর।

সম্পদের গতিশীলতা তত্ত্বের মূল ভিত্তি (Main Assumptions of Resource Mobilization Thepry):
১) সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত ভাবে হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয় (Social Movements are Organised, Not Spontaneous):
পূর্বের যে সমস্ত থিওরি গুলি এটা দেখিয়েছিল যে অন্যায় এবং অসাম্যর প্রতিবাদে মানুষের যে মানসিক পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেটার থেকেই সামাজিক আন্দোলনের জন্ম হয় - এই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে সম্পদের গতিশীলতা তত্ত্ব এটা বোঝাতে চেয়েছে যে একটি সামাজিক আন্দোলন যথাযথ পরিকল্পনা, নেতৃত্ব এবং পরিকাঠামো ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না।
২) আন্দোলনের সফলতা অর্জনের জন্য সম্পদ হলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস (Resources are Essential for Movement Success):

একটি আন্দোলনকে সফল হতে গেলে যে বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেগুলি হল - অর্থ, গণমাধ্যমের প্রভাব, যোগ্য নেতৃত্ব, নেটওয়ার্ক এবং রাজনৈতিক সমর্থন যাতে সেই আন্দোলনের লক্ষ্য গুলি অর্জন করা সম্ভব হয়।

৩)অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যান্য বহিরাগতদের সমর্থন পাওয়াও জরুরী (Elite and External Support Matters):

বৃত্তশালী দাতা, প্রভাবশালী সমর্থক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন একটা আন্দোলনকে অনেক বেশি শক্তি জোগাতে পারে।

৪) অনেক সময় বিভিন্ন আন্দোলন সম্পদের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (Movements Compete for Limited Resources):

অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন আন্দোলন অর্থ, গণমাধ্যমের attention এবং মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অর্থের অভাবে আন্দোলনটি ফলপ্রসু হতে পারে না।

৫) আমলাতন্ত্র এবং পেশাদারিত্ব আন্দোলনকে বৃহত্তর হতে সাহায্য করে (Bureaucratization and Professionalization Help Movements Grow):

যে আন্দোলনগুলির পরিকাঠামো সংঘটিত বিভিন্ন পেশাদারী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক উৎস থাকে সেই আন্দোলন গুলির অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যে আন্দোলন গুলি এতটা সংঘটিত নয় বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হয় সেগুলির থেকে।

সামাজিক আন্দোলনে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Types of Resources in Social Movements)

a. **বস্তুগত সম্পদ:** অর্থ, পরিকাঠামো, এবং যন্ত্রপাতি।
b. **মানব সম্পদ:** নেতৃত্ব, কর্মীবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবী।
c. **সামাজিক সম্পদ:** নেটওয়ার্ক, প্রভাবগত সমর্থন, জোট।
d. **সাংস্কৃতিক সম্পদ:** জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল।
e. **নৈতিক সম্পদ:** জনগণের সহানুভূতি, ন্যায্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা।

সামাজিক আন্দোলনে সম্পদের গতিশীলতার উদাহরণ (Examples of Resource Mobilization in Social Movement):

১) The Civil Rights Movement (১৯৫০-১৯৬০, USA):

এই আন্দোলন ভরসা রেখেছিল চার্চের নেটওয়ার্ক, NAACP এর আইনী সহায়তা, দাদাদের আর্থিক সমর্থন এবং গণমাধ্যমের মনোযোগ প্রভৃতির ওপর।

২) The Arab Spring (২০১০-২০১২, Middle East and North Africa):

আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এই আন্দোলন সমাজমাধ্যমের প্লাটফর্ম ব্যবহার করেছিল, আন্তর্জাতিক সমর্থন কাজে লাগিয়েছিল এবং তৃণমূল স্তরের সংগঠনকে কাজে লাগিয়েছিল।

৩) Climate Activism (**উদাহরণ** Fridays for Future, Extinction Rebellion):
পরিবেশগত বিভিন্ন পলিসি গ্রহণের জন্য এই আন্দোলন ক্রাউডফান্ডিং, সেলিব্রিটিদের অনুমোদন, আয়নি ওকালতি এবং ডিজিটাল গতিশীলতাকে কাজে লাগিয়েছিল কে কাজে লাগিয়েছিল।

সম্পদের গতিশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা Criticism of Resource Mobilization Theory):

- প্রাক্ষোভিক এবং আদর্শগত উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি: সমালোচকরা বলেন যে এই তত্ত্ব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল বস্তুগত সম্পদের ওপর এবং মানুষের শখ, আত্মপরিচয় এবং প্রাক্ষোভিক বিষয় আসয় কে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। যেগুলো একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।
- অভিজাতদের বেশি গুরুত্ব আরোপ: অনেকে বিশ্বাস করেন যে এই তথ্য অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছিল সমাজের অভিজাত শ্রেণি এবং বাইরের দাতাদের ওপর এবং সেখানে তৃণমূল স্তরকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
- সব রকমের আন্দোলন কে ব্যাখ্যা করতে পারেনি: সম্পদের গতিশীলতা তত্ত্ব সাধারণত বড় সংগঠিত আন্দোলন গুলোকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কিন্তু যে আন্দোলন গুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয় এবং সব সময় যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয় না সেই ধরনের আন্দোলন গুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

উপসংহার (Conclusion):
সম্পদের গতিশীলতা তত্ত্ব গুরুত্ব দেয় ব্যবহারিক কৌশলগত এবং কাঠামোগত সামাজিক আন্দোলন গুলোকে এটা দেখায় যে কোন আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে, সেই আন্দোলনে কেমন পরিমাণে সম্পদ রয়েছে তার নেতৃত্ব কেমন এবং অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে তার কতটা জোট রয়েছে এই তত্ত্ব সামাজিক সমস্যা বা অসাম্য গুলোকে ব্যাখ্যা করেনি। এই তত্ত্বের কিছু সমস্যা থাকলেও কিভাবে একটা আন্দোলনকে চালানো উচিত বা কিভাবে একটা আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে সেটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

১১.৮সারাংশ (Summary):
সম্পদেরসচলতাহলএকটিলক্ষ্যঅর্জনেরজন্যসম্পদঅর্জনএবংব্যবহারেরপ্রক্রিয়া।এটিএকটিউদ্দেশ্যকেসমর্থনকরারজন্যমানুষকেসংগঠিতকরারপ্রক্রিয়াকেওবোঝানোযেতেপারে।সম্পদসংগ্রহকরাহয়তহবিলসংগ্রহেরঅনুষ্ঠান, দানবাক্সআয়োজনকরা,

অথবাদাদাদেরকাছেপ্রস্তাবজমাদেওয়ারমাধ্যমে।সম্পদসংগ্রহেরক্ষেত্রেব্যবসাপরিচালনায়সহায়তাকরারজন্যনতুনকর্মী নিয়োগকরাজড়িতথাকতেপারে।সম্পদসংগ্রহেরক্ষেত্রেবর্তমানকর্মীদেরকর্মক্ষমতাউন্নতকরারজন্যপ্রশিক্ষণেরসুযোগ তৈরিকরাহয়।সম্পদসংগ্রহেরক্ষেত্রেঅন্যান্যসংস্থারসাথেঅংশীদারিত্বতৈরিকরাহয়।সম্পদেরসচলতাএকটিসামাজিকপ দ্ধতিযাসামাজিকআন্দোলনগুলিকেতাদেরলক্ষ্যঅর্জনেসহায়তাকরে।সম্পদসংগ্রহসংস্থাগুলিকেনতুনসম্পদসুরক্ষিতক রতে, বিদ্যমানসম্পদেরআরোভালোব্যবহারকরতেএবংতাদেরসম্ভাবনাসর্বাধিককরতেসাহায্যকরে, সম্পদসংগ্রহসম্প্রদায়েরমধ্যেসচেতনতাবৃদ্ধিএবংএকটিকর্মসূচিরচাহিদাবৃদ্ধিতেএবংসম্প্রদায়েরঅংশগ্রহণজোরদারক রতেসহায়তাকরে।

১১.৯স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

a. সম্পদেরসচলতাসম্পর্কেধারণা দাও।
b. সম্পদেরসচলতাসম্পর্কেসংজ্ঞাদাও।
c. সম্পদেরসচলতারপ্রধানউপাদানগুলিকিকিতাব্যাখ্যাকর।
d. সম্পদসচলতারগুরুত্বআলোচনাকর।
e. সম্পদেরসচলতারজন্যকিকিপদ্ধতিঅবলম্বনকরাদরকারসেগুলিসম্পর্কেআলোচন কর।
f. সামাজিকআন্দোলনেরসম্পদেরগতিশীলতারতত্ত্বব্যাখ্যা কর।
g. সামাজিকআন্দোলনেরসম্পদেরশ্রেণীবিভাগকর।
h. সম্পদেরগতিশীলতাতত্ত্বেরঅসুবিধাগুলোকিকি?

১১.১০তথ্যসূত্র (References):

- Chakraborty, J. C. (2007). *A Handbook of Educational Sociology*. Kolkata: K. Chakraborty Publications.
- Pathak, R.P. (2015). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.
- Rai, B.C. (1988). *Theory of Education—Sociological and Philosophical Bases of Education.* New Delhi: Lucknow: Prakashan Kendra.
- Sharma, Y. K. (2000). *Foundations in Sociology of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
- Talawar, M.S. and Kumar, T.P. (2010). *Philosophical and Sociological Foundations of Education*, New Delhi: Himalaya Publishing House.
- Taneja, V.R. (2003). *Socio-Philosophical Approach to Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.

একক ১২: নতুন সামাজিক আন্দোলন
(New Social Movement)

গঠন (Structure)

১২.১উদ্দেশ্য (Objectives)
১২.২ভূমিকা (Introduction)
১২.৩ নতুন সামাজিক আন্দোলন (New Social Movement)
১২.৪ নতুন সামাজিক আন্দোলনের মূল ভাবনা সমূহ (Key Features of New Social Movement)

১২.৫ নতুন সামাজিক আন্দোলনের উদাহরণ (Examples of New Social Movements)
১২.৬ মূল তাত্ত্বিক এবং তাদের চিন্তা ভাবনা (Main Theorists and Perspectives)
১২.৭ Alain Touraine এর মূল ভাবনা
১২.৮ Touraine এর মতানুসারে নতুন সামাজিক আন্দোলনের উদাহরণ
১২.৯ প্রচলিত সামাজিক আন্দোলন এবং নতুন সামাজিক আন্দোলনের পার্থক্য (Traditional Social Movement vs. New Social Movement)
১২.১০ বর্তমান দিনে প্রাসঙ্গিকতা (Relevance Today)
১২.১১সারাংশ (Summary)
১২.১২স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions)
১২.১৩তথ্যসূত্র (References)

১২.১উদ্দেশ্য (Objectives):

এইএককটিপড়ারপরশিক্ষার্থীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেজানবে -

a. নতুনসামাজিকআন্দোলনকিতাজানবে।
b. নতুনসামাজিকআন্দোলনেরসংজ্ঞাদিতেপারবে।
c. নতুনসামাজিকআন্দোলনেরমূলভাবনাগুলিকিকিতাব্যাখ্যাকরতেপারবে।
d. নতুনসামাজিকআন্দোলনেরউদাহরণদিতেপারবে।
e. নতুনসামাজিকআন্দোলনেরমূলতাত্ত্বিককারাতাচিহ্নিতকরতেপারবে।
f. প্রচলিতসামাজিকআন্দোলনএবংনতুনসামাজিকআন্দোলনেরমধ্যেপার্থক্যকরতেপারবে।
g. বর্তমানদিনেনতুনসামাজিকআন্দোলনেরপ্রাসঙ্গিকতাকিতাব্যাখ্যাকরতেপারবে।

১২.২ভূমিকা (Introduction):

এইএককেআমরাআলোচনাকরবনতুনসামাজিকআন্দোলনবলতেকীবোঝায়,
নতুনসামাজিকআন্দোলনেরমূলবৈশিষ্ট্যবামূলভাবনাগুলিকিকি।নতুনসামাজিকআন্দোলনেরফলেকিকিধরনেরসামাজিকপরিবর্তনঘটানোরচেষ্টাকরাহয়এবংতারস্পষ্টউদাহরণদানেরব্যবস্থাকরাহয়েহবে।নতুনসামাজিকআন্দোলনেরমূলপ্রবক্তাকারা,
নতুনসামাজিকআন্দোলনেরসঙ্গেপ্রচলিতসামাজিকআন্দোলনেরকিপার্থক্যসেগুলিসম্পর্কেআলোচনাকরাহবে।বর্তমানদিনেনতুনসামাজিকআন্দোলনেরভূমিকাকিসেগুলোনিয়েআলোচনাকরাহবে।

১২.৩ নতুন সামাজিক আন্দোলন (New Social Movement):

নতুন সামাজিক আন্দোলন বলতে বোঝায় সেই সামাজিক আন্দোলন কে যা বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল এবং যা গুরুত্ব দেয় দেয় পরিচয় তৈরি, সংস্কৃতি এবং মানবিক অধিকারের উপর বরং অর্থনৈতিক বা শ্রেণী বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে এই আন্দোলন সংঘটিত হয় না। প্রচলিত যে আন্দোলন গুলি (শ্রমিক আন্দোলন) রয়েছে তার উপর এই আন্দোলন গুরুত্ব দেয় না এই আন্দোলন গুরুত্ব দেয় পরিবেশ মূলক আন্দোলন, নারীবাদ, LGBTQ+ প্রভৃতির ওপর।

১২.৪ নতুন সামাজিক আন্দোলনের মূল ভাবনা সমূহ (Key Features of New Social Movement):

১) বস্তুবাদ পরবর্তী লক্ষ্য (Post-Materialist Focus):

নতুন সামাজিক আন্দোলন অর্থনৈতিক সমস্যা বা শ্রেণী সংগ্রামের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় সামাজিক সাংস্কৃতিক যেমন লিঙ্গগত সমতা পরিবেশ রক্ষা এবং মানবিক অধিকার রক্ষা প্রভৃতির ওপর।

২) পরিচয় কেন্দ্রিক আন্দোলন (Identity-Based Movements):

নতুন সামাজিক আন্দোলন মূলত গুরুত্ব দেয় আত্মপ্রকাশ, দলগত পরিচয় তৈরি করা এবং নিজেকে চেনা এই জাতীয় বিষয়ের উপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নারীবাদী আন্দোলন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পরিচয় তৈরি, LGBTQ+দের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৩) বিকেন্দ্রীকরণ এবং তৃণমূল স্তর (Decentralized and Grassroots):

এই আন্দোলন গুলি গুরুত্ব দেয় আনুভূমিক নেতৃত্ব দেন নেটওয়ার্ক এবং তৃণমূল স্তরের অংশগ্রহণের ওপর। কারণ এই আন্দোলন গুলি অনুক্রমিক কাঠামোতে চলে না।

৪) এটি পরিধিতে বিশ্বজনীন (Global in Scope):

অনেক নতুন সামাজিক আন্দোলন জাতীয় স্তর পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করে থাকে যেমন পরিবেশ রক্ষা, বিশ্বায়নের বিরোধিতা করা প্রভৃতি।

৫) সমাজ মাধ্যম এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর ব্যবহার (Use of Media and Digital Activism):

প্রচলিত আন্দোলন গুলি যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের থেকে নির্ধারিত হয় এবং তারা বনধ বা ধর্মঘট এই জাতীয় প্রোগ্রাম গুলির নেয়, তেমনি নতুন সামাজিক আন্দোলন গুলি ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং

অপ্রচলিত কিছু পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিবাদ করে যেমন অনলাইন পিটিশন জমা দেওয়া বিভিন্ন ক্যাম্পেন কে ভাইরাল করা প্রভৃতি।

১২.৫ নতুন সামাজিক আন্দোলনের উদাহরণ (Examples of New Social Movements) :

পরিবেশগত আন্দোলন: Extinction Rebellion, Fridays for Future নারীবাদী আন্দোলন: #Me Too, reproductive rights activism,

LGBTQ+ অধিকারের আন্দোলন: pride pades, marriage equality campaign

নাগরিক অধিকার এবং বর্ণ বিরোধী আন্দোলন: Black lives matter

বিশ্বায়ন বিরোধী এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন: Occupy Wall Street, indegenous rights activism।

১২.৬ মূল তাত্ত্বিক এবং তাদের চিন্তা ভাবনা (Main Theorists and Perspectives):

- Alain Touraine (১৯৮১) নতুন সামাজিক আন্দোলন গুলি গুরুত্ব দেয় পরিচয়, সংস্কৃতি এবং শিল্পায়ন পরবর্তী দ্বন্দ্ব গুলোর উপর। এগুলি অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের উপর নির্ভর করে না।
- Jurgen Habermas - ইনি দেখিয়েছেন "life world struggle" কিভাবে আমলাতন্ত্র এবং বাজারীকরণের প্রভাবের এই ক্রমবর্ধমান অবস্থার বিরোধিতা করে।
- Manuel Castells - এনে দেখিয়েছেন নতুন সামাজিক আন্দোলনে কিভাবে নেটওয়ার্ক এবং ডিজিটাল প্লাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Alain Touraine হলেন একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী উনি নতুন সামাজিক আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন ।তার গবেষণা এটা দেখায় যে কিভাবে সামাজিক আন্দোলন চিরাচরিত শ্রেণী সংগ্রামের আন্দোলনের থেকে আলাদা । কিভাবে এই আন্দোলন
পরিচিতি,সংস্কৃতি এবং সামাজিক দ্বন্দ্বগুলোকে আন্দোলনের রূপ দেয়।

১২.৭ Alain Touraine এর মূল ভাবনা:

১) শিল্প পরবর্তী সমাজ (Post-Industrial Society)

Touraine এটা দেখিয়েছেন যে আধুনিক সমাজ কিভাবে শিল্প ভিত্তিক (উৎপাদন ও শ্রমিক নির্ভর) অর্থনীতি থেকে শিল্প পরবর্তী (তথ্য, সেবা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা) অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্ব একা একাই সৃষ্টি হয় না এবং তা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অসাম্য থেকেই তৈরি হয় না। সাংস্কৃতিক এবং পরিচয়ভিত্তিক সমস্যা থেকেও সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে।

২) পরিচয় এবং সংস্কৃতি (Identity and Culture):

নতুন সামাজিক আন্দোলন গুরুত্ব দেয় পরিচয় তৈরি, আত্মপ্রকাশের সুযোগ এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর। এই আন্দোলন বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক চাহিদার উপর গুরুত্ব দেয় না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লিঙ্গগত সাম্য, পরিবেশ সুরক্ষা, মানবিক অধিকার, এবংLGBTQ+ এদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

৩) সামাজিক স্বায়ত্তশাসন (Social Atonomy):

নতুন সামাজিক আন্দোলন মানুষ এবং ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দেয় । এটি রাষ্ট্র, বাজারীকরণ বা গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায়।

৪) প্রতিকী সংগ্রাম (Symbolic Struggles):

Touraine দেখিয়েছেন নতুন সামাজিক আন্দোলন গুলি এক ধরনের প্রতীকী সংগ্রাম যা সম্পদ বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মত নয় বরং এই সংগ্রাম মানুষের পরিচয় তৈরি করতে সাহায্য করে ।উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নারীবাদী আন্দোলন যেখানে লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যাতে বৈষম্য না হয় সেই উদ্দেশ্যে আন্দোলন সংঘটিত হয়।

৫)বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামো (Decentralized Structures)

প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলন গুলি যেমন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দ্বারা সংঘটিত হয় নতুন সামাজিক আন্দোলন গুলি মূলত আনুভূমিক, বিকেন্দ্রীভূত এবং তৃণমূল স্তরের কাঠামো নিয়ে কাজ করে।

১২.৮ Touraine এর মতানুসারে নতুন সামাজিক আন্দোলনের উদাহরণ

- নারীবাদী আন্দোলন,
- পরিবেশগত আন্দোলন,
- LGBTQ+ অধিকারের আন্দোলন,
- Anti-nuclear campaign,
- আদিবাসী অধিকার আন্দোলন।

Touraine এর দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় যে সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কিভাবে সময়ের সাথে সাথে বদলে গেছে এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিয়ে পরিচয় কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে তার কাজ এইটা বুঝতে সাহায্য করে যে কিভাবে মূল্যবোধ প্রতীক এবং পরিচয় একটি আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। তার তত্ত্ব এটা বোঝায় যে কিভাবে আধুনিক সামাজিক আন্দোলন গুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অসাম্য নয় সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কারণে ও আন্দোলন সংঘটিত হতে পারে।

১২.৯ প্রচলিত সামাজিক আন্দোলন এবং নতুন সামাজিক আন্দোলনের পার্থক্য (Traditional Social Movement vs. New Social Movement):

বৈশিষ্ট্য	প্রচলিত সামাজিক আন্দোলন	প্রচলিত সামাজিক আন্দোলন
ফোকাস	অর্থনৈতিক/শ্রেণি-ভিত্তিকবিষয়(যেমন, শ্রমঅধিকার)	পরিচয়, সংস্কৃতি, মানবাধিকার
নেতৃত্ব	কেন্দ্রীভূত, শ্রেণিবিন্যাস	বিকেন্দ্রীভূত, নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক
কৌশল	স্ট্রাইক, প্রতিবাদ, রাজনৈতিকলবিং	ডিজিটালঅ্যাক্টিভিজম, বিশ্বব্যাপীপ্রচারণা
মূলঅভিনেতা	শ্রমিকশ্রেণী, ইউনিয়ন	মধ্যবিত্ত, ছাত্র, প্রান্তিকগোষ্ঠী
উদাহরণ	শ্রমিকইউনিয়ন, নাগরিকঅধিকারআন্দোলন	LGBTQ+ অধিকার, জলবায়ুসক্রিয়তা

১২.১০ বর্তমান দিনে প্রাসঙ্গিকতা (Relevance Today):

- বর্তমানে সামাজিক আন্দোলন গুলি ডিজিটাল প্লাটফর্মে অধিক সক্রিয়।উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল হওয়া পোস্ট, #Me Too, #Black Lives Matter প্রভৃতি।
- প্রকৃতিতে বিশ্ব বিস্তৃত বর্তমানে বহু নতুন সামাজিক আন্দোলন আছে যেটা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ করে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ।
- সাংস্কৃতিক এবং পরিচয়ভিত্তিক আন্দোলন গুলি বর্তমানে নতুন সামাজিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন সামাজিক আন্দোলন গুলি এটা দেখায় যে কিভাবে অর্থনৈতিক সংঘাত বর্তমানে আন্দোলনের মূল কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করছে না বরং সেই স্থান অধিকার করেছে ন্যায়, পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

১২.১১সারাংশ (Summary)

১৯৮০এরদশকেইউরোপেনিউসোশ্যালমুভমেন্টথিওরিনামেএকতত্ত্বেরআবির্ভাবঘটে, এইতত্ত্বটি১৯৬০এরদশকথেকেপশ্চিমীসমাজেউদ্ভূতঅনেকনতুনআন্দোলনকেব্যাখ্যাকরতেসাহায্যকরে।নতুনসামাজিকআন্দোলনহলএকটিসম্মিলিতপদক্ষেপযাপরিচয়মানবাধিকারএবংসাংস্কৃতিকপরিবর্তনেরউপরদৃষ্টিনিবদ্ধকরে।নতুনসামাজিকআন্দোলনগুলিপ্রায়শইকর্তৃত্ববিরোধীএবংঐতিহ্যবাহীসামাজিকআন্দোলনথেকেআলাদা।নতুনসামাজিকআন্দোলনেররাজনৈতিকবাঅর্থনৈতিকবিষয়গুলিরচেয়েসাংস্কৃতিকওসামাজিকবিষয়গুলিরউপরবেশিমননিবেশকরে।নতুনসামাজিকআন্দোলনগুলিপ্রায়শইএকটিনতুনমধ্যবিত্তশ্রেণীরনেতৃত্বেথাকে।সাধারণতশিল্পঅর্থনীতিরআন্দোলনেরনে

তৃত্বদানকারীনিম্নশ্রেণীরপরিবর্তেএইআন্দোলনেরসাধারণলক্ষ্যবামূল্যবোধেরউপরভিত্তিকরেতৈরিহয়। এগুলিপ্রায়শই জাতি, লিঙ্গ, যৌনতাএবংপরিবেশেরমতবিষয়গুলিকেকেন্দ্রকরেসংগঠিতহয়। উদাহরণহিসেবেবলাযায়রেডিক্যালফেমিনিজমযাদ্বিতীয়তরঙ্গেরনারীবাদএরচেয়েআরও radical ধারণারজন্যচাপসৃষ্টিকরেছিল।

১২.১২স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions)

a. নতুনসামাজিকআন্দোলনকি?
b. নতুনসামাজিকআন্দোলনেরসংজ্ঞা দাও।
c. নতুনসামাজিকআন্দোলনেরমূলভাবনাগুলিকিকি?
d. নতুনসামাজিকআন্দোলনেরউদাহরণদাও।
e. প্রচলিতসামাজিকআন্দোলনএবংনতুনসামাজিকআন্দোলনেরমধ্যেপার্থক্যকি?
f. বর্তমানদিনেনতুনসামাজিকআন্দোলনেরপ্রাসঙ্গিকতাকিতাব্যাখ্যাকর।

১২.১৩তথ্যসূত্র (References)

- Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B. B. Kundu Grandsons.
- Bhatia, K.K. (2008). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kalyan Publishers.
- Bhushan, Vidya & Sachdeva, D. R. (2010). *An Instruction to Sociology.* Agra: Kitab Mahal.
- Hemlata, T. (2014). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.
- Pandey, K.P. (2010). *Perspectives in Social Foundations of Education*, New Delhi: Shipra Publications.
- Rai, B.C. (1988). *Theory of Education—Sociological and Philosophical Bases of Education.* New Delhi: Lucknow: Prakashan Kendra.

একক ১৩: শিক্ষায় সমসুযোগের ধারণা

(Concept of Equality of Educational Opportunities)

গঠন (Structure)

১৩.১উদ্দেশ্য (Objectives)
১৩.২ভূমিকা (Introduction)
১৩.৩সাম্যতাওন্যায্যতারধারণা (Concept of Equality and Equity)
১৩.৪শিক্ষায় সমসুযোগের ধারণা(Concept of Equality of Educational Opportunities)
১৩.৫শিক্ষায় সমসুযোগের গুরুত্ব (Importance of Equalization of Educational Opportunity)
১৩.৬শিক্ষায় অসম সুযোগের কারণ (Causes of Non-equalization of Educational Opportunity)
১৩.৭শিক্ষায় সমসুযোগের পন্থা ও উপায় (Ways and Means of Equalization of Educational Opportunity)
১৩.৮সারাংশ (Summary)

১৩.৯স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):
১৩.১০তথ্যসূত্র (References)

১৩.১উদ্দেশ্য (Objectives):

এই একক পড়ার পর, ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবেন -

- সাম্যতাওন্যায্যতারধারণা (Concept of Equality and Equity),
- শিক্ষায় সমসুযোগের ধারণা(Concept of Equality of Educational Opportunities),
- শিক্ষায় সমসুযোগের সংজ্ঞা (Definition of Equalization of Educational Opportunity),
- শিক্ষায় সমসুযোগের গুরুত্ব(Importance of Equalization of Educational Opportunity),
- শিক্ষায় অসম সুযোগের কারণ(Causes of Non-equalization of Educational Opportunity),
- শিক্ষায় সমসুযোগের পন্থা ও উপায় (Ways and Means of Equalization of Educational Opportunity)

১৩.২ভূমিকা (Introduction):

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে একটি। ভারতীয় সংবিধান স্পষ্ট ভাষায় সামাজিক সাম্যতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ন্যায্যতা (Social Equality, Social Justice and Social Equity) অর্জনের লক্ষ্যে জোর দেয়।সংবিধানের প্রস্তাবনায় "সমাজতান্ত্রিক", "গণতান্ত্রিক" "ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক", "সাম্যতা" শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বোঝা যায় রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে জনগণের সামাজিক কল্যাণে জড়িত থাকবে এবং একটি সমমাত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার (Egalitarian Society) চেষ্টা করবে।ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণানের মতে, গণতন্ত্র শুধুমাত্র এই বিধান দেয় যে সমস্ত মানবজাতির তাদের অসম প্রতিভা বিকাশের জন্য সমান সুযোগ থাকা উচিত।এটা দুর্ভাগ্যজনক যে ভারতে সর্বত্র বৈষম্য বিদ্যমান।জাতিভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, সমাজভিত্তিক, অর্থভিত্তিক বৈষম্য ভারতীয়দের মধ্যে প্রকটভাবে বিদ্যমান। সব ধরনের বৈষম্যতা দূরীকরণের একমাত্র উপায় হলো শিক্ষা।সমাজে সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে শিক্ষায় ন্যায্যতা ও সাম্যতা (Equity and Equality in Education) নিশ্চিত করা খুবই দরকার।ন্যায়সংগত (Equitable) পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। ন্যায্যতা হলো মাধ্যম বা পন্থা আর সাম্যতা হলো তার লক্ষ্য।সামাজিক বা আর্থিক সমতাবিধানের ক্ষেত্রেও শিক্ষায় সমসুযোগ নীতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শিক্ষায় সমসুযোগের অর্থ সকালের জন্য একরকমের শিক্ষা নয়। বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থা বা আর্থিক অবস্থার নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির আগ্রহ, রুচি, সামর্থ্য, প্রবণতা, দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষায় সুযোগ সৃষ্টির নীতিই হলো শিক্ষায় সুমসুযোগ। অর্থাৎ সমাজে যে সকল ব্যক্তিবর্গ শিক্ষাগত, আর্থিকগত বা সামাজিক ভাবে অনগ্রসর, তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা প্রদান করা বা সৃষ্টি করার ব্যবস্থাই হলো শিক্ষায় সমসুযোগ। ইহা এক ধরনের ন্যায়সঙ্গত বা ইতিবাচক পক্ষপাতিত্ব (Equitable or Affirmative Discrimination)। এই এককে

আমরা শিক্ষায় সমসুযোগ নীতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানবো। ন্যায্যতা, সাম্যতা এবং শিক্ষায় এদের নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অবগত হবো।

১৩.৩সাম্যতাওন্যায্যতারধারণা (Concept of Equality and Equity):

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাম্যতা ও ন্যায্যতার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটি সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে।সাম্যতা ও ন্যায্যতাশব্দ দুটির অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।কোনোআয় বা সম্পদের বণ্টনের সাম্যতামূলতনৈর্ব্যক্তিক। একই বন্টনের ন্যায্যতামূলত নৈতিক বিচারের বিষয় এবং তাই মূলত ব্যক্তিবিবেচনাধিন।

D. Corson (2001)এর মতে'সাম্যতা' শব্দটি মূলত সমাজের কোনো অংশের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং কোনো বৈষম্য ছাড়াই সকল ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধারব্যবস্থাকে বোঝায়। 'ন্যায্যতা' ধারণাটি শিক্ষা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাপ্রদানকরার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সাথে যুক্ত এবং ন্যায্যতাব্যক্তিরপরিস্থিতি বিবেচনা করে (The term ‘equality’ basically means the absence of special privileges to any section of the society, and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. The ‘equity’ concept is associated with fairness or justice in the provision of education or other benefits and it takes individual circumstances into consideration)।**World Bank (২০০৬)**র মতে ন্যায্যতাসেই সুযোগগুলির সমান প্রবেশাধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় যা মানুষকে তাদের নিজস্ব পছন্দের জীবন অনুসরণ করতে এবং ফলাফল প্রাপ্তির চরম বঞ্চনা এড়াতে সাহায্যকরে (Equity is considered as “equal access to the opportunities that allow people to pursue a life of their own choosing and to avoid extreme deprivations in outcomes”)।**W. J. Jacob & D. B. Holsinger (2009)**মতে, পদমর্যাদা, অবস্থা, মান বা ডিগ্রির ক্ষেত্রে সমান হওয়ার অবস্থা হলোসাম্যতা। ন্যায্যতাবলতেএকটি প্রদত্ত প্রেক্ষাপটে ভিন্নভাবে অবস্থিত গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যেতাদের মধ্যে সুযোগ এবং সম্পদের অসম বণ্টনের একটি কৌশলগত পদ্ধতিকে বোঝায় (Equality as the state of being equal in terms of quantity, rank, status, value, or degree. Equity refers to a strategic approach to ensure distribution of resources or opportunities, in order to compensate for uneven distribution of opportunities and resources amongst differently situated groups and individuals in a given context)।

উপরে উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করেবলা যায় যে, ন্যায্যতাশব্দটি ন্যায়বিচার ব্যবস্থাকে বোঝায় এবং ন্যায্যতাসর্বদাপ্রত্যেকব্যক্তিরচাহিদাবাপ্রয়োজনীয়তাঅনুযায়ীআচরণকরেবাবিবেচনাকরে।অর্থাৎজনগনের কিধরনেরচাহিদাদরকারসেটাকেনিশ্চিতকরে।সাম্যতাহল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেকের সাথে

তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে অভিন্নভাবে আচরণ করা হয়।ন্যায্যতা হলো একটি মাধ্যম বা উপায় আর সাম্যতা হলো লক্ষ্য।শিক্ষায় ন্যায্যতাবলতে বোঝায় – ব্যক্তির শিক্ষামূলক সম্ভবনাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, পারিবারিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিষয়গুলি বাধা সৃষ্টি না করে তার জন্য কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই অতিরিক্ত পদক্ষেপগুলিকে Equitable Measures বলে। ন্যায্যতামূলত সাম্যতাপ্রতিষ্ঠা বা সমাজে বৈষম্যের মাত্রা কমানোর একটি মাধ্যম।ন্যায্যতাএকটি প্রক্রিয়া যখন সাম্যতা আরসেই প্রক্রিয়ার ফলাফল। এই কারণেই সাম্যতা অর্জনের জন্য ন্যায্যতাপূরণ করা আবশ্যক শর্ত।সামাজিক ন্যায়সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষায় সমসুযোগ ব্যবস্থা (Equality of Educational Opportunities) ও তার যথাযথ প্রয়োগই পারে সামাজিক ন্যায়সঙ্গতি ওসামাজিক ন্যায়বিচারকে (Social Equity and Social Justice) বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে। সামাজিক ন্যায়সঙ্গতি ওসামাজিক ন্যায়বিচারসমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মানব অধিকার,শান্তি, নিরাপত্তা, সাম্যতা এবং স্বাধীনতাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩.৪শিক্ষায় সমসুযোগের ধারণা(Concept of Equality of Educational Opportunities)

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষায় সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দেওয়া একটি আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান ভারতবর্ষে সকল শ্রেণীর মানুষ সমহারে গুণগত শিক্ষা পাচ্ছে না বা শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই ব্যবস্তা গণতন্ত্র আদর্শের বিপরীত। গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তি তার চাহিদা, সামর্থ ও রুচির নিরিখে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পাবে তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারতীয় সংবিধানে সকল নাগরিকের সমসুযোগের অধিকার স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত। এমন কি জাতীয় শিক্ষানীতি বা শিক্ষা-কমিশনগুলি জাতি-ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষায় সমসুযোগের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামাজিক বা আর্থিক সমতাবিধানের ক্ষেত্রেও শিক্ষায় সমসুযোগ নীতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শিক্ষায় সমসুযোগের অর্থ সকলের জন্য একরকমের শিক্ষা নয়। বরং জাতি, ধর্ম, কর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা, ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির আগ্রহ, সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষায় সুযোগ সৃষ্টি করাই হল শিক্ষায় সমসুযোগ। নীচে কতকগুলি সংজ্ঞা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষায়সমসুযোগের ধারণা নেবো -

S. K. Kochhar (1982)এর মতে সুযোগের সাম্যতা বলতে বোঝায়, প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ বা দক্ষতা বিকাশের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করা এবং তার বিকাশের পথে কোনরুপ বাধা দান না করা। শিক্ষায় সমসুযোগের অর্থ হল পশ্চাৎপদ শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী, মহিলারা, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও পিছিয়ে পড়া ব্যক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা (By the concept of equality of opportunity is meant giving equal chance to every citizen for the development of his or her capacity or ability; and nothing should be allowed to obstruct one's path of development...in education, it will mean that special

attention is to be given to the underprivileged, the disadvantaged, the scheduled castes, tribal areas, women and the students from backward classes)।

V.R. Taneja (2003)র মতে বৈষম্য ও অসমতার অনুপস্থিতিই "শিক্ষায় সমসুযোগ" তৈরী করে। সমতার ধারণা এই নয় যে, সকল ব্যক্তিবর্গ মূলত সমান। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তার আভ্যন্তরিণ সামর্থ অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত। কোন ব্যক্তির চূড়ান্ত বিকাশে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না। তার নিজের দিক থেকে যদি কোন অক্ষমতা থাকে সেটা অন্য বিষয় (The absence of discrimination and the absence of inequality constitute "equality of educational opportunity". The concept of equality however, does not assume that all individuals are basically equal. It therefore, desires that each individual should get opportunities according to his innate capabilities. No one should be stopped from "going up the ladder" except if he himself lacks the ability to go up)।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন(1948-49) মন্তব্য করেন যে, সমসুযোগমানে সবার জন্য অভিন্ন সুযোগ নয়। এর অর্থ প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির জন্য শিক্ষার সমান প্রাপ্যতা। আমাদের সিস্টেম অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থিকেশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবে যাতে সে সিস্টেমটি থেকে থেকে লাভবান হতে পারে এবং তার প্রকৃতির সর্বাধিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে। এই ব্যবস্থা অবশ্যই সামর্থ্য এবং আগ্রহের পার্থক্য স্বীকার করবে (Equal opportunity does not mean identical opportunity for all. It means the equal availability of education for every qualified person. Our system must provide for every young person education to the extent that he can profit from it and of a character best designed to assure the maximum development of his nature. It must of course recognize differences of gifts and interests" (Government of India, 1950, p. 43) ।

K. K. Bhatia (1998)এর মতে, প্রতিটি শিশু তার বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা পাওয়ার অধিকার হিসাবে শিক্ষায় সমসুযোগকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ("Equality of Educational opportunities can be stated as the right of each child to receive an education suited to its character and abilities")।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির বিশ্লেষণের নিরিখে, শিক্ষায় সমসুযোগ বলতে বোঝায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি এবং যে কোন সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। সংক্ষেপে শিক্ষায় সমসুযোগ বলতে সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের অতিরিক্ত বিশেষ

সুযোগদানের ব্যবস্থাকে বোঝায়।শিক্ষায় সাম্যতামানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র পার্থক্যের সাম্যতা। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার প্রতিভা বিকাশের জন্য সমান এবং উপযুক্ত সুযোগ পাওয়া এবং তার চাহিদা, যোগ্যতা এবং সক্ষমতাঅনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করা।প্রতিটি শিশু তার প্রকৃতিও সক্ষমতাউপযোগী শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকেশিক্ষায় সমসুযোগবলা যেতে পারে।

১৩.৫শিক্ষায় সমসুযোগের গুরুত্ব (Importance of Equalization of Educational Opportunity):

১) সকল নাগরিকদের জন্য একটি সমমাত্রিক সমাজ (Egalitarian Society) গঠনে শিক্ষায় সমসুযোগ প্রয়োজন।
২) গণতান্ত্রিক নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইহার দরকার।
৩) সামাজিক ও অর্থনৈকি বিকাশে নিশ্চয়তা আনতে এইরূপ সমসুযোগ প্রয়োজন।
৪) সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষায় সমসুযোগের নীতি বিশেষ প্রয়োজন।
৫) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব সম্পদের বিকাশে এই নীতি অত্যাবশ্যক।
৬) শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার এবং অন্যান্য মানব অধিকারগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষায় সমসুযোগ বিশেষ প্রয়োজন।
৭)"বৈষম্যহীন" এবং "শিক্ষার অধিকার" নীতিগুলি শিক্ষায় সমসুযোগধারণাকেদৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।
৮)শিক্ষায় সমসুযোগ নীতি সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে। এই জাতীয় নীতিগুলি প্রবণতা, যোগ্যতা এবং ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার প্রকাশের একটি বিস্তৃত সুযোগ প্রদান করে।

১৩.৬শিক্ষায় অসম সুযোগের কারণ (Causes of Non-equalization of Educational Opportunity):

(১) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব (Absence of National Education System): ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অভাবই শিক্ষায় সমসুযোগ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি কাজ করছে। শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র কেবলমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলেও, রাজ্যগুলি তাদের ব্যক্তিগত নীতিসমূহের দ্বারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। অনেক সময় বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব নীতি দ্বারা শিক্ষা পরিচালিত হয়।

২) লিঙ্গ-বৈষম্য (Gender Disparity): শিক্ষার সবস্তরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মধ্যে অসমতা বা বৈষম্যই ভারতবর্ষে শিক্ষামূলক অসমতা সৃষ্টি করে।আমাদের সমাজে অনেক সময় মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেদের মতো সমগুরুত্ব দেওয়া হয় না। এছাড়া পাঠক্রম মেয়েদের চাহিদা ও সমস্যা

উপযোগি নয়। ফলে পিতামাতা, অভিভাবক ও পাঠক্রম প্রণেতাগণের মধ্যে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব থাকার কারণে মেয়েদের শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৩) দারিদ্র (Poverty): শিশুদের মধ্যে শিক্ষামূলক সুযোগসুবিধার সমতাবিধানের ক্ষেত্রে পিতামাতার আর্থিক অবস্থাও অন্তরায় সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র। ফলে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ মেটাতে পারে না। একই অঞ্চলে বসবাসকারী ধনী পরিবারের সন্তানরা দরিদ্র সন্তানদের থেকে অনেক বেশি সুযোগ পায়।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শিক্ষার মানের পার্থক্য (Differences in the Standards of EducationalInstitutions): বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শিক্ষার মানের পার্থক্যও শিক্ষার সমসুযোগে বাধা সৃষ্টি করে।গ্রামাঞ্চলের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো শহরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় অনেক নিম্নমানের। এছাড়া গ্রামীন এলাকায় শিক্ষক-অধ্যাপকের সংখ্যা ও গুণগতমান সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

(৫) গৃহ-পরিবেশের পার্থক্য (Differences in the Home Environment): শিক্ষায় অসম-সুযোগের আর একটি কারণ হল গৃহ-পরিবেশের তারতম্য। গ্রামের বা শহরের বস্তি এলাকার শিশুর পিতামাতা যদি নিরক্ষর হয় তাহলে তাদের তুলনায় উচ্চবিত্ত ঘরের শিশুরা যাদের পিতা-মাতা উচ্চশিক্ষিত অনেক বেশি ও ভালো শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে।

(৬) অগ্রসর ও অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যতা (Disparity between the Advantaged and the Disadvantaged): অগ্রসর ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষাগত বিকাশের বৈষ্যমতা শিক্ষার অসম-সুযোগের অন্যতম কারণ। যে সকল শিশু অনগ্রসর শ্রেণীর (SC, ST, OBC, PH, etc.) অন্তর্ভুক্ত তাদের শিক্ষামূলক এবং জ্ঞানমূলক বিকাশ অগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্গত শিশুদের তুলনায় অনেক নিম্নমুখী। কারণ মূলত নিরক্ষতা, দারিদ্রতা ও অধিকার বা সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত অসচেতনতা ইত্যাদি।

(৭) আঞ্চলিক অসমতা (Regional Imbalance): ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য, জেলা ও এলাকাগুলির মধ্যে শিক্ষামূলক অসম বিকাশের ফলে শিশুরা শিক্ষায় সমসুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমনকি একই রাজ্যের অন্তর্গত জেলাগুলির মধ্যে শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধা একই রকম নয়।

১৩.৭শিক্ষায় সমসুযোগের পন্থা ও উপায় (Ways and Means of Equalization of Educational Opportunity)

১) বর্তমান ভারতবর্ষে শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এর সার্থক প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। ৬-১৪ বছরের সকল শিশুদেরকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদান খুবই অত্যাবশ্যক।

২) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য, আগ্রহ, প্রবণতা অনুযায়ী পাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ সারাদেশের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালনা করার জন্য একটি মাত্র সংস্থা থাকবে। এছড়া সারা দেশে শিক্ষার মান একই থাকবে।

৪) অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্গত শিক্ষার্থী ও বিশেষভাবে সক্ষম (Differently abled) শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৫) বিভিন্ন কারণে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দূরবর্তী শিক্ষা বা মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৬) বিভিন্ন রাজ্য বা জেলাগুলির অন্তর্গত বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিক্ষা-পরিকাঠামো ও মানের বৈষম্যতা দূর করতে হবে।

৭) প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি Guidance and Counselling Centre প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৮) ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষামূলক ধারা ও জাতীয় মূল্যবোধগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন।

৯)ভারতে শিক্ষায় সমসুযোগনিশ্চিত করার জন্য, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল এবং সংস্কৃতিরভিত্তিতেসমস্ত ধরণের বৈষম্য বিলুপ্ত করা উচিত।

১০)শিক্ষার সর্বস্তরের অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত, সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাম্প্রাদয়ের ছেলেমেয়েদেরকে নানাবিধ স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম নিশ্চিত করা দরকার। শিক্ষার পাঠক্রম শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে প্রস্তুত করতে হবে।

১৩.৮সারাংশ (Summary):

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ।সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সকল ব্যক্তিবর্গ শিক্ষায়, অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিক অবস্থাতে সাম্যতা উপভোগ করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সমাজের একটা বড় অংশ আজও তারা শিক্ষাগত , আর্থ -সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের তুলনায় খুবই অনগ্রসর। তাদের নানাবিধ পশ্চাদ্গামিতার জন্য দেশের সার্বিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। সামাজিক সাম্যতা অর্জনের লক্ষ্যে ওই সকল পশ্চাদগামী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা করতে হবে। তাদের সামর্থ্য, প্রবণতা, দক্ষতা, আগ্রহ এবং পশ্চাদ্গামিতার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।ব্যক্তির বিকাশের অন্তরায়গুলি চিন্নিত করে তার সামর্থ্য, আগ্রহ, প্রবণতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষায় সুযোগসুবিধা প্রদান করার নীতিই হলো শিক্ষায় সমসুযোগ।সকল নাগরিকদের জন্য একটি সমমাত্রিক

সমাজ (Egalitarian Society) গঠনে শিক্ষায় সমসুযোগ প্রয়োজন।জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব সম্পদের বিকাশে এই নীতি অত্যাবশ্যক।এমন কি শিক্ষায় সমসুযোগ নীতি সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে। এই জাতীয় নীতি, ব্যক্তির প্রবণতা, যোগ্যতা এবং ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারঅভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার প্রকাশের একটি বিস্তৃত সুযোগ প্রদান করে।এককটি পাঠ সম্পন্ন করে, এখন আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে প্রস্তুত হবো।

১৩.৯স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র (Self-Assessment Questions):

১)'ন্যায্যতা' এবং 'সাম্যতা' এর অর্থ ব্যাখ্যা করো।
২)শিক্ষায় সমসসুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণগুলো আলোচনা করো।
৩)শিক্ষায় ন্যায্যতাও সাম্যতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৪)শিক্ষায় সমসুযোগেরধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
৫)আমাদের সমাজে শিক্ষায় সমসুযোগেরপ্রধান বাধাগুলি বর্ণনা করো।
৬)ভারতে শিক্ষায় সমসুযোগনিশ্চিত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
৭)শিক্ষায় সমসুযোগের দুটি সংজ্ঞা দাও ।
৮)শিক্ষায় সমসুযোগের গুরুত্ব উল্লেখ করো।

১৩.১০তথ্যসূত্র (References):

10. Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
11. Bhatia, K.K. (2008). *Philosophical and Sociological Foundations of Education*, New Delhi, India: Kalyani Publishers.
12. Bhattacharya, S. (2008). *Sociological Foundation of Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.
13. Bhushan, Vidya & Sachdeva, D.R. (2010). *An Instruction to Sociology.* Agra: Kitab Mahal.
14. Bronfenbrenner, M. (1973). Equality and Equity. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science.* 409 (1): 9 – 23
15. Chandra, S.S. & Sharma, R.K. (2012). *Sociology of Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.
16. Coleman, J. S. (1968). The Concept of Equality of Educational Opportunity', *Harvard Educational Review*, 38(1): 7-22.
17. Corson, D. (2001) Ontario students as a means to a government's ends, Our Schools/Our Selves, 10(4): 55–77.

18. Government of India (1966). *Education and National Development: Report of the Education Commission 1964 - 66*, New Delhi: Ministry of Education, Govt. of India.
19. Jacob, A. (2004). *Education: Sociological Perspective.* Jaipur: Rawat Publications.
20. Jacob, W. J. & Holsinger, D. B. (2009). Inequality in Education: A Critical Analysis, in Holsinger, D.B. & Jacob, W.J. (Eds.), *Inequality in Education: Comparative and International* Perspective, Hong Kong: Springer and the Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong.
21. Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India.* Jaipur: Rawat Publications.
22. Kochhar, S. K. (1982). *Pivotal Issues in Indian Education*, New Delhi, India: Sterling Publishers Private Limited.
23. M.S. Gore, L.P. Desai & Soma Chitnis (1967): *Papers in the Sociologyof Education in India*, New Delhi: NCERT
24. Mondal, A. & Nijairul, I. (Eds.) (2021). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
25. Mondal, A., Bachhar, S. & De, M. M. (2021). *Sociological Foundations of Education* (in Bengali). Kolkata: Aahelli Publishers.
26. Pandey, K.P. (2010). *Perspectives in Social Foundations of Education*, New Delhi, India: Shipra Publications.
27. Rao, C.N. Sankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with anIntroduction*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.
28. Rao, C.N. Shankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought.* New Delhi: S. Chand & Company Ltd.
29. Sharma, Y.K. (2000). *Foundations in Sociology of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
30. Talesra, Hemlata (2014). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kaniskha Publishers, Distributors.
31. Taneja, V.R. (2003). *Socio – Philosophical Approach to Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.

একক – ১৪ : শিক্ষাওবৈষম্য: জাতি , শ্রেণী , উপজাতি, লিঙ্গ, গ্রাম ও শহর (Education and Disparities: Caste, Class, Tribe, Gender, Rural-Urban)

গঠন (Structure)

১৪.১উদ্দেশ্য (Objectives)
১৪.২ভূমিকা (Introduction)

১৪.৩পিছিয়েপড়াজনজাতিসমূহ
১৪.৩.১জাতি (Caste)
১৪.৩.২শ্রেণী (Class)
১৪.৩.৩উপজাতি (Tribe)
১৪.৩.৪লিঙ্গ (Gender)
১৪.৩.৫গ্রামওশহর (Rural and Urban)
১৪.৪অনগ্রসরতারকারণসমূহ (Causes of Backwardness)
১৪.৫বৈষম্যদূরীকরণেসাংবিধানিকধারাসমূহ (Constitutional Safeguards for Removal of Disparities) :
১৪.৬বৈষম্যদূরীকরণে / সমস্যাসমাধানেশিক্ষারভূমিকা (Role of Education in Removal of Disparities):
১৪.৭সারাংশ (Summary)
১৪.৮স্ব-মূল্যায়নপ্রশ্ন (Self-Assessment Questions)
১৪.৯গ্রন্থপঞ্জি (References)

১৪.১উদ্দেশ্য (Objectives)

এইএককপড়ারপর, ছাত্রছাত্রীরানিম্নলিখিতবিষয়গুলিসম্পর্কেঅবগতহবেন –

পিছিয়েপড়াজনজাতিসমূহসম্পর্কেধারণা (Concept of Backward Peoples)
জাতিব্যবস্থাধারণা (The concept of caste system)
জাতিব্যবস্থারবৈশিষ্ট্য (Characteristics of caste system)
শ্রেণিব্যবস্থারধারণা (Concept of class system)
শ্রেণিব্যবস্থারবৈশিষ্ট্য (Characteristics of class system)
উপজাতিরধারণা (The concept of Tribe)
উপজাতিরবৈশিষ্ট্য (Characteristics of Tribes)
লিঙ্গবৈষম্য (Gender discrimination)
গ্রামওশহরেরমধ্যেবৈষম্য (Disparity between rural and urban areas)
সামাজিকবৈষম্যেরসামগ্রিককারণ (Causes of social inequality)
বৈষম্যদূরীকরণেরসংবিধানিকপদক্ষেপ (Constitutional measures to eliminate discrimination)
বৈষম্যদূরীকরণেরশিক্ষারভূমিকা (The role of education in Removal of Disparities)

১৪.২ভূমিকা (Introduction)

মানবসভ্যতারজন্মলগ্নথেকেসমাজেবসবাসকারীব্যক্তিবর্গেরমধ্যেবিভিন্নধরনেরশ্রেণীবিভাজন (Classification) বাস্তরবিন্যাস (Stratification)লক্ষ্যকরাযায়।সামাজিকস্তরবিন্যাসএকটিএমনব্যবস্থা, যাসমাজকেবিভিন্নশ্রেণিবাগোষ্ঠীতেবিভক্তকরে।সমাজতাত্ত্বিকপি. জিসবাট (P. Gisbert) এরমতে, সামাজিকস্তরবিন্যাসএমনএকটিপদ্ধতিযারমাধ্যমেসমাজকেকিছুস্থায়ীশ্রেণিএবংগোষ্ঠীতেভাগকরাযায়, যেখানেপ্রতিটিগোষ্ঠীএবংশ্রেণিরমধ্যেউচ্চতাওঅধীনতারসম্পর্কবিদ্যমান।আবারকিংসলেডেভিস (Kingsley Davis) বলেছেন, সামাজিকস্তরবিন্যাসেরসম্পর্কসেইসবগোষ্ঠীরসঙ্গে, যেগুলিসামাজিকব্যবস্থারবিভিন্নমর্যাদাধারণকরেথাকে।সমাজবিজ্ঞানীমূরে (Wilbert E. Moore) তাঁরবিখ্যাতগ্রন্থ “Functional Theory of Stratification” এস্তরবিন্যাসকেসমাজেরমধ্যে 'উচ্চ' এবং 'নিম্ন' শ্রেণিরবিভাজনহিসেবেবর্ণনাকরেছেন।যেখানেএকশ্রেণীরমানুষযারাসমাজেরসমস্তসুযোগ-সুবিধাভোগকরেএবংঅন্যএকশ্রেণীরমানুষসমাজেরসুযোগ-সুবিধাথেকেবঞ্চিতহয়।বঞ্চিতমানুষরাতাদেরজীবনযাপনেরজন্যপ্রয়োজনীয়প্রাথমিকচাহিদাপূরণকরতেপারেনা।ফলেস্বাভাবিকভাবেতারাসমাজেপিছিয়েপড়ে।সমাজেতুলনামূলকউচ্চ, সুবিধাভোগীমানুষেরতুলনায়পিছিয়েপড়াশ্রেণীরসংখ্যাঅনেকবেশি।

১৪.৩পিছিয়েপড়াজনজাতিসমূহ (Backward Peoples)

কালক্রমেওবংশগতভাবেপিছিয়েপড়াশ্রেণীভুক্তমানুষরাএইঅভিশাপবয়েনিয়েযাচ্ছে।দীর্ঘদিনধরেবঞ্চিত, শোষণ, দারিদ্রতারস্বীকারহয়েআসছেএবংএগুলিতাদেরজীবনযাত্রারঅংশহয়েউঠেছে।সাধারণভাবেএদেরপিছিয়েপড়াগোষ্ঠী (Backword Community)বলাহয়।সামাজিকভাবেবিভিন্নজাতির (Caste), শ্রেণী (Class), উপজাতি (Tribe), লিঙ্গভেদে (Gender), ধর্ম (Religion), ভাষা (Language) গ্রামশহর (Rural-Urban) ভেদেপিছিয়েপড়ামানুষদেরশ্রেণীবিভাজনকরাহয়।আলোচ্যঅধ্যায়েপিছিয়েপড়াদেরশ্রেণীবিভাগ, পিছিয়েপড়ারকারণওএইসমস্যাগুলোসমাধানে শিক্ষার ভূমিকানিয়েআলোচনাকরাহল।

১৪.৩.১জাতি (Caste)

জাতিহলএমনএকটিব্যবস্থাযারদ্বারাসমাজেবসবাসকারীব্যক্তিদেরজন্মস্থান, পেশাগতবাসামাজিকঅবস্থানেরভিত্তিতেবিভিন্নগোষ্ঠীতেবিভক্তকরাহয়।ঐতিহাসিকভাবেপ্রাচীনভারতীয়সমাজেবসবাসকারীব্যক্তিরা 4 টিপ্রধানশ্রেণীতেবিভক্তছিলব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যএবংশুদ্র।এছাড়াদলিতবাঅচ্ছুতগোষ্ঠীওছিল।এদেরমধ্যেশূদ্রওদলিতরাছিলপিছিয়েপড়াজাতি।বর্তমানেএধারণাপরিবর্তনহয়েসামাজিকসুযোগ-সুবিধাওআর্থিকবৈষম্যেরভিত্তিতেজাতিগতবিভাজনকরাহয়।যারমধ্যেসর্বাধিকউল্লেখযোগ্যপিছিয়েপড়াজাতিহলতপশিলিজাতি (SC), তপশিলিউপজাতি (ST), অন্যান্যঅনগ্রসরশ্রেণী (OBC) এবংসাম্প্রতিউল্লেখিতআর্থিকভাবেপিছিয়েপড়াশ্রেণী (Economically Weaker Section)।ভারতবর্ষের

সমগ্র জাতির নিরিখে তপশিলি জাতি (SC) ও তপশিলি উপজাতি (ST) অন্তর্ভুক্ত মানুষের বর্তমান সাক্ষরতার অবস্থা নিম্নের টেবিলে তুলে ধরা হল -

Literacy Rate of All Social Groups, SC and ST Population (1991-2011)									
Year	All Social Groups			Scheduled Caste			Scheduled Tribe		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23.76	37.41	40.65	18.19	29.60
2001	75.26	53.67	64.84	66.64	41.9	54.69	59.17	34.76	47.10
2011	80.89	64.64	72.99	75.17	56.46	66.07	68.53	49.35	58.96
Source: Census of India, Registrar General of India									

অধ্যাপকশ্রীনিবাস (M. N. Srinivas) 'কর্মেরধারণা' ও 'ধর্মেরধারণা'রভিত্তিতেজাতিব্যবস্থারব্যাখ্যাকরেছেন।কর্মেরধারণাঅনুসারেকোনবাড়িতারকর্মফলঅনুসারে কোনএকটিবিশেষজাতিতেজন্মগ্রহণকরেথাকে।অপরদিকেধর্মেরধারণাঅনুসারেকোনব্যক্তিকেকতকগুলিক র্তব্যবিধিবাজাতপাতেরনিয়মাবলীপালনকরতেইহয়।

অধ্যাপককুলি (C. H. Cooley) বলেন, “When a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste” অর্থাৎযখনকোনশ্রেণীসুদৃঢ়ভাবেবংশানুক্রমিকতখনতাকেবলাযেতেপারেজাতি।অধ্যাপকআন্দ্রেবেঁতে (Andre Beteille) বলেন, জাতিহলনির্দিষ্টনামেচিহ্নিতএকক্ষুদ্রাকারজনগোষ্ঠীযারসদস্যগণঅন্তর্বিবাহরীতি, বংশগতসদস্যপদএবংসুনির্দিষ্টজীবনশৈলীঅনুসরণকরেচলে।এইজীবনশৈলীসাধারণতপরম্পরাগতনির্দিষ্টপে শারসঙ্গেযুক্তথাকে, ক্রমোচ্চবিভাজিতব্যবস্থারঅধীনকম-বেশীস্বতন্ত্রধর্মীয়পদমর্যাদারসঙ্গেওতাসংযুক্তথাকে।এরভিত্তিমূলেরয়েছেপবিত্র-অপবিত্রসম্পর্কিতধারণা।অর্থাৎজাতিব্যবস্থাহলএকটিসামাজিককাঠামো, যেখানেজনগণেরমধ্যেশ্রেণীবিভাজনবংশগত, পেশাগতএবংধর্মীয়পদমর্যাদারভিত্তিতেস্থাপিতহয়।এরমধ্যেঅন্তর্বিবাহ, বংশগতসদস্যপদ, এবংপরম্পরাগতজীবনশৈলীগুরুত্বপূর্ণভূমিকাপালনকরে, যাপবিত্র-অপবিত্রসম্পর্কেরধারণায়রূপরেখিত।

জাতিব্যবস্থারবৈশিষ্ট্য (Characteristics of Caste System)

- জাতিব্যবস্থায়মানুষেরভৌগোলিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিকওধর্মীয়বৈশিষ্ট্যপ্রধানভূমিকাপালনকরে।
- এটিএকটিঐতিহাসিকপ্রক্রিয়া, যেখানেমানুষবিভিন্নসময়ওস্থানথেকেএকত্রিতহয়েএকটিজাতিগঠনকরে।
- জাতিব্যবস্থায়ঐক্যএবংপারস্পরিকসম্পর্কেরভিত্তিতৈরিহয়, যাসামাজিকসুসম্পর্কগড়েতোলে।

- এটিসমাজেমানুষেরস্বীকৃতি, মর্যাদাওপরিচয়েরঅনুভূতিপ্রদানকরে।
- জাতিব্যবস্থায়একটিনির্দিষ্টসাংস্কৃতিকঐতিহ্যএবংমূল্যবোধেরপ্রতিফলনঘটে।
- জাতিসচেতনতামানুষেরমধ্যেএকত্রিতহওয়ারঅনুভূতিসৃষ্টিকরেএবংজাতিগতপরিচয়কেদৃঢ়করে।
- সমাজেজাতিব্যবস্থারমাধ্যমেমানুষেরমধ্যেপারস্পরিকশ্রদ্ধাওসহনশীলতাবৃদ্ধিপায়।
- জাতিব্যবস্থারমাধ্যমেজনগণেরমধ্যেবিভিন্নশ্রেণি, জাতি, ধর্মওসংস্কৃতিরপার্থক্যস্বীকারকরাহয়।
- এটিসমাজেএকতাবদ্ধতারএবংঐক্যবদ্ধজীবনেরধারাকেপ্রতিষ্ঠিতকরে।
- জাতিব্যবস্থারমাধ্যমেসমাজেশাসনব্যবস্থাওরাজনৈতিকঐক্যগঠনকরাহয়।
- এটিসমাজেরএকতাবজায়রেখেসাংস্কৃতিকবৈচিত্র্যেরওসম্মানজানায়।
- জাতিব্যবস্থায়মানুষেরমধ্যেজাতিগতগর্বএবংঐতিহাসিকপরিচয়েরস্বীকৃতিমেলে।

১৪.৩.২শ্রেণী (Class)

মানবসমাজেরপ্রতিটিক্ষেত্রেশ্রেণীবিন্যাসলক্ষ্যকরাযায়।অধ্যাপকসরোকিন(Sorokin)তাইশ্রেণিবিভাজনহীন বাস্তরবিন্যাসহীনসমাজকেঅলীককল্পনামাত্রবলেবর্ণনাকরেছেন ("Unstratified Society with real equality of its members is a myth which has never been realised in the history of mankind")।প্রাচীনমানবসমাজে, বিশেষকরেমানুষযখনশিকারসংগ্রহকরতোতখনতুলনামূলকভাবেস্তরবিন্যাসবিষয়টিকমছিল।ক্রমেকৃষিবিপ্ল বেরমাধ্যমেসমাজেনতুনধরনেরসম্পদএবংশক্তিরমাপকাঠিতৈরিহয়।শস্যউৎপাদন, সম্পদসংগ্রহএবংজমিরমালিকানারভিত্তিতেএকশ্রেণীসমাজেউচ্চঅবস্থানেপৌঁছায়, অন্যদিকেকিছুমানুষনিম্নস্তরেপড়েযায়।এভাবেধীরেধীরেক্ষমতার, সম্পদেরএবংমর্যাদারভিত্তিতেসমাজেস্তরেরসৃষ্টিহতেথাকে।

সরোকিনের (Sorokin) মতানুসারেজনগণকেপর্যায়ক্রমেবিভক্তকরাকেসামাজিকস্তরবিন্যাসবলাহয়।অধ্যাপকবটোমোর (Bottomore)-এরমতানুসারে "Social Stratification is the division of society into classes which form a heirarchy of prestige and power." অর্থাৎসামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজকে এমন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যা প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতার উত্তরাধিকার গঠন করে । অধ্যাপকম্যাকাইভারওপেজ (Maclver & Page)-এরমতে, সামাজিকমর্যাদারভিত্তিতেসমাজেরসুনির্দিষ্টপৃথকঅংশইসামাজিকশ্রেণি।

সমাজেবসবাসকারীব্যক্তিবর্গেরঅর্থ-সামাজিক (Socio-economic) অবস্থানেরভিত্তিতেযেবিভাজনকরাহয়তাকেশ্রেণীবলাহয়।এটিমূলতব্যক্তিবর্গেরআয়েরস্তর, অর্থসম্পদ, পেশা, শিক্ষা, সামাজিকঅবস্থানইত্যাদিরভিত্তিতেনির্ধারণকরাহয়।যেমন - উচ্চবিত্তশ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী, নিম্নবিত্তশ্রেণী।এইশ্রেণীগুলিরমধ্যেবিভিন্নসুযোগ-সুবিধাগতভাবেবৈষম্যলক্ষ্যকরাযায়।যেমনউচ্চবিত্তরাঅধিকসুযোগ-সুবিধাভোগকরেওউন্নতজীবনযাপনেরঅধিকারীহয়।সেইতুলনায়মধ্যবিত্তরাবেশকিছুসুযোগ-সুবিধাভোগকরে,

তবেউচ্চবিত্তদেরতুলনায়কমএবংনিম্নবিত্তরাসমস্তরকমেরসুযোগসুবিধাথেকেবঞ্চিতহয়ওআর্থিকভাবেপিছিয়ে থাকে।

শ্রেণীব্যবস্থারবৈশিষ্ট্য (Characteristics of Class System) :

- সামাজিকশ্রেণীব্যবস্থাসমাজেমানুষেরবিভিন্নসামাজিক, অর্থনৈতিকএবংসাংস্কৃতিকঅবস্থাননির্ধারণকরে।
- এটিসাধারণতধনী, মধ্যবিত্ত, এবংদরিদ্রশ্রেণিতেভাগহয়েথাকে।
- শ্রেণীব্যবস্থাসমাজেরসম্পদ, সুযোগ-সুবিধাএবংক্ষমতারবিভাজনপ্রতিফলিতকরে।
- উচ্চশ্রেণীরমানুষদেরঅধিকসুবিধাওক্ষমতাথাকে, যখননিম্নশ্রেণীঅধিকবাধাওসীমাবদ্ধতারসম্মুখীনহয়।
- শ্রেণীব্যবস্থাব্যক্তিরজীবনযাত্রারমান, শিক্ষারসুযোগ, এবংস্বাস্থ্যসেবারউপরপ্রভাবফেলে।
- এটিসমাজেমানুষেরবৈষম্যসৃষ্টিকরে, যেখানেএকশ্রেণীরমানুষেরপ্রাধান্যথাকেঅন্যদেরউপর।
- সামাজিকশ্রেণীব্যবস্থায়ব্যক্তিরশ্রেণীরঅবস্থানতাঁরজন্ম, শিক্ষাএবংপেশারউপরনির্ভরকরে।
- এইব্যবস্থাসমাজেসামাজিকগতিশীলতা, অর্থাৎশ্রেণীপরিবর্তনেরসম্ভাবনাতৈরিকরে।
- শ্রেণীব্যবস্থায়সমাজেভূমিকাএবংদায়িত্বভাগাভাগিকরাহয়, যাসামাজিকআদান-প্রদানগড়েতোলে।
- এটিসাধারণতঐতিহ্যগতএবংসাংস্কৃতিকপার্থক্যেরমাধ্যমেশক্তিশালীহয়েথাকে।
- সমাজেশ্রেণীব্যবস্থারমধ্যেপ্রতিযোগিতাএবংসংঘাতেরসম্ভাবনাথাকে, যাসামাজিকপরিবর্তনএবংউন্নতিরপথেপ্রতিবন্ধকতাসৃষ্টিকরতেপারে।

১৪.৩.৩উপজাতি (Tribe)

উপজাতিবলতেএমনজনগণকেবোঝানোহয়যারাপ্রধানতকৃষিকাজ, বাণিজ্যবাশিল্পথেকেআলাদাএকটিজীবনযাত্রাঅনুসরণকরেএবংতাদেরভাষা, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম, বিশ্বাস, জীবনধারাইত্যাদিরমধ্যেপ্রধানজাতিরতুলনায়ভিন্নতাথাকে।সাধারণত, উপজাতিরাবড়জনগণেরসমষ্টিরবাইরেবিচ্ছিন্নভাবেবাসকরেএবংতাদেরনিজস্বঐতিহ্যওসংস্কৃতিতেসমৃদ্ধ।উপ জাতিরমধ্যেঅনেকসময়নির্দিষ্টভৌগোলিকস্থানবাঅঞ্চলথাকে, যেমনপাহাড়িঅঞ্চলবাঅরণ্যপূর্ণস্থান, যেখানেতারাতাদেরঐতিহ্যবাহীজীবনযাত্রাবজায়রাখে।এইজনগণঅনেকক্ষেত্রেআধুনিকসমাজেরবাইরেথাক তেপারেএবংতাদেরজীবনধারাপ্রাকৃতিকপরিবেশেরওপরনির্ভরশীলথাকে।ভারতেরপ্রধানকয়েকটিউপজাতি হল - গোন্ড, ভীল, সাঁওতাল, খাসি, মুন্ডা, নাগাউপজাতি, টোডাসইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞানী Robert B. Taylor তার 'Cultural ways' (1976) গ্রন্থেবলেছেন, উপজাতিবলতেএমনএকটিজনগোষ্ঠীকেবুঝায়, যারামোটামুটিএকটাঅঞ্চলেসংগঠিতএবংযাদেরমধ্যেরয়েছেসাংস্কৃতিকঐক্যএবংযারসদস্যরামনেকরেযে, তারাএকইসাংস্কৃতিকএককেরঅন্তর্ভুক্ত।লুসিমাইর (Lucy Mair) এরধারণাঅনুযায়ী – "Tribe is an independent political division of a population with a common culture" অর্থাৎউপজাতি হল একটি নির্দিষ্ট সাধারণ সংস্কৃতি সহ জনসংখ্যার একটি স্বাধীন রাজনৈতিক বিভাগ। According to W. J. Perry – 'Tribe is a group of people speaking a common

dialect and inhabiting a common territory’ অর্থাৎউপজাতি হল এমন একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট উপভাষায় কথা বলে এবং যারা দলবদ্ধ ভাবে একটি নির্দিষ্টভৌগোলিকঅঞ্চলে বসবাস করে ।

অর্থাৎ উপজাতিহলএমনএকটিজনসমষ্টি, যারাএকটিনির্দিষ্টভৌগোলিকঅঞ্চলেবাসকরেএবংসাধারণসাংস্কৃতিকঐতিহ্য, উপভাষাওজীবনধারাবজায়রাখে।এইজনগণতাদেরমধ্যেসাংস্কৃতিকঐক্যঅনুভবকরেএবংনিজেদেরকেএকটি স্বাধীনরাজনৈতিকএককহিসেবেপরিচয়দেয়।তাদেরসামাজিককাঠামোসাধারণতঐতিহ্যগতভাবেসংগঠিততথা কেএবংতারাপ্রাকৃতিকপরিবেশেরওপরনির্ভরশীলথাকে।

উপজাতিরবৈশিষ্ট্য (Characteristics of Tribe)

- উপজাতিরসদস্যরাসাধারণতপ্রকৃতিরসঙ্গেসঙ্গতিরেখেনিজেরাজীবিকানির্বাহকরেন।
- তারাসাধারণতবন, নদী, পাহাড়, প্রাকৃতিকসম্পদব্যবহারকরেজীবিকাঅর্জনকরে।
- অধিকাংশউপজাতিরনিজস্বভাষাবাউপভাষারয়েছে, যাতাদেরসাংস্কৃতিকঐতিহ্যকেপ্রতিফলিতকরে।
- উপজাতিরমধ্যেপরিবারবাগোত্রভিত্তিকসমাজব্যবস্থাথাকে, যেখানেসদস্যরাএকেঅপরকেসহায়তাকরে।
- বহুউপজাতিতাদেরনিজস্বধর্মীয়বিশ্বাস, পূজা-পদ্ধতিএবংআচার-অনুষ্ঠানপালনকরে।
- তাদেরশারীরিকবৈশিষ্ট্য, রঙ, গঠনএবংঅন্যান্যনৃতাত্ত্বিকবৈশিষ্ট্যেঅনেকভিন্নতাথাকে।
- তাদেরহাতেতৈরিনিজস্বঐতিহ্যবাহীসামগ্রীথাকে, যাতাদেরসাংস্কৃতিকঐতিহ্যকেপ্রতিফলিতকরে।যেমনকাপড়, মৃৎশিল্প, গহনাইত্যাদি।
- তারাসাধারণতনিজস্বখাদ্যাভাসেরপদ্ধতিঅনুসরণকরে।
- উপজাতিরসদস্যরাএকেঅপরেরপ্রতিঅত্যন্তসহানুভূতিশীলএবংপারস্পরিকসাহায্য-সহযোগিতায়বিশ্বাসী।

১৪.৩.৪লিঙ্গ (Gender)

সমাজেঅনেকক্ষেত্রেইপুরুষকেঅধিকসম্মানএবংঅধিকারদেওয়াহয়, অন্যদিকে, নারীরাগৃহকর্ম, সন্তানলালনপালনএবংপরিবারেরদায়িত্বপালনসহঅনেকক্ষেত্রেসীমাবদ্ধহয়েপড়ে।একইভাবে, শিক্ষারক্ষেত্রেওনারীদেরঅবহেলাকরাহয়এবংঅনেকসমাজেমেয়েদেরশিক্ষারহারপুরুষদেরতুলনায়অনেকক মথাকে।এইধারনাকেসামাজিকভাবেলিঙ্গবৈষম্যবলাহয়।এটিএমনএকটিসামাজিকঅবস্থাকেবোঝায়যেখানেপু রুষওনারীকেতাদেরজন্মগতলিঙ্গেরভিত্তিতেসমমর্যাদা, সমানসুযোগএবংপ্রাপ্যঅধিকারদেওয়ানা।এরমাধ্যমেমূলতপুরুষদেরতুলনায়নারীদেরঅধিকার, সুযোগওসম্পদথেকেবঞ্চিতকরাহয়।

বিশিষ্টসমাজতাত্ত্বিকগিডেন্স (Giddens, 2001) এরধারণাঅনুযায়ী - "Gender inequality refers to the difference in the status, power and prestige enjoyed by women and men in

various contexts" অর্থাৎলিঙ্গবৈষম্যবলতেনারীএবংপুরুষদেরমধ্যেবিভিন্নপ্রেক্ষাপটেযেসবস্ট্যাটাস, ক্ষমতাএবংমর্যাদাভোগকরাহয়, তারমধ্যেপার্থক্যবোঝায়। According to Schaefer (2007), "Gender inequality is the denial of opportunities and equal rights to individuals and groups based on gender that results from the normal operations of a society".

সার্বিকভাবেবলাযায়, লিঙ্গবৈষম্যহলোএমনএকটিসামাজিকঅবস্থা, যেখানেনারীএবংপুরুষদেরমধ্যেবিভিন্নপ্রেক্ষাপটেমর্যাদা, ক্ষমতাওসুযোগেরক্ষেত্রেপার্থক্যকরাহয়।এটিমূলতপুরুষদেরতুলনায়নারীদেরঅধিকার, সুযোগএবংসম্পদথেকেবঞ্চিতকরারফলস্বরূপসৃষ্টিহয়।এরফলেনারীরাতাদেরজন্মগতলিঙ্গেরভিত্তিতেসমানসুযোগওঅধিকারপেতেব্যর্থহয়।২০১১সালেরজনগণনাঅনুযায়ীনারিওপুরুষেরশিক্ষারহারনিম্নেদেওয়াহল –

Literacy Rate in India from 1991 to 2011				
Years	Total Rate (%)	Male	Female	Gap (Male & Female)
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.18	65.46	16.68
Source: Census of India, Registrar General of India				

লিঙ্গবৈষম্যরপ্রকৃতি (Nature of Gender Disparity):

- লিঙ্গবৈষম্যসমাজেপুরুষওনারীদেরমধ্যেবিভিন্নপ্রেক্ষাপটেমর্যাদা, ক্ষমতাওসুযোগেরপার্থক্যসৃষ্টিকরে।
- নারীদেরগৃহকর্ম, সন্তানলালন-পালনএবংপরিবারেরদায়িত্বপালনসহঅনেকক্ষেত্রেসীমাবদ্ধকরাহয়।
- নারীদেরশিক্ষারক্ষেত্রেপুরুষদেরতুলনায়কমসুযোগদেওয়াহয়।
- সমাজেপুরুষদেরতুলনায়নারীদেরকর্মক্ষেত্রেকমসম্মানওঅধিকারদেওয়াহয়।
- নারীদেরচাকরিবাপেশাগতক্ষেত্রেপুরুষদেরতুলনায়কমসুযোগ, বেতনওপদোন্নতিদেওয়াহয়।
- নারীরাঅনেকসময়নিজেদেরমাতৃত্বেরকারণেকর্মজীবনেবাধাগ্রস্তহয়, যালিঙ্গবৈষম্যেরএকটিপ্রকাশ।
- বিভিন্নসাংস্কৃতিক, ধর্মীয়এবংসামাজিকরীতিনীতিনারীদেরসমাজেরবাইরেরাখারক্ষেত্রেভূমিকাপালনকরে।
- রাজনৈতিকক্ষেত্রেনারীপ্রতিনিধিত্বঅত্যন্তকমথাকে, যালিঙ্গবৈষম্যকেপ্রতিফলিতকরে।

১৪.৩.৫গ্রামওশহর (Rural and Urban)

সুযোগ-সুবিধারভিত্তিতেগ্রামওশহরেরমধ্যেএকটিবৈষম্যতৈরিহয়।শহুরেপরিবেশেজনসংখ্যাঅধিকহওয়ারকারণেমানু

যেরনিত্যপ্রয়োজনীয়সমস্তসুযোগসুবিধাসহজলভ্যথাকে, বিভিন্নকারণেগ্রামেবসবাসকারীব্যক্তিবর্গএইসুযোগ-সুবিধাথেকেবঞ্চিতথাকে।অনুরূপভাবেগ্রামওশহরেরমধ্যেশিক্ষাগতবৈষম্যপ্রকটএবংএটিসামাজিকন্যায়েরঅন্তরায়হয়েদাঁড়ায়।শহরেশিক্ষারঅধিকসুযোগথাকলেও, গ্রামেএইসুযোগেরঅভাবথাকে, যাসামগ্রিকশিক্ষাগতউন্নয়নএবংসামাজিকঅগ্রগতিরজন্যক্ষতিকর।সমাজতাত্ত্বিকরাএটিসামাজিককাঠামোরএকটিঅংশহিসেবেদেখেনএবংএরসমাধানেশিক্ষায়সমতা, ন্যায্যতাএবংসুযোগেরবৈষম্যদূরকরারপক্ষে।কার্লমার্কস (Karl Marx) শিক্ষাকেশ্রেণিসংগ্রামেরএকটিঅংশহিসেবেদেখেছিলেন।তিনিমনেকরতেনযে, শিক্ষারমাধ্যমেশাসকশ্রেণীতাদেরনিজস্বআদর্শএবংসংস্কৃতিপ্রতিষ্ঠিতকরে।শহরেরউন্নতশিক্ষায়শিক্ষার্থীরাশহরেরশ্রেণিগতমানসিকতাশিখেবেড়েওঠে, যেখানেগ্রামঅঞ্চলেশিক্ষারপ্রসারকিছুটাসীমাবদ্ধথাকেএবংধনী-দরিদ্রেরমধ্যেবৈষম্যআরওপ্রকটহয়।২০০১এবং২০১১এরজনগণনাঅনুযায়ীভারতবর্ষেরমোটজনসংখ্যারকতশতাংশগ্রামেওশহরেবাসকরেতানিম্নেউল্লেখকরাহল –

Distribution of Population in Rural & Urban		
Population	2001	2011
Rural	72.20	68.84
Urban	27.80	31.16
Source: Census of India, Registrar General of India		

গ্রামেওশহরেবসবাসেরনিরিখেমোটজনসংখ্যারশিক্ষিতেরহারনিম্নেউল্লেখকরাহলো -

Distribution of Population in Rural & Urban		
Population	2001	2011
Rural	72.20	68.84
Urban	27.80	31.16
Source: Census of India, Registrar General of India		

১৪.৪সামাজিকবৈষম্যেরসামগ্রিককারণ (Causes of Social Disparities)

(১) **ভৌগলিকঅবস্থানগতসমস্যা**(Geographical Location Issues): দুর্গমবাবিচ্ছিন্নঅঞ্চলেবসবাসকারীপিছিয়েপড়াজাতিবাশ্রেণিরমানুষদেরশিক্ষাওস্বাস্থ্যসেবাপাওয়ারসুযোগকমথাকে।তাদেরজন্যদূরবর্তীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেযাওয়ারসমস্যা, সঠিকপরিবহনব্যবস্থানাথাকা, এবংসাধারণঅবকাঠামোরঅভাবপ্রধানপ্রতিবন্ধকতাসৃষ্টিকরে।

(২) **বিভিন্নধরনেরকুসংস্কার**(Different types of Superstitions): জাতিবাশ্রেণীভেদেকুসংস্কারমানুষেরমধ্যেবৈষম্যওশত্রুতাসৃষ্টিকরে,

যাতাদেরসামাজিকওঅর্থনৈতিকঅগ্রগতিরোধকরে।পিছিয়েপড়াজনগণকেঅশিক্ষিতবাঅযোগ্যহিসেবেদেখাহয়, যাতাদেরপ্রতিঅবহেলাএবংসুযোগথেকেবঞ্চিতহওয়ারকারণ।

(৩) **আর্থিকভাবেপিছিয়েথাকা**(Being Financially Backward): অর্থনৈতিকভাবেপিছিয়েথাকামানুষদেরকাছেমৌলিকশিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানওনিরাপত্তারসুযোগসীমিতথাকে।এরফলেতারাঅর্থনৈতিকভাবেসংকটময়অবস্থায়আটকেথাকেএবং উন্নতিরজন্যপ্রয়োজনীয়উৎসাহএবংসুযোগসুবিধাপায়না।

(৪) **নিচশ্রেণীহিসেবেদেখা**(Seen as Lower Class):পিছিয়েপড়াজাতিবাশ্রেণিরমানুষদেরসমাজেরনিচুশ্রেণীহিসেবেদেখাহয়, যাতাদেরমানসিকতাএবংসামাজিকমর্যাদাকমিয়েদেয়।এইসামাজিকবৈষম্যতাদেরক্ষমতাওআত্মবিশ্বাসকেক্ষুণ্ণ করে, যারফলেতারানিজেকেসমাজেউন্নীতকরতেপারেনা।

(৫) **সামাজিকওপারিবারিকসচেতনতারঅভাব**(Lack of Social and Family Awareness): অনেকপিছিয়েপড়াজাতিবাশ্রেণিরমানুষেরমধ্যেপরিবারএবংসমাজেরসচেতনতাকম, যাতাদেরজন্যশিক্ষাবাস্বাস্থ্যসেবায়প্রয়োজনীয়পদক্ষেপগ্রহণেবাধাসৃষ্টিকরে।এরফলেতারাভবিষ্যতসম্পর্কিতপরিকল্পনাকরতেঅক্ষমথাকেএবংএকেঅপরকেসাহায্যকরতেপারেনা।

(৬) **সীমিতকাজেরসুযোগ**(Limited Job Opportunities): পিছিয়েপড়াজাতিবাশ্রেণিরমানুষেরকাছেকাজেরসুযোগকমএবংতারাসাধারণতকমবেতনযুক্তঅথবাঅস্থায়ীচাকরিতেনিযুক্তথাকে।কাজেরসুযোগেরঅভাবেতাদেরআয়েরউৎসসংকুচিতথাকে, যাতাদেরজীবনেরমানউন্নতকরতেবাধাসৃষ্টিকরে।

(৭) **ধর্মীয়ওসাংস্কৃতিকবাধা**(Religious and Cultural Barriers): ধর্মীয়বাসাংস্কৃতিকবিশ্বাসঅনেকসময়পিছিয়েপড়াজাতিবাশ্রেণিরশিক্ষাএবংসামাজিকঅগ্রগতিরপথেবাধাহয়েদাঁড়ায়।ধর্মীয়নিষেধাজ্ঞাবাসাংস্কৃতিকঅনুশাসনতাদেরজীবনধারাএবংকাজেরক্ষেত্রেসীমাবদ্ধতাসৃষ্টিকরে।

(৮) **শিক্ষারঅভাব**(Lack of Education): পিছিয়েপড়াজাতিবাশ্রেণিরমানুষদেরমধ্যেশিক্ষাগ্রহণেরপ্রবণতাকমথাকে, যাতাদেরউন্নতিরপথেবড়প্রতিবন্ধকতা।শিক্ষারঅভাবেতারাউন্নতজীবনযাত্রাঅর্জনকরতেপারেনাএবংতাদেউন্নয়নসম্ভাবনাসীমিতহয়েপড়ে।

১৪.৫বৈষম্যদূরীকরণেরসংবিধানিকপদক্ষেপ (Constitutional Safeguards for Removal of Disparities)

- 14 **নংধারা**অনুযায়ীআইনেরচোখেসকলেরসমানএবংআইনেসকলেরসমানভাবেসুরক্ষাপ্রদানকরাহবে।

- 15 **নংধারা**অনুযায়ীরাষ্ট্রধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থানভেদেবাতাদেরকোনএকটিরভিত্তিতেকোননাগরিকেরপ্রতিবৈষম্যমূলকআচরণকরতেপারবেনা।
- 16 **নংধারায়**বলাহয়: সরকারিচাকরিবানিয়োগসংক্রান্তব্যাপারেরাষ্ট্রকোনপ্রকারবৈষম্যকরতেপারবেনা।
- 17 **নংধারা**অনুযায়ীযেকোনোশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেঅস্পৃশ্যতারকোনস্থানথাকবেনা।
- 29 **নংধারায়:** সরকারকর্তৃকপরিচালিতবাসরকারিসাহায্যপ্রাপ্তকোনশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেপ্রবেশঅধিকারেরক্ষেত্রেকাউকেবঞ্চিতকরাযাবেনা।
- 30 (1) **নংধারায়**বলাহয়: ভারতীয়ভূখণ্ডেবসবাসকরিপ্রতিটিনাগরিকেরনিজস্বভাষালিপিওসংস্কৃতিসংরক্ষণেরঅধিকারথাকবে।
- 30 (2) **নংধারায়**বলাহয়: ধর্মীয়বাভাষাগতসহসমস্তধরনেরসংখ্যালঘুরানিজেদেরপছন্দমতোশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানস্থাপনপরিচালনাকরতেপারবে।
- 45 **নংধারায়**বলাহয়যে, সংবিধানকার্যকরীহওয়ার১০বছরেরমধ্যে১৪বছরবয়সপর্যন্তসকলছেলেমেয়েদেরজন্যঅবৈতনিকওবাধ্যতামূলকশিক্ষাদিতেরাষ্ট্রবদ্ধপরিকর।
- 46 **নংধারা**অনুযায়ীআর্থিকওশিক্ষাগতদিকথেকেপিছিয়েপড়াশ্রেণীদেরবিশেষততপশিলিজাতিওতপশিলিউপজাতিভুক্তদেরউন্নয়নওরক্ষণাবেক্ষণকরাহবে।
- 350 (A) **নংধারা**অনুযায়ীভারতেরভাষাগতসংখ্যালঘুদেরজন্যপ্রাথমিকস্তরেমাতৃভাষায়শিক্ষাদানেরব্যবস্থাকরারকথাবলাহয়।
- 350 (B) **নংধারায়**ভাষাগতসংখ্যালঘুদেরজন্যবিশেষসুযোগ-সুবিধাপ্রদানেরকথাবলাহয়।
- 275 **নংধারায়**তপশিলিউপজাতিদের (ST) জন্যআর্থিকসহায়তাদানেরকথাবলাহয়।
- 338 **নংধারায়**তপশিলিজাতি (SC) ওউপজাতিদের (ST) জন্যজাতীয়কমিশনগঠনেরকথাবলাহয়।
- 340 **নংধারায়**সামাজিকওশিক্ষাগতদিকথেকেঅনুন্নতশ্রেণীদেরচিহ্নিতকরণেরজন্যরাজ্যকেবিশেষকমিশননিযুক্তকরারক্ষমতাদেওয়াহয়।

১৪.৬বৈষম্যদূরীকরণেরশিক্ষারভূমিকা (Role of Education in Removal of Discrimination)

(১) **শিক্ষারসুযোগবৃদ্ধি** (Increase Educational Opportunities): পিছিয়েপড়াজাতিওশ্রেণিরজন্যশিক্ষারসুযোগসৃষ্টিকরাঅত্যন্তজরুরি।সরকারওএনজিওগুলিতাদেরজন্যবিশেষশিক্ষাকর্মসূচি,

বৃত্তিএবংস্কুলেভর্তিকরানোরউদ্যোগনিতেপারে।এতেতারাআরওবেশিশিক্ষাঅর্জনকরতেসক্ষমহবে, যাতাদেরজীবনমানউন্নতকরতেসাহায্যকরবে।

(২) **অর্থনৈতিকসহায়তাওকর্মসংস্থানেরসুযোগ** (Economic Assistance and Employment Opportunities): পিছিয়েপড়াজাতিওশ্রেণিরজন্যস্বল্পসুদেঋণ, সরকারিবৃত্তিএবংকাজেরসুযোগসৃষ্টিকরাপ্রয়োজন।বিভিন্নসরকারিপ্রকল্পেতাদেরঅংশগ্রহণবাড়ানোএবংদক্ষতাউন্নয়নপ্রশিক্ষণপ্রদানতাদেরআর্থিকভাবেস্বাবলম্বীহতেসাহায্যকরবে।

(৩) **সামাজিকসচেতনতাবৃদ্ধি** (Increasing Social Awareness): সমাজেপিছিয়েপড়াজাতিওশ্রেণিরপ্রতিবৈষম্যদূরকরতেসামাজিকসচেতনতাবৃদ্ধিকরাপ্রয়োজন।জনসচেতনতাক্যাম্পেইন, সামাজিকমিডিয়াএবংসম্প্রদায়ভিত্তিকআলোচনারমাধ্যমেতাদেরসামাজিকমর্যাদাউন্নতকরাসম্ভব।

(৪) **কুসংস্কারওজাতিভেদপ্রথাদূরীকরণ** (Elimination of Prejudice and Caste Discrimination): কুসংস্কারএবংজাতিভিত্তিকবৈষম্যদূরকরতেসামাজিকওসাংস্কৃতিকআন্দোলনগড়েতোলাদরকার।জনগণেরমধ্যেজাতিবিদ্বেষ, ধর্মীয়বৈষম্যওকুসংস্কারসম্পর্কেসচেতনতাসৃষ্টিকরতেহবে, যাতেএসবসামাজিকবাধাঅতিক্রমকরাযায়।

(৫) **উন্নতস্বাস্থ্যসেবাপ্রদান** (Providing Better Health Care): পিছিয়েপড়াজাতিওশ্রেণিরমানুষেরজন্যস্বাস্থ্যসেবানিশ্চিতকরাগুরুত্বপূর্ণ।বিশেষকরেগ্রামীণওদুর্দশাগ্রস্তএলাকাগুলোতেস্বাস্থ্যকেন্দ্রএবংচিকিৎসাব্যবস্থাগড়েতোলাপ্রয়োজন, যাতেতারাসুস্থথেকেশিক্ষাএবংকাজেরসুযোগনিতেপারে।

(৬) **নিরাপত্তাএবংআইনগতসহায়তা** (Security and Legal Assistance): পিছিয়েপড়াজাতিওশ্রেণিরমানুষদেরসামাজিকনিরাপত্তাওআইনগতসহায়তাপ্রদানকরাঅত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ।তাঁদেরনিরাপত্তানিশ্চিতকরারজন্যআইনগতসুরক্ষাএবংযৌননিপীড়ন, শোষণবাবৈষম্যথেকেরক্ষাকরতেব্যবস্থাগ্রহণকরতেহবে।

(৭) **পারিবারিকশিক্ষাওসচেতনতা** (Family Education and Awareness): পারিবারিকস্তরেসচেতনতাবৃদ্ধিকরারমাধ্যমেপিছিয়েপড়াজাতিওশ্রেণিরমধ্যেশিক্ষা, স্বাস্থ্যএবংসামাজিকমূল্যবোধসম্পর্কেইতিবাচকপরিবর্তনআনাসম্ভব।পরিবারকেসচেতনকরেতাদেরসন্তানদেরশিক্ষায়মনোযোগীকরতেহবে।

(৮) সাংস্কৃতিকসহযোগিতা (Cultural Cooperation): বিভিন্নসাংস্কৃতিকপ্রোগ্রামএবংউদ্যোগেরমাধ্যমেপিছিয়েপড়াজাতিওশ্রেণিরমানুষদেরসাংস্কৃতিকঅভিব্যক্তিওসৃজনশীলতারসুযোগদেওয়াউচিত।তাদেরসংস্কৃতিওঐতিহ্যকেসম্মানজানিয়েসমাজেরমূলধারারসঙ্গেসংযুক্তকরতেহবে।

(৯) দরিদ্রতানির্মূলেরজন্যকার্যকরপদক্ষেপ (Effective Measures to Eradicate Poverty): দরিদ্রতানির্মূলেরজন্যগরিবদেরসহায়তাকরাপ্রয়োজন, যাতেতারানিজেরপায়েদাঁড়াতেপারে।বিশেষকরেপিছিয়েপড়াজনগণেরজন্যউন্নয়নমূলকপ্রকল্পএবংসরকারীউদ্যোগেঅংশগ্রহণেরসুযোগপ্রদানদরকার।

(১০) বৈষম্যদূরীকরণেরজন্যনীতিগতউদ্যোগ (Policy Initiatives to Eliminate Discrimination): সরকারএবংসমাজেবৈষম্যদূরীকরণেরজন্যনীতিগতউদ্যোগগ্রহণকরতেহবে।জাতি, শ্রেণী, ধর্মবালিঙ্গভেদেবৈষম্যরোধেকার্যকরআইনএবংনিয়মাবলীচালুকরতেহবে, যাতেসমানঅধিকারনিশ্চিতকরাযায়।

১৪.৭সারাংশ (Summary)

সামাজিকবৈষম্যপ্রতিটিসমাজেরস্থায়ীঅংশহিসাবেপ্রথমথেকেবিরাজমান।এইধারণাসমাজেরমধ্যেবিভিন্নশ্রেণীবাগোষ্ঠীরবিভাজনকেনির্দেশকরে, যেখানেউচ্চতাএবংঅধীনতারসম্পর্কবিদ্যমান।এইবিভাজনবিভিন্নকারণেহয়েথাকে, যেমনজাতি, শ্রেণী, উপজাতি, লিঙ্গ, ধর্মএবংগ্রাম-শহরভিত্তিকবৈষম্য।জাতিগতবিভাজনসাধারণতজন্মস্থান, পেশাগতবাসামাজিকঅবস্থানেরওপরনির্ভরকরে, যেখানেতপশিলিজাতি (SC), তপশিলিউপজাতি (ST), অন্যান্যঅনগ্রসরশ্রেণী (OBC) এবংআর্থিকভাবেপিছিয়েপড়াশ্রেণী (EWS) অন্যতম।শ্রেণীবিভাজনসমাজেসম্পদ, ক্ষমতাএবংমর্যাদারভিত্তিতেসৃষ্টিহয়, যাপুরনোসমাজেকৃষিবিপ্লবেরপরআরওতীব্রহয়েওঠে।উপজাতিগোষ্ঠীসাধারণতঅন্যজনগণেরথেকেআলাদাজীবনযাপনকরেএবংতাদেরনিজস্বসংস্কৃতি, ধর্মওআচার-অনুষ্ঠানঅনুসরণকরে।লিঙ্গবৈষম্যওসমাজেপ্রকট, যেখানেপুরুষদেরতুলনায়নারীদেরঅধিকারএবংসুযোগকমথাকে।গ্রামএবংশহরেরমধ্যেসামাজিকবৈষম্যশিক্ষা, স্বাস্থ্যওঅন্যান্যসুবিধায়স্পষ্টহয়েওঠে, যেখানেশহরেসুযোগ-সুবিধাবেশিথাকে।এইবৈষম্যগুলিসামাজিককাঠামোরঅংশএবংএরসমাধানেশিক্ষারভূমিকাঅপরিহার্য।সামাজিকবৈষম্যদূরীকরণেরজন্যসংবিধানিকওশিক্ষাগতপদক্ষেপগ্রহণঅত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ।

১৪.৮স্ব-মূল্যায়নপ্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১) সমাজেজাতিব্যবস্থাবলতেকীবোঝ ?

২) সামাজিকবৈষম্যেরধারণাদাও।

৩) শ্রেণীরব্যবস্থারধারণাব্যাখ্যাকরো।এরবৈশিষ্ট্যগুলিলেখ।

৪) উপজাতিকাদেরবলাহয় ? উপজাতিরবৈশিষ্ট্যগুলিলেখ।

৫) লিঙ্গবৈষম্যেরধারণাটিলেখ।

৬) সামাজিকবৈষম্যেরকারণগুলিআলোচনাকরো।

৭) বৈষম্যদূরীকরণেভারতীয়সংবিধানেরসাংবিধানিকপদক্ষেপগুলিলেখ।

8) সামাজিকবৈষম্যদূরীকরণেশিক্ষারগুরুত্বআলোচনাকরো।

১৪.৯গ্রন্থপঞ্জি (References)

1) Banerjee, A. (2010). Fundamentals of Educational Sociology. Kolkata: B.B. Kundu Grandsons.
2) Bhushan, V. & Sachdeva, D. R. (2012). *Fundamentals of Sociology*. New Delhi: Pearson
3) Bhushan, v. & Sachdeva, D. R. (2019). *An Introduction to Sociology*. New Delhi: Kitab Mahal.
4) Chakraborty, S. (2020). *Shikhar samaj baigyanik bitti*. Kolkata: Shobha Publications.
5) Ganguly, R., & Moinuddin, S. A. H. (2008). *Samakaleen Bhartiya Samaj*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
6) Ganguly, R., & Moinuddin, S. A. H. (2013). *Samakalin samajtattva*. Kolkata: Reena Books.
7) Gisbert, P. (2016). *Fundamentals of Sociology*. New Delhi: Orient Blackswan Private Limited.
8) Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India*. Jaipur: Rawat Publications.
9) Mandal, A., Bachar, S., & Mitra Dey, M. (2022). *Sikshar samajtattik vitti*. Kolkata: Aaheli Publishers.
10) Pandey, K.P. (2010). Perspectives in Social Foundations of Education, New Delhi: Shipra Publications.
11) Rao, C.N. Sankar (2007). *Sociology – Principles of Sociology with anIntroduction*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

একক – ১৫: শিক্ষাওসামাজিক গতিশীলতা

(Education and Social Mobility)

গঠন (Structure)

১৫১.উদ্দেশ্য (Objectives)
১৫২.ভূমিকা (Introduction)
১৫৩.সামাজিকগতিশীলতাবাসচলতারধারণা(Concept of Social Mobility)
১৫৪.সামাজিকগতিশীলতাবাসচলতারপ্রকারভেদ(Types of Social Mobility)
১৫.৫সামাজিকগতিশীলতারকারণসমূহ(Causes of Social Mobility)
১৫.৬সামাজিকগতিশীলতারউপাদানসমূহ(Factors of Social Mobility)
১৫.৭ সামাজিকগতিশীলতারবাধাসমূহ(Obstacles of Social Mobility):
১৫.৮ সামাজিকগতিশীলতায়শিক্ষারভূমিকা(Role of Education in Social Mobility)
১৫.৯সারসংক্ষেপ (Summary):
১৫.১০স্ব-মূল্যায়নপ্রশ্নাবলী(Self-Assessment Questions)
১৫.১১তথ্যসূত্র(References)

১৫.১উদ্দেশ্য(Objectives)

এইপাঠঅধ্যয়নশেষেশিক্ষার্থীরাযেসমস্তবিষয়শিখতেসমর্থহবে -

- সামাজিকগতিশীলতারধারণালাভকরতেপারবেন।
- সামাজিকগতিশীলতারশ্রেণীবিভাগসম্পর্কেআলোচনাকরতেপারবেন।
- সামাজিকগতিশীলতারকারণসমূহসম্পর্কেবর্ণনাকরতেপারবেন।
- সামাজিকগতিশীলতারউপাদানসমূহসম্পর্কেব্যাখ্যাকরতেপারবেন।
- সামাজিকগতিশীলতায়শিক্ষারভূমিকাসম্পর্কেআলোচনাকরতেপারবেন।

১৫.২ভূমিকা(Introduction):

মানুষসমাজবদ্ধজীব।সমাজেইব্যক্তিরঅস্তিত্বসংরক্ষিতওপ্রতিষ্ঠিতহয়।প্রতিটিসমাজপ্রতিমুহূর্তেপরিবর্তনশীল তথাগতিশীল।এইপরিবর্তনশীলতারজন্যসমাজেআধুনিকরূপেরউত্তরণহয়েছে।প্রতিটিসমাজেদেখাযায়শ্রেনি বিন্যাস।সামাজিকিকরনেরমাধ্যমেব্যক্তিকেসমাজেরযোগ্যনাগরিকহিসেবেগড়েতুলতেগিয়েব্যক্তিরএকশ্রেণি থেকেঅন্যশ্রেণিতেউত্তরণবাঅবনমনদেখাযায়।সমাজতত্ত্বেরআলোচনায়এটিসামাজিকসচলতাবাগতিশীলতা হিসেবেঅত্যন্তগুরুত্বপূর্নবিষয়।সামাজিকস্তরবিন্যাসব্যবস্থারঅন্যতমঅবিচ্ছেদ্যঅংশহলসামাজিকগতিশীলতা ।সামাজিকগতিশীলতাব্যক্তিবাকোনোবস্তুরযেকোনোধরনেরপরিবর্তনবাএকটিমানযামানুষেরকার্যকলাপেরদ্বা

রাসৃষ্টএকঅবস্থানথেকেঅন্যঅবস্থানেতৈরিবাপরিবর্তিতহয়েছেবলেবোঝাযেতেপারে।সুতরাংএটাবলাযেতেপারেযেসামাজিকগতিশীলতাএকটিগুরুত্বপূর্ণধারণাযাসোপানবাশ্রেণিবিন্যাসবরাবরনির্দিষ্টগোষ্ঠীবাব্যক্তিদেরস্থানান্তরবাপরিবর্তনবোঝারজন্য।

১৫.৩সামাজিকগতিশীলতাবাসচলতারধারণা(Concept of Social Mobility):

সামাজিকগতিশীলতাকেপরমএবংআপেক্ষিকশব্দহিসাবেবিবেচনাকরাহয়।আক্ষরিকঅর্থে 'Mobility' বাসচলতাবাগতিশীলতাহল 'স্থানপরিবর্তন' (Shift or change of place)।এইধরনেরপরিবর্তনপেশা, বাবৃত্তি (Occupation), মর্যাদা (Rank), স্থান (Place), অবস্থান (Status) প্রভৃতিক্ষেত্রেসংগঠিতহয়।সামাজিকগতিশীলতাবাসচলতাবলতেব্যক্তিরএকসামাজিকঅবস্থানথেকেঅন্যসামাজিকঅবস্থানেপরিবর্তনকেবোঝায়।অর্থাৎসামাজিকসচলতাব্যক্তিরপদমর্যাদাপরিবর্তনহয়েথাকে।এইপরিবর্তনবাস্থানান্তরটিহয়উচ্চতর, নিম্নতর, আন্তঃ-প্রজন্মগত, বাঅন্তঃ-প্রজন্মগতহতেপারেএবংএইপরিবর্তনটিভালবাখারাপউভয়ইহতেপারে।সামাজিকঅবস্থানেরপরিবর্তনেরসাথেসাধারণতজীবনেরসম্ভাবনাএবংজীবনশৈলীতেউল্লেখযোগ্যপরিবর্তনজড়িত।রাশিয়ানবংশোদ্ভূতআমেরিকানসমাজবিজ্ঞানীপিটিরিমএ. সরোকিনতাঁর 'সামাজিকএবংসাংস্কৃতিকগতিশীলতা' (Social and Cultural Mobility)বইতেপ্রথমসামাজিকগতিশীলতারধারণাটিদিয়েছিলেন।তিনিবলেছেনযেএমনকোনসমাজনেইযাসম্পূর্ণরূপেউন্মুক্ত (যেমনশ্রেণীব্যবস্থা) এবংএমনকোনসমাজনেইযাসম্পূর্ণরূপেবন্ধ (ভারতেরবর্ণপ্রথারমতো)।সামাজিকগতিশীলতারধারণাটিপিটিরিমএ. সরোকিনদ্বারাধ্রুপদীভাবেসংজ্ঞায়িতকরাহয়েছে।সরোকিনেরমতে, অবস্থানেরপরিবর্তনএকটিব্যক্তিবাসামাজিকবস্তুবামূল্যদ্বারাকরাযেতেপারে।অর্থাৎ, মানুষেরকার্যকলাপদ্বারাসৃষ্টবাপরিবর্তিতযেকোনকিছুসামাজিকগতিশীলতাঅনুভবকরতেপারে।সামাজিকগতিশীলতাবিভিন্নসামাজিকগোষ্ঠীরমধ্যেবিচলনবাপরিবর্তনেরসুযোগএবংআয়, কর্মসংস্থানেরনিরাপত্তা, অগ্রগতিরসুযোগইত্যাদিরক্ষেত্রেযেসুবিধাএবংঅসুবিধাগুলিরয়েছেতাবর্ণনাকরে।

Kimball Young & R. W. Mack বলেছেন – "Social Mobility means movement within social structure. When a person achieves a different type of education from that of his parents or moves into a different occupational status or adopts a different style of life he may be considered to be socially mobile".অর্থাৎসামাজিকগতিশীলতারঅর্থসামাজিককাঠামোরমধ্যেবিচলন।যখনএকজনব্যক্তিতারপিতামাতারশিক্ষাথেকেভিন্নধরনেরশিক্ষাঅর্জনকরেবাভিন্নপেশাগতঅবস্থানেচলেযায়বাভিন্নজীবনধারাগ্রহণকরেতখনতাকেসামাজিকভাবেগতিশীলবলেবিবেচিতহতেপারে।সমাজবিজ্ঞানীড্রেসলার(Dressler)এরমতে"Social Mobility is the movement of individuals from one status to another". অর্থাৎসামাজিকগতিশীলতাহলব্যক্তিদেরএকঅবস্থাথেকেঅন্যঅবস্থানেস্থানান্তরবাপরিবর্তন।সমাজবিজ্ঞানীBogardusএরমতে"Social Mobility is any change in social position"অর্থাৎসামাজিকগতিশীলতাহলসামাজিকঅবস্থানেরযেকোনোপরিবর্তন।

সমাজবিজ্ঞানীWallace and Wallaceতাঁদের 'সমাজবিজ্ঞান' বইতেবলেছেনযে - "Social Mobility is the movement or a person of person from one social status to another".অর্থাৎএকসামাজিকঅবস্থানথেকেঅন্যসামাজিকঅবস্থানেস্থানান্তরেরজন্যসমাজেরব্যক্তিবাব্যক্তিদেরযেবিচলনবাপরিবর্তনতাকেসামাজিকগতিশীলতাবলে।W. P. Scott 'Dictionary of Sociology'তেবলেছেন - "Social mobility is the movement of an individual of group from one social class or social stratum to another".অর্থাৎসামাজিকগতিশীলতাহলএকটিগোষ্ঠীরব্যক্তিদেরএকসামাজিকশ্রেণীবাসামাজিকস্তরথেকেঅন্যস্তরেবিচলন।

উপরিউক্তসংজ্ঞাগুলিকেবিশ্লেষণকরেবলাযায় - সামাজিকসচলতাহলসামিজিককাঠামোরঅভ্যন্তরেমানুষেরশ্রেণীগতবাসামাজিকস্তরগতঅবস্থারপরিবর্তন।এরপ্রধানসূচকহলপেশাগতপরিবর্তন।সমাজবিজ্ঞানেএকটিধারণাহিসাবেসামাজিকগতিশীলতারগুরুত্ববেশসুস্পষ্ট।একজনব্যক্তিবাগোষ্ঠীরদ্বারাঅনুভূতসমাজেঅবস্থানেরযেকোনওপরিবর্তনশুধুমাত্রব্যক্তিবাগোষ্ঠীরউপরনয়, সমাজেরউপরওএরপ্রভাবপড়ে।সামাজিকগতিশীলতারধারণাকেআহ্বানকরারঅন্তর্নিহিতঅর্থহলএকটিসমাজেগ্রেডেশনেরস্বীকৃতি।গ্রেডেশনসাধারণতক্ষমতা, প্রতিপত্তিএবংসুবিধারপরিপ্রেক্ষিতেকরাহয়।এটিএকটিসমাজেএকটিব্যক্তিবাএকটিগোষ্ঠীকীভাবেক্ষমতা, প্রতিপত্তিএবংসুযোগ-সুবিধালাভকরেবাহারায়তানিয়েসমাজতাত্ত্বিকতদন্তেরসম্ভাবনাউন্মুক্তকরে।অন্যভাবেবলাযায়, অনুক্রমের(hierarchy)রেখাবরাবরকেউউপরেউঠলেবানিচেনামলেতাসামাজিকঅবস্থানেরপরিবর্তনকেবোঝায়অর্থাৎসামাজিকগতিশীলতা।

সামাজিকঅবস্থানপরিবর্তনেরজন্যযেসময়লাগেতাসমাজথেকেসমাজেপরিবর্তিতহতেপারে।সামাজিকগতিশীলতারমাত্রাঅনেক।এটাসুস্পষ্টযেঅবস্থানেরপরিবর্তনএকটিঅনুভূমিকঅক্ষবরাবরবাএকটিউল্লম্বঅক্ষবরাবরঘটতেপারে।সুতরাং, সামাজিকঅবস্থানেরপরিবর্তনকেবিশ্লেষণাত্মকভাবেদুটিমৌলিক, যেমন, অনুভূমিকগতিশীলতাএবংউল্লম্বগতিশীলতারপরিপ্রেক্ষিতেবোঝাযেতেপারে।সরোকিনেরমতে, গতিবিধিবাবিচলনেরক্ষেত্রেঅনুমতিদেওয়াএবংনিরুৎসাহিতকরারক্ষেত্রেকোনওদুটিসমাজএকইনয়এবংসামাজিকগতিশীলতারগতিএকসময়থেকেপরবর্তীসময়েপরিবর্তিতহতেপারে।এটানির্ভরকরেসমাজকতটাউন্নততারউপর।এইধরনেরসামাজিকপরিবর্তনসময়েরসাথেসাথেঘটতেপারেযখনব্যক্তিরাবিভিন্নসামাজিকমিথস্ক্রিয়ারকারণেএকঅবস্থানথেকেঅন্যঅবস্থানেচলেযায়।এইগতিশীলতাকমবেশি, ব্যক্তিদেরসুবিধাপ্রদানকরেকারণতারাসমাজেরবিভিন্নউপাদানেরদ্বারাঅনুপ্রাণিতহয়এবংনতুনভূমিকায়পৌঁছানোরজন্যকাজকরেযাতাদেরউন্নতমানেরজীবনযাত্রাপ্রদানকরে।

১৫.৪সামাজিকগতিশীলতাবাসচলতারপ্রকারভেদ(Types of Social Mobility):

সমাজপরিবর্তনেরসাথেসাথেব্যক্তিরপরিবেশেরসাথেঅভিযোজনকরে।তাইব্যক্তিসর্বদাতারনিজেরঅবস্থানশিক্ষাদীক্ষাওবিভিন্নসুযোগ-সুবিধারমাধ্যমেপরিবর্তনকরেথাকে।এটিইসামাজিকসচলতাহিসেবেবিবেচিতহয়।রাশিয়ানবংশোদ্ভূতআমেরিকানসমাজবিজ্ঞানীপিটিরিমএ. সরোকিনসামাজিকগতিশীলতাকেদুটিভাগেভাগকরেছেন।যথা – (ক) অনুভূমিকসামাজিকগতিশীলতাএবং(খ)উল্লম্বগতিশীলতা।

(ক) **অনুভূমিকসামাজিকগতিশীলতা(Horizontal Social Mobility):**অনুভূমিকসামাজিকগতিশীলতারঅর্থব্যক্তিবাগোষ্ঠীরদ্বারাসমাজেরএকঅবস্থানথেকেঅন্যঅবস্থানেবিচলনবাপরিবর্তনকিন্তুমর্যাদারপরিবর্তনছাড়াই।সরোকিনেরমতে, অনুভূমিকসামাজিকগতিশীলতামানেএকইস্তরেঅবস্থিতএকটিসামাজিকগোষ্ঠীথেকেঅন্যসামাজিকগোষ্ঠীতেএকব্যক্তিবাসামাজিকবস্তুরস্থানান্তর।এপ্রসঙ্গেসমাজবিজ্ঞানীDavid Popenoe তাঁর‘Sociology’বইতেমন্তব্যকরেছেন – “It is a movement from one status to its equivalent”. আমেরিকানসমাজেরসাপেক্ষে, ব্যাপটিস্টথেকেমেথডিস্টধর্মীয়গোষ্ঠীতে, একনাগরিকত্বথেকেঅন্যনাগরিকত্ব, একপরিবারথেকে (স্বামীবাস্ত্রীহিসাবে) অন্যপরিবারবাবিবাহবিচ্ছেদএবংপুনর্বিবাহেরমাধ্যমে, এককারখানাথেকেঅন্যকারখানায়ব্যক্তিদেরস্থানান্তর, একইপেশাগতঅবস্থা, সবইঅনুভূমিকসামাজিকগতিশীলতারউদাহরণ।সরোকিনঅনুভূমিকগতিশীলতাকেধর্মীয়, আঞ্চলিক, রাজনৈতিক, বাঅন্যান্যঅনুভূমিকপরিবর্তনেরপরিবর্তনহিসাবেবর্ণনাকরেছেনযারউল্লম্বঅবস্থানেকোনপরিবর্তননেই।আবারসমসাময়িকসমাজবিজ্ঞানীঅ্যান্থনিগিডেনসবিবেচনাকরেছেনযেআধুনিকসমাজেপার্শ্বীয়দিকবরাবরগতিশীলতারএকটিবড়মাত্রারয়েছে।তিনিঅনুভূমিকগতিশীলতাকেপার্শ্বীয়গতিশীলতাহিসাবেসংজ্ঞায়িতকরেছেনযাপ্রতিবেশী, শহরবাঅঞ্চলেরমধ্যেভৌগলিকপরিবর্তনবাবিচলনযুক্ত।

(খ) **উল্লম্বসামাজিকগতিশীলতা(Vertical Social Mobility)** সমাজতত্বে, উল্লম্বসামাজিকগতিশীলতারদিকেসবচেয়েবেশিগুরুত্বদেওয়াহয়, এটিএকজনব্যক্তিরপেশাগত, রাজনৈতিকবাধর্মীয়অবস্থারপরিবর্তনকেবোঝায়যাতাদেরসামাজিকঅবস্থানেরপরিবর্তনঘটায়।ফলস্বরূপ, একজনব্যক্তিএকসামাজিকস্তরথেকেঅন্যসামাজিকস্তরেচলেযায়।অর্থাৎএকজনব্যক্তিবাগোষ্ঠীরপদমর্যাদায়একটিউর্ধ্বমুখীবানিম্নগামীপরিবর্তন।পি. সোরোকিনউল্লম্বসামাজিকগতিশীলতাকেসংজ্ঞায়িতকরেছেন, একজনব্যক্তি (সামাজিকবস্তুর) একটিসামাজিকস্তরথেকেঅন্যসামাজিকস্তরেস্থানান্তরেরসম্পর্কহিসাবে।একটিপদোন্নতিবাঅবনমন, আয়েরপরিবর্তন, উচ্চবানিম্নমর্যাদারব্যক্তিরসাথেবিবাহ, একটিভালবাখারাপপ্রতিবেশীতেযাওয়া-সবইউল্লম্বগতিশীলতারউদাহরণহিসাবেকাজকরে।মূলতউল্লম্বগতিশীলতাএকটিসামাজিকপরিবর্তনযাপদমর্যাদারবৃদ্ধিবাহ্রাসনিশ্চিতকরে।অ্যান্টনিগিডেন্সউল্লম্বসামাজিকগতিশীলতাকেআর্থ-সামাজিকস্কেলেরউপরেবানীচেবিচলনবাপরিবর্তনহিসাবেউল্লেখকরেছেন।তাঁরমতে, যারাসম্পত্তি, আয়বামর্যাদালাভকরেতাদেরবলাহয়উর্ধ্বমুখীগতিশীল,

আরযারাবিপরীতদিকেচলেতারানিম্নমুখীগতিশীল।আবার, গিডেন্সমন্তব্যকরেছেনযেআধুনিকসমাজেউল্লম্বএবংঅনুভূমিক (পার্শ্বিক) গতিশীলতাপ্রায়শইএকত্রিতহয়।উল্লম্বসামাজিকগতিশীলতাআবারদুইপ্রকারেরহয় – যথা:

১)ঊর্ধ্বগামীউল্লম্বসামাজিকগতিশীলতা (Upward Vertical Social Mobility): ঊর্ধ্বগতিতেএকজনব্যক্তিএকটিনিম্নস্তরেরএকটিগোষ্ঠীথেকেএকটিউচ্চতরস্তরেচলেযাওয়াবাতারবিদ্যমানগোষ্ঠীরসাথেপাশাপাশিনাহয়েউচ্চতরসামাজিকঅবস্থানসহএকটিঅনুরূপগোষ্ঠীরসৃষ্টিকেঅন্তর্ভুক্তকরে।যখনএকজনব্যক্তিসমাজেরউপরেরদিকেঅগ্রসরহয়, তখনতাদেরপ্রায়ইপরিচিতপারিপার্শ্বিকযেমনপরিবারএবংঅবস্থানকেপিছনেফেলেযেতেহয়।তাদেরচিন্তাভাবনাএবংআচরণেরধরণওপরিবর্তনকরতেহতেপারে।ব্যক্তিকেতাদেরঊর্ধ্বমুখীআন্দোলনেরফলেনতুনপরিবেশেরসাথেখাপখাইয়েনিতেহবেএবংনতুনসমাজেবিভিন্নআচরণগ্রহণকরতেহবে।আবারউদাহরণস্বরূপবলাযেতেপারে, রাজমিস্ত্রিরসন্তানযদিউচ্চশিক্ষারশেষেবিদ্যালয়েরশিক্ষকহিসেবেনিয়োগপাইতাহলেতারপদমর্যাদাউন্নীতহয়। এপ্রসঙ্গেহর্টনএবংহান্টতাঁদের ‘Sociology’বইতেউল্লেখকরেছেন–“Upward mobility not only carries new privileges, it also carries new responsibilities and restrictions. Occasionally, a man declines an offered promotion because he shrinks from the added responsibilities it carries”.

২)নিম্নগামীউল্লম্বসামাজিকগতিশীলতা (Downward Vertical Social Mobility): নিম্নগামীউল্লম্বগতিশীলতাঘটেযখনএকজনব্যক্তিসমাজেরউচ্চতরঅবস্থানথেকেনিচুঅবস্থানেচলেযায়।এটিঘটতেপারেযখনকেউএকটিঅন্যায়কাজসম্পাদনকরেধরাপড়েযারফলেতারাবর্তমানেযেঅবস্থানটিধারণকরেতাহারাতেপারে।নিম্নগামীউল্লম্বগতিশীলতাএমনব্যক্তিদেরজন্যঅত্যন্তচাপেরহতেপারেযারাতাদেরসামাজিকঅবস্থানেদ্রুতপতনেরসম্মুখীনহয়।নতুনপরিবেশেরসাথেখাপখাইয়েনেওয়াতাদেরকঠিনমনেহতেপারে, কারণতারাযেজীবনযাপনেঅভ্যস্ততাতারসাথেসাদৃশ্যপূর্ণনয়।আবারউদাহরণস্বরূপ, যখনএকজনব্যবসায়ীতারব্যবসায়ক্ষতিরসম্মুখীনহনএবংদেউলিয়াঘোষণাকরতেবাধ্যহন, যারফলেসমাজেরনিম্নস্তরেচলেযায়।

Joseph A. Kahl (1957)সামাজিকসচলতাতিনধরনেরপ্রকারভেদেরকথাবলেছেন।যথা-

a) **প্রজননমূলকগতিশীলতা**(Reproductive Mobility): প্রজননগতিশীলতাহলএমনএকটিধারণাযামানবএবংঅ-মানবপ্রজননপরিবর্তনবাগতিবিধিকেরূপদেয়।এটিপ্রজননপ্রক্রিয়ারসাথেযুক্তগতিশীলতাকেওউল্লেখকরাযায়, যেমনউর্বরতা, সহায়কগর্ভধারণ, সারোগেসি, গর্ভপাতইত্যাদি।কহলবলেছেনকোনোকোনোক্ষেত্রেউচ্চশ্রেণীরব্যক্তিরাসন্তানজন্মদিতেযদিঅক্ষমহয়সেক্ষেত্রেমধ্যবিত্তশ্রেণীরব্যক্তিদেরমধ্যেওইশুন্যস্থানপূরণকরতেস্বাভাবিকভাবেএকটাসচলতালক্ষ্যকরাযায়।

b) **পরিযায়ীবাপ্রবাসীগতিশীলতা**(Migratory Mobility):পরিযায়ীগতিশীলতাএমনএকটিধারণাযাব্যক্তিরএকস্থানথেকেঅন্যস্থানেচলাচলকেবর্ণনা করে।অক্সফোর্ডডিকশনারিঅফজিওগ্রাফি, পরিযায়ীবাপ্রবাসীকেসংজ্ঞায়িতকরেছেযে - একজায়গাথেকেঅন্যজায়গায়মানুষেরচলাচল।যদিকোনোস্থানেবাঅঞ্চলেঅর্থনৈতিকউন্নতিরমধ্যদি য়েমানুষেরজীবনযাত্রারউন্নতিহয়তাহলেঅন্যস্থানথেকেএইস্থানেভিড়করতেথাকে।ফলস্বরূপ, পরিযায়ীমানুষদেরপাশাপাশিস্থানীয়মানুষজনওজীবনধারারউন্নতপরিস্থিতিগড়েতুলতেপারে।এইধর ণেরসচলতা১৮৫৯-১৯২০ -রঅভ্যন্তরীণপরিস্থিতিতেলক্ষ্যকরাগেছে।

c) **প্রযুক্তিগতগতিশীলতা**(Technological Mobility):শিল্পায়নওনগরায়নেরপ্রভাবেপরিবর্তনেরধারায়প্রযুক্তিরনতুননতুনদিকউন্মোচিতহচ্ছে। এরফলেনিম্নবিত্তসম্প্রদায়েরসন্তানরাওপ্রযুক্তিরসুবিধালাভকরে।এইভাবেতাদেরজীবনযাত্রারমানের উন্নতিহয়।

আধুনিকসমাজবিজ্ঞানেআরওকিছুসামাজিকসচলতারপ্রকারভেদলক্ষ্যকরাযায়।যথা:

a) **আন্তঃ-প্রজন্মগতসামাজিকগতিশীলতা** (Inter-generational Social Mobility):আন্তঃ-প্রজন্মগতগতিশীলতাঘটেযখনসামাজিকঅবস্থানএকপ্রজন্মথেকেঅন্যপ্রজন্মেপরিবর্তিতহয়।পরিবর্ত নঊর্ধ্বমুখীবানিম্নগামীহতেপারে।উদাহরণস্বরূপ, একজনপিতাএকটিকারখানায়কাজকরতেনযখনতারসন্তানশিক্ষালাভকরেএকজনআইনজীবীবাডা ক্তারহয়।এইধরনেরসামাজিকপরিবর্তনপ্রজন্মকেজীবনযাপনওচিন্তাভাবনারএকটিনতুনপদ্ধতিগ্রহণ করতেওবাধ্যকরে।আন্তঃ-প্রজন্মগতগতিশীলতাপিতামাতারএবংতাদেরসন্তানদেরলালন-পালনেরপার্থক্য, জনসংখ্যারপরিবর্তনএবংপেশারপরিবর্তনদ্বারাপ্রভাবিতহয়।

b) **অন্তঃ-প্রজন্মগতসামাজিকগতিশীলতা** (Intra-generational Social Mobility): একপ্রজন্মেরজীবদ্দশায়সামাজিকঅবস্থানেরঅন্তঃ-প্রজন্মগতপরিবর্তনঘটে।এটিভাইবোনদেরমধ্যেঅবস্থানেরপরিবর্তনকেওউল্লেখকরে।এপ্রসঙ্গেসমা জবিজ্ঞানীদ্বয়ওয়ালাসওওয়ালাসতাঁদের ‘Sociology’ বইতেউল্লেখকরেছেন – “It is a change in social status which occurs within a person’s adult career”. উদাহরণস্বরূপ, একজনব্যক্তিএকজনকেরানিহিসাবেতারকর্মজীবনশুরুকরেএবংপরবর্তীতেএকজনপরিচালকেরম তোসিনিয়রপদেচলেযায়।একজনভাইবোনওতাদেরভাইবাবোনেরচেয়েসমাজেউচ্চঅবস্থানঅর্জনক রতেপারে।

c) **কাঠামোগতসামাজিকগতিশীলতা** (Structural Social Mobility):এটিএকধরণেরউলম্বীসামাজিকগতিশীলতা।এইধরনেরগতিশীলতাযাস্তরবিন্যাসেরকা ঠামোপরিবর্তনেরফলেসৃষ্টিহয়।কাঠামোগতগতিশীলতাবলতেবোঝায়সামাজিকস্তরবিন্যাসব্যবস্থায়অ

ন্যদেরতুলনায়একটিনির্দিষ্টগোষ্ঠী, শ্রেণীবাপেশারউল্লম্বপরিবর্তন।এপ্রসঙ্গেসমাজবিজ্ঞানীদ্বয়ওয়ালাসওওয়ালাসবলেছেন – "Structural mobility refers to mobility which is brought about by changes in stratification hierarchy itself".উদাহরণস্বরূপ, বিংশশতকেরপ্রথমার্ধেমার্কিনযুক্তরাষ্ট্রেশিল্পায়নউর্ধ্বমুখীকাঠামোগতগতিশীলতারদিকেপরিচালিতকরে।আবার, বর্তমানসময়েমানুষেরজীবনেকম্পিউটারওতথ্যপ্রযুক্তিওতপ্রোতভাবেজড়িত।তাই, কম্পিউটারপ্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদএবংতথ্যপ্রযুক্তিবিদরাবেশিসম্মান, মর্যাদাপানযাপূর্বেবিজ্ঞানীএবংউকিলদেরজন্যসংরক্ষিতছিল।

d) **পেশাগতসামাজিকগতিশীলতা(Occupational Social Mobility):** পেশাগতগতিশীলতাহলএকপেশাথেকেঅন্যপেশায়পরিবর্তন।বিভিন্নপেশাক্রমানুসারেসাজানোহয় কারণএইপেশারদায়িত্বশীলরা(incumbent)অর্থনৈতিকআয়, কর্তৃত্বএবংপ্রতিপত্তিরউপরভিত্তিকরেবিভিন্নক্ষমতা, প্রতিপত্তিএবংসুযোগ-সুবিধাউপভোগকরে।

e) **স্পনসরডসামাজিকগতিশীলতা(Sponsored Social Mobility):** স্পনসরডসামাজিকগতিশীলতাহলগতিশীলতারএকটিরূপযেখানেঅভিজাতপদমর্যাদারঅবস্থানসবারজন্যউন্মুক্তকরাহয়না।এইপদগুলিনির্বাচিতপ্রতিষ্ঠিতঅভিজাতবাতাদেরএজেন্টদেরদ্বারানিয়োগপূরণকরাহয়।অভিজাতপদমর্যাদারঅবস্থানকোনোপরিমাণেব্যক্তিগতক্ষমতাএবংপ্রচেষ্টাদ্বারাঅর্জনকরাযায়না।অনুমিতযোগ্যতারকিছুমানদণ্ডেরভিত্তিতেঅভিজাতদেরমর্যাদাদেওয়াহয়।এইভাবেব্রিটেন, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রবাভারতেউচ্চমর্যাদারপদেরজন্যনিয়োগকরাহয়, বেশিরভাগনেতৃস্থানীয়অভিজাতদেরসাধারণতএমনব্যক্তিদেরদ্বারানির্বাচিতহয়যাদেরএকটিসাধারণপটভূমিরয়েছে।

f) **প্রতিযোগিতাসামাজিকগতিশীলতা(Contest Social Mobility):**প্রতিযোগিতাসামাজিকগতিশীলতারপদমর্যাদারঅবস্থানসকলেরজন্যউন্মুক্তএবংব্যক্তিগতক্ষমতাএবংপ্রচেষ্টাদ্বারাঅর্জনকরাযেতেপারে।প্রতিষ্ঠিতঅভিজাতবাতাদেরএজেন্টরাক্ষমতাথেকেএটিসরাসরিনিয়ন্ত্রণবাপ্রভাবিতকরেনা।

১৫.৫সামাজিকগতিশীলতারকারণসমূহ(Causes of Social Mobility):

সামাজিকগতিশীলতারকারণগুলিকেনিম্নেউল্লেখকরাহল –

ক) জনসংখ্যারপরিবর্তন: জনসংখ্যারপরিবর্তনেরসঙ্গেসামাজিকসচলতারএকটিনিবিড়সম্পর্কআছে।যদিসমাজেরউচ্চস্তরেশিশুমৃত্যুরহার, বন্ধ্যাত্বকরণকিংবাঅন্যকোনোকারণেজনসংখ্যাহ্রাসপায়সেক্ষেত্রেতুলনামূলকভাবেনিম্নস্তরেরজনসংখ্যাথেকেসেইশূন্যস্থানপূরণকরাহয়ফলস্বরূপউর্ধ্বগামীসামাজিকসচলতারসৃষ্টিহয়।

খ) উন্মুক্তসমাজ: উন্মুক্তসমাজবলতেআমরাএমনসমাজব্যাবস্থাকেবুঝিযেখানেব্যক্তিরঅবস্থানবামর্যাদাজন্মগতসূত্রেপ্রাপ্তনয়

।বরংতাঁরনিজস্বসামর্থ, যোগ্যতাএবংপারদর্শিতারউপরএইমর্যাদাঅর্জিত।সমাজতত্ত্ববিদদেরমতে, সমাজবদ্ধনাহয়েযদিউন্মুক্তহয়সেইক্ষেত্রেসামাজিকসচলতাঅনেকবেশিদেখাযায়।

গ) সামাজিকপরিবর্তন: সামাজিকপরিবর্তনেরসাথেসামাজিকসচলতাওতপ্রোতভাবেজড়িত।সমাজেরযেকোনোরকমেরপরিবর্তন অর্থাৎসামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়পরিবর্তনইত্যাদিকোনোব্যক্তিরভাগ্যগড়েতুলতেঅনেকসময়সহায়তাকরেথাকে।এইসামাজিকপরিবর্তনউর্ধ্বগামীওনিম্নগামীউলম্বসামাজিকসচলতাসৃষ্টিতেঅন্যতমভূমিকাপালনকরেথাকে।

ঘ) গণতন্ত্র: গণতান্ত্রিকসমাজব্যবস্থায়সামাজিকসচলতালক্ষণীয়।কারণগণতান্ত্রিকসমাজেপ্রগতিবাদীচিন্তা, যুক্তিবাদীদর্শন, মৌলিকঅধিকার, স্বাধীনতা, সাম্যওআইনেরশাসনদেখাযায়।সুতরাং, এইসমস্তবিষয়গুলিসামাজিকসচলতাসৃষ্টিরক্ষেত্রেগুরুত্বপূর্ণদায়িত্বপালনকরেথাকে।

ঙ) অর্থনৈতিককারণ: এটিসামাজিকসচলতারএকটিঅন্যতমকারণ।সামাজিকসচলতারমানদণ্ডঅনেকাংশেঅর্থনৈতিককারণদ্বারানির্ধারিতহয়েথাকে।আমরাদেখি, সমাজেযারাআর্থিকদিকথেকেস্বচ্ছলতাদেরঅবস্থানওমানমর্যাদাউন্নততর, ফলস্বরূপউর্ধ্বগামীউলম্বসামাজিকসচলতারসৃষ্টিহয়।বিপরীতক্রমে, যারাআর্থিকদিকথেকেস্বচ্ছলনয়তাদেরঅবস্থানওজীবনযাত্রারমাননিম্নতর, ফলস্বরূপনিম্নগামীউলম্বসামাজিকসচলতারসৃষ্টিহয়।

চ) পরিবেশগতপরিবর্তন: পরিবেশগতপরিবর্তনেরসাথেসামাজিকসচলতাবিশেষকরেউলম্বসামাজিকসচলতারযথেষ্টসম্পর্করয়েছে।সমাজবিজ্ঞানীওপরিবেশবিজ্ঞানীরাগবেষণারমাধ্যমেপ্রমানকরেদেখিয়েছেনযে, প্রাকৃতিকপরিবেশঅনুকূলহওয়ারদরুনঅনেকব্যক্তিবাগোষ্ঠীতাদেরঅবস্থান, মর্যাদারক্ষেত্রেউচ্চপর্যায়েপৌঁছেগেছে।আবার, প্রাকৃতিকপরিবেশপ্রতিকূলহওয়ারদরুনঅনেকব্যক্তিবাগোষ্ঠীতাদেরঅবস্থান, মর্যাদারঅবনতিঘটেছে।

ছ) বিবাহ: এটিসামাজিকসচলতারহ্রাস-বৃদ্ধিতেতাৎপর্যপূর্ণভূমিকাপালনকরেথাকে।উদাহরণস্বরূপ, একজননারীবাপুরুষযদিসমাজেরউচ্চস্তরেবিবাহকরেসেক্ষেত্রেতারসামাজিকমর্যাদাওপ্রভাবপ্রতিপত্তিবৃদ্ধিপায়, ফলস্বরূপউর্ধ্বগামীউলম্বসামাজিকসচলতারসৃষ্টিহয়।আবার, যদিকোনোনারীবাপুরুষসমাজেরনিম্নস্তরেবিবাহকরেসেক্ষেত্রেতারসামাজিকমর্যাদাওপ্রভাবপ্রতিপত্তিহ্রাসপায়, ফলস্বরূপনিম্নগামীউলম্বসামাজিকসচলতারসৃষ্টিহয়।

জ) আকস্মিককারণ: আকস্মিককারণেরসঙ্গেসামাজিকসচলতারসম্পর্কআছে।উদাহরণস্বরূপ, মহামারী, সামাজিকসংকট, যুদ্ধেরকথাবলাযেতেপারে।যেকোনোধরণেরসংঘর্ষেরসময়সমাজেব্যাপকভাবেউর্ধ্বগামীওনিম্নগামীউলম্বসচলতারসৃষ্টিহয়।

১৫.৬সামাজিকগতিশীলতারউপাদানসমূহ(Factors of Social Mobility):

সামাজিকগতিশীলতারউপাদানসমূহনিম্নেউল্লেখকরাহল –

১) **শিক্ষা(Education):** শিক্ষাকেবলব্যক্তিকেজ্ঞানঅর্জনেসহায়তাকরেনাবরংউচ্চপদমর্যাদারজন্যপেশাগতঅবস্থানেরএকটিহাতিয়ার।ন্যূনতমআনুষ্ঠানিকশিক্ষাঅর্জনেরপরইব্যক্তিউচ্চপদেঅধিষ্ঠিতহতেপারে।শিক্ষারমাধ্যমেইআধুনিক ভারতেতফসিলিজাতিওউপজাতিরসদস্যরাকেবলতাদেরচিরাচরিতপেশাপরিবর্তনকরতেসক্ষমহয়নাবরং উচ্চপদমর্যাদারচাকরিওদখলকরতেশুরুকরে।ফলস্বরূপ, ওইসবব্যক্তিদেরমধ্যেস্বাভাবিকভাবেইসামাজিকসচলতাবৃদ্ধিপায়।

২) **আকাঙ্খা:** প্রতিটিব্যক্তিরএকটিভালোজীবনযাপনেরআকাঙ্ক্ষাথাকেএবংনিজেকেসামাজিকমর্যাদাবাঅবস্থানেউন্নতি করতেচায়।উন্মুক্তসমাজব্যবস্থায়যেকোনোমর্যাদাঅর্জনকরাসম্ভব।এইউন্মুক্তসমাজমানুষকেকঠোরপরিশ্রমকরতেএবংদক্ষতারউন্নতিকরতেঅনুপ্রাণিতকরেযারদ্বারাব্যক্তিউচ্চতরসামাজিকমর্যাদাঅর্জনকরতেপারে।ব্যক্তিগতসামাজিকগতিশীলতারদিকথেকেএইধরনেরপ্রেরণাএবংপ্রচেষ্টাছাড়াঅসম্ভব।

৩) **কৃতিত্বওব্যর্থতা (Achievement and Failure):** এখানেকৃতিত্ববলতেঅসাধারন, সাধারণতঅপ্রত্যাশিতসম্পাদিতকার্যকেবোঝায়, যাএকজনব্যক্তিরক্ষমতারপ্রতিবৃহত্তরজনসাধারণেরদৃষ্টিআকর্ষণকরে।কৃতিত্বব্যক্তিরঅবস্থানবামর্যাদাকে প্রভাবিতকরে।উদাহরণস্বরূপ, একজনদরিদ্রব্যক্তিযিনিসম্পদঅর্জনকরেছেনবাএকজনঅপরিচিতলেখকযিনিসাহিত্যপুরস্কারজিতেছেন সেক্ষেত্রেতারমর্যাদারউন্নতিহয়ফলেঊর্ধ্বগামীসামাজিকসচলতারসৃষ্টিহয়।আবারব্যক্তিরব্যর্থতাব্যক্তিরঅবস্থানবামর্যাদাকেহ্রাসকরারফলেনিম্নগামীগতিশীলতারউপরএকইরকমভাবেপ্রভাবফেলে।

৪) **জনসংখ্যাকাঠামো(Demographic Structure):**সামাজিকগতিশীলতাজনসংখ্যারবিস্তার (আকারএবংঘনত্ব) এরসাথেঘনিষ্ঠভাবেসম্পর্কিত।জন্মহারএবংগ্রামেরব্যক্তিদেরশহরেরদিকেঅভিবাসনবাস্থানান্তরসামাজিক গতিশীলতাকেবৃদ্ধিকরে।

৫) **আধুনিকীকরণ(Modernization):** আধুনিকীকরণপ্রক্রিয়ায়বৈজ্ঞানিকজ্ঞানওপ্রযুক্তিরব্যবহারওতোপ্রোতভাবেজড়িত।প্রযুক্তিরউন্নতিরসাথে সাথে, মেথরদেরমতোনিম্নমর্যাদারপেশায়নিয়োজিতব্যক্তিরাতাদেরচিরাচরিতপেশাত্যাগকরেএমনপেশাগ্রহণক রেযানোংরানয়এবংকোনদূষণকারীপ্রভাবনেই।এইভাবে, তারাউপরেরদিকেতাদেরঅবস্থানপরিবর্তনকরে।এরফলেসামাজিককাঠামো, মানুষেরচিন্তা-ভাবনা, প্রত্যাশাপ্রভৃতিরক্ষেত্রেব্যাপকভাবেপরিবর্তনঘটেথাকে।ফলস্বরূপ, সামাজিকসচলতারসৃষ্টিহয়।

৬) **নগরায়ন(Urbanization):**শহরাঞ্চলেপ্রচুরমানুষবসবাসকরে, তাদেরমধ্যেনিয়মমাফিকসম্পর্কআছে।মানুষএকেঅপরকেঅন্তরঙ্গভাবেচেনেনা।ব্যক্তিবর্ণনির্বিশেষেউচ্চ শিক্ষা, আয়এবংউচ্চমর্যাদারপেশায়নিয়োজিতথাকে,

এবংউচ্চসামাজিকমর্যাদাঅর্জনকরে।সামাজিকগতিশীলতাকেবাধাগ্রস্তকরেএমনকারণগুলিকেসরিয়েরেখেনগরায়নসামাজিকগতিশীলতাকেসহজকরেতোলে।

৭) **শিল্পায়ন**(Industrialization): শিল্পবিপ্লবএকটিনতুনসমাজব্যবস্থারসূচনাকরেযেখানেমানুষকেতাদেরযোগ্যতাঅনুযায়ীমর্যাদাদেওয়াহয়।তাদেরজাতি, বর্ণ, ধর্ম, জাতিগতকোনগুরুত্বদেওয়াহয়নি।উন্নতওউন্নয়নশীলউভয়দেশগুলিতেশিল্পায়নঘটছে।তাইশিল্পায়নবৃহত্তরসামাজিকগতিশীলতাকেসহজতরকরে।

৮) **অর্থনৈতিকসমৃদ্ধি**(Economic Prosperity): আমাদেরসমাজেতিনধরনেরশ্রেনীলক্ষ্যকরাযায়যথা - গরীব, মধ্যবিত্তওধনী।ফলেতাদেরজীবনযাত্রারমানেরমধ্যেবিভিন্নপার্থক্যলক্ষ্যকরাযায়।ধনীব্যক্তিরাতাদেরসম্পদেরকারণেসমাজেঅনেকবেশিসম্মানিতহয়।তাই, সমাজেরপ্রতিটিব্যক্তিঅর্থউপার্জনএবংতারঅবস্থানেরউন্নতিরজন্যযথাসাধ্যচেষ্টাকরেযাতেনিম্নেরশ্রেনীথেকেউচ্চশ্রেণীতেপ্রবেশকরাযায়।এরমধ্যদিয়েসামাজিকসচ্ছলতাবৃদ্ধিপায়।

৯) **প্রশাসন**(Administration): একটিগণতান্ত্রিকসমাজেঅন্যান্যধরণেরপ্রশাসনিকসমাজেরতুলনায়সামাজিকগতিশীলতারজন্যআরওবেশিসুযোগপ্রদানকরাহয়।ফলস্বরূপ, গণতান্ত্রিকপ্রশাসনসামাজিকগতিশীলতাকেব্যাপকভাবেউন্নীতকরে।

১৫.৭সামাজিকগতিশীলতারবাধাসমূহ(Obstacles of Social Mobility):

আধুনিকসমাজেরঅনেকমানুষবিশ্বাসকরেযেকেউযদিকঠোরএবংঅবিরামভাবেপরিশ্রমকরেতবেতাদেরপক্ষেশীর্ষেপৌঁছানোসম্ভব, তবুওকয়েকজনসফলহয়।যদিওসমস্তআধুনিকসমাজেসামাজিকগতিশীলতারমাত্রাগতশতাব্দীরমাঝামাঝিথেকেকিছুটাবেড়েছে, শিল্পসমাজেএবংপ্রকৃতপক্ষেউন্মুক্তসমাজেরবিকাশেসামাজিকগতিশীলতারঅনেকগুলিবাধারয়েছে।যথা –

- শীর্ষেআর্থ-সামাজিকক্রমটিএকটিপিরামিডেরমতোআকৃতির, যেখানেক্ষমতা, মর্যাদাবাসম্পদেরতুলনামূলকভাবেকমঅবস্থানেরয়েছে।প্রতিটিআধুনিকসমাজেরমোটজনসংখ্যারএকটিনগণ্যসংখ্যকইকয়েকটিবড়কর্পোরেশনেরঅধিকর্তাহতেপারে।
- একজনব্যক্তিরশ্রেণীসদস্যপদপ্রাথমিকভাবেবংশানুক্রমিকআরোপেরমাধ্যমেপ্রতিষ্ঠিতহয় - অর্থ, সঠিকভাবেবাঅন্যকোনোধরনেরসম্পদেরআকারেস্থায়ীক্ষমতারউত্তরাধিকারেরমাধ্যমে।ফলস্বরূপ, অপরিহার্যভাবেভিতরেবাবাইরেগতিশীলতারএকটিকমহাররয়েছে।যারাশীর্ষস্থানেপৌঁছেছেনতাদেরবেশিরভাগেরইমাথাগোঁজারঠাঁইরয়েছে - তারাপেশাদারীবাধনীপারিবারিকপটভূমিথেকেএসেছেন।গবেষণায়পাওয়াগেছেযেযারাধনীহয়েছেতাদেরখুবকমইকেউকিছুদিয়েশুরুকরেনা।

- ভারতসহঅনেকদেশেবিনামূল্যেএবংবাধ্যতামূলকরাষ্ট্রীয়শিক্ষাচালুহওয়াসত্ত্বেওশিক্ষারসুযোগেরক্ষেত্রেব্যাপকবৈষম্যরয়েগেছে।শ্রমজীবী এবংদরিদ্রপরিবারথেকেআসাঅনেকশিশুশিক্ষায়সাফল্যেরজন্যঅনেকবাধাএবংঅসুবিধারসম্মুখীনহয়, অর্থাৎতারাতাদেরসামর্থ্যঅনুযায়ীভালোকাজপাইনা।এক্ষেত্রেঊর্ধ্বমুখীগতিশীলতারসম্ভাবনাসীমিত। যারাসম্পদএবংক্ষমতারপদেঅধিষ্ঠিততারানিশ্চিতকরতেপারেযেতাদেরসন্তানদেরশিক্ষারজন্যসর্বোত্তমউপলব্ধরয়েছেএবংএটিপ্রায়শইতাদেরভালচাকরিরদিকেচালিতকরে।
- উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীরঅভিজাতচাকরিতেস্ব-নিযুক্তিআরেকটিবাধা।উদাহরণস্বরূপ, বিচারকএবংউচ্চপদস্থঅসামরিককর্মচারীদেরপ্রায়একচেটিয়াভাবেনিয়োগকরাহয়যারাখুবব্যয়বহুল বিদ্যালয়এবংপরবর্তীতেঅভিজাতবিশ্ববিদ্যালয়থেকেপড়াশোনাকরেছে।শ্রমজীবী শ্রেণিবাদরিদ্রপরিবারেরশিশুরাএইধরনেরশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেপড়াশোনাকরতেপারেনা।সুতরাংতারাপ্রায়ইএইঅভিজাতচাকরিতেযাওয়ারসুযোগথেকেবঞ্চিতহয়।
- নারীরাঊর্ধ্বমুখীগতিশীলতাঅর্জনেবিভিন্নধরনেরবাধারসম্মুখীনহয়কারণকর্মক্ষেত্রেবিভিন্নপ্রভাবেরজন্যপুরুষদেরসাথেসমানশর্তেতাদেরসম্পন্নকরারদক্ষতাবাধাপ্রাপ্তহয়।

১৫.৮সামাজিকগতিশীলতায়শিক্ষারভূমিকা(Role of Education in Social Mobility):

আর্থ-সামাজিকঅবস্থারপরিপ্রেক্ষিতেব্যক্তিরউপরেউঠাবাশক্তিজোগাড়করারক্ষমতানির্দেশিতহয়সামাজিকগতিশীলতারদ্বারা।এরমাধ্যমেব্যক্তিরজীবনউন্নতকরা, ঊর্ধ্বমুখীগতিশীলতাঅর্জিতহয়। সামাজিকচলমানতারক্ষেত্রেশিক্ষাগুরুত্বপূর্ণভূমিকাপালনকরেএবংদক্ষতা, জ্ঞানএবংআর্থ-সামাজিকঅবস্থারসুযোগসুবিধাবৃদ্ধিকরে।শিক্ষাভারতীয়সমাজব্যবস্থায়সামাজিকগতিশীলতাকেউন্নীতকরারএকটিঅত্যন্তশক্তিশালীমাধ্যম।শিক্ষাকেবাদদিয়েসামাজিকসচলতারকথাভাবাযায়না।তাইসামাজিকসচলতারক্ষেত্রেশিক্ষাগুরুত্বপূর্ণভূমিকাপালনকরে –

a) **শিক্ষায়প্রবেশাধিকারসমান** (Equalizing access to education) :অনেকসমাজেমানসম্পন্নশিক্ষারগ্রহনযোগ্যতাঐতিহাসিকভাবেঅসম, বিদ্যমানসামাজিকশ্রেণিবিন্যাসকেস্থায়ীকরেএবংসামাজিকগতিশীলতাকেসীমিতকরে।যাইহোক, শ্রেণিভেদনির্বিশেষেসকলব্যক্তিকেসমানশিক্ষারসুযোগপ্রদানেরমাধ্যমেএইসমস্যাটিসমাধানেরপ্রচেষ্টাকরাহয়েছে। আর্থ-সামাজিকঅবস্থা, লিঙ্গ, জাতিগতবাভৌগোলিকঅবস্থাননির্বিশেষেশিক্ষা সবারজন্যগ্রহনযোগ্যতানিশ্চিতকরারমাধ্যমেসমাজক্ষেত্রকেসমানকরতেএবংএকটিন্যায্যব্যবস্থাতৈরিকরতেপারে। ব্যক্তিকেইতিবাচকপদক্ষেপ, বৃত্তি, এবংশিক্ষাগতসংস্কারেরমতোনীতিগুলিরআওতায়নিয়েএসেসামাজিকসচলতারলক্ষ্যপূরণকরাসম্ভবএবং

সমাজেসুবিধাবঞ্চিতব্যক্তিদেরশিক্ষারসহায়তায়ঊর্ধ্বমুখীগতিশীলতারবাসচলতারদিকেএগিয়েনিয়েযাওয়া।

b) জ্ঞানওদক্ষতাঅর্জন (Acquiring knowledge and skills) : শিক্ষাব্যক্তিরজ্ঞানএবংদক্ষতাকেসুসজ্জিতকরেযাআধুনিকবিশ্বেব্যক্তিগতবৃদ্ধিএবংসাফল্যেরজন্যঅপরিহার্য।সাক্ষরতা, সংখ্যাজ্ঞান, সমালোচনাওগঠনমূলকচিন্তাভাবনা, সমস্যাসমাধানএবংযোগাযোগদক্ষতাপ্রদানেরমাধ্যমে, শিক্ষা ব্যক্তিদেরকর্মসংস্থানবৃদ্ধিএবংপরিবর্তনশীলঅর্থনৈতিকঅবস্থারসাথেখাপখাইয়েনিতেসাহায্যকরে। শিক্ষা ব্যক্তিদেরউচ্চশিক্ষা, বৃত্তিমূলকপ্রশিক্ষণপ্রদানকরে।এইভাবেতাদেরঊর্ধ্বগামীগতিশীলতারসম্ভাবনাবৃদ্ধিকরেএবংআন্তঃপ্রজন্মীয়দারিদ্র্যথেকেমুক্তকরে।

c) **ব্যক্তিদেরক্ষমতায়নওআত্মসম্মানবৃদ্ধিকরা**(Empowering individuals and fostering self-esteem) : শিক্ষাআত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষাএবংআত্ম-মূল্যবোধজাগ্রতকরেব্যক্তিদেরক্ষমতায়নেএকটিধনাত্মকভূমিকাপালনকরে।ব্যক্তিদেরনতুননতুনদিগন্তপ্রসারিতকরেএবংতাদেরনতুনধারণা, দৃষ্টিভঙ্গিএবংসুযোগউন্মুক্তকরে, শিক্ষাব্যক্তিরব্যক্তিরভালভবিষ্যতেরজন্যপরিকল্পনাকরতেসক্ষমকরে।

d) **সামজিকওসাংস্কৃতিকপুঁজি**(Social and cultural capital) : শিক্ষাব্যক্তিরজ্ঞানএবংদক্ষতাকেসমৃদ্ধকরেনাবরংসামাজিকওসাংস্কৃতিকগুনমানসম্পন্নসুনাগরিককরেতোলে, যাএকজনব্যক্তিরসামাজিকগতিশীলতাকেউল্লেখযোগ্যভাবেপ্রভাবিতকরতেপারে।ব্যক্তিরসামাজিকসম্পদ, সুসম্পর্কএবংসামাজিকসংযোগগুলিকেশিক্ষাগতঅভিজ্ঞতারমাধ্যমেশক্তিশালীভাবেতৈরিকরে।এইধরনেরযোগাযোগুলিব্যক্তিরকাজেরসুযোগএবংমূল্যবানসামাজিকসংস্থানগুলিরদরজাখুলেদিতেপারে, যাব্যক্তিরঊর্ধ্বমুখীগতিশীলতাবাচলমানতাঘটাতেসহায়তাকরে।একইরকমভাবে, শিক্ষা ব্যক্তিরসাংস্কৃতিকঐতিহ্য, কৃষ্টি, মূল্যবোধ, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতপ্রভৃতিরসাথেপরিচয়ঘটায়, যারফলেশিক্ষারসহায়তায়সামাজিকচলমানতাঅনেকাংশেপ্রভাবিতহয়।

e) **দারিদ্র্যেরচক্রভেদ** (Breaking the cycle of poverty) : শিক্ষাদারিদ্র্যেরআন্তঃপ্রজন্মচক্রভাঙতেএকটিশক্তিশালীহাতিয়ারহিসেবেকাজকরে।নিম্নআয়েরপরিবারেরশিশুরাপ্রায়ইঅসংখ্যবাধারসম্মুখীনহয়যাতাদেরশিক্ষাঅর্জনেবাধাদেয়।শিশুদেরশৈশবকালেরপ্রাথমিকশিক্ষারসুনিশ্চিতকরা, প্রতিকারমূলকসহায়তাপ্রদানকরে, বৃত্তিএবংআর্থিকসহায়তাপ্রদান, সমাজিকসংস্থাগুলিশিশুদেরকেতাদেরআর্থ-সামাজিকপরিস্থিতিকাটিয়েউঠতেএবংসামাজিকগতিশীলতাঅর্জনেসক্ষমকরেতোলে।সমাজেসমস্তরকমেরসুবিধাবঞ্চিতপিছিয়েথাকাব্যক্তিদেরএকটিমানসম্পন্নসুশিক্ষারদ্বারাগ্রহণস্থিতিশীলকর্মসংস্থানেরঅবস্থারপরিবর্তনতথাউন্নয়নকরেঅথবাতাদেরউপার্জনেরসম্ভাবনাবৃদ্ধিকরেতাদেরসামগ্রিকজীবনযাত্রারমানউন্ন

তকরেএবংপরবর্তীতেদারিদ্র্যেরহারকমিয়েসামাজিকস্তরবিন্যাসেরক্ষেত্রেসামাজিকগতিশীলতাকেউন্নীত করতেসহায়তাকরে।

f) **ডিজিটালযুগেরশিক্ষাওসামাজিকচলমানতা** (Education and social mobility in the digital age)
:ডিজিটালযুগেসামাজিকগতিশীলতাবৃদ্ধিতেশিক্ষার ভূমিকাআরওপ্রসারিতহয়েছে। প্রযুক্তিগতঅগ্রগতিশিল্পগুলিকেরূপান্তরিতকরেছে, কিছুদক্ষতাঅপ্রচলিতহওয়ারসাথেসাথেনতুনকাজেরসুযোগতৈরিকরেছে।ডিজিটালশিক্ষা ওপ্রশিক্ষণেসুযোগসুবিধারয়েছেএমনব্যক্তিরা ডিজিটালঅর্থনীতিতেউন্নতিরজন্যপ্রয়োজনীয়দক্ষতাঅর্জনকরতেপারে, যারফলেসামাজিকগতিশীলতাবৃদ্ধিপায়।শিক্ষা সামাজিকগতিশীলতারএকটিমৌলিকচালক, যাব্যক্তিদেরআর্থ-সামাজিকঅসুবিধাগুলিকাটিয়েউঠতেএবংতাদেরজীবনকেউন্নতকরতেসক্ষমকরে।শিক্ষায়প্রবেশাধিকার সমানকরে, জ্ঞানওদক্ষতাপ্রদান, ক্ষমতায়নবৃদ্ধিএবংসামাজিকওসাংস্কৃতিকপুঁজিরমোকাবেলাকরে, শিক্ষাদারিদ্র্যেরচক্রভেঙ্গেঊর্ধ্বমুখীগতিশীলতাকেউন্নীতকরতেপারে।ডিজিটালযুগেরচ্যালেঞ্জগুলিকেমোকাবিলাকরারজন্যশিক্ষারসহায়তায়তারসমাধানসূত্রখুঁজেপাওয়াসম্ভবহয়েছে। শিক্ষাকেঅগ্রাধিকারদিয়ে এবংন্যায়সঙ্গতসুযোগসুবিধাপ্রচারকরেএমননীতিগুলিবাস্তবায়নেরমাধ্যমে, সমাজগুলিসামাজিকগতিশীলতাকেউৎসাহিতকরতেপারে, যাসকলেরজন্যআরওন্যায্যএবংসমৃদ্ধতরভবিষ্যতগঠনকরতেপারে।

g) **শিক্ষারমাধ্যমেদৃষ্টিভঙ্গিপ্রসার** (Broadening of perspectives through education): শিক্ষাবুদ্ধিকেতীক্ষ্ণকরে, দৃষ্টিকেপ্রশস্তকরে, ব্যক্তিরস্বাস্থ্যকরওভারসাম্যপূর্ণবিকাশেসহায়তাকরেএবংসর্বোপরিএটিএকটিজাতিরসামাজিক, অর্থনৈতিকওরাজনৈতিকউন্নতিরদিকেনিয়েযায়।

h) **প্রথাগতওপ্রথা-বহির্ভূতশিক্ষারভূমিকা** (Role of formal and non-formal education): শিক্ষারউভয়ধারাইযেমনপ্রথাগতওপ্রথা-বর্হিভূতসামাজিকগতিশীলতাআনয়নেগুরুত্বপূর্ণভূমিকাপালনকরে।

i) **শিক্ষাওপেশাগতসচলতার** (Educational and professional mobility): শিক্ষাপ্রত্যক্ষভাবেপেশাগতসচলতাএবংপরবর্তীতেঅর্থনৈতিকঅবস্থারসাথেসম্পর্কিতএবংসামাজিকপরিবর্তনেরউপাদান।উচ্চশিক্ষাওউন্নতকর্মসংস্থানেরঅধিকারীব্যক্তিরাসমাজেবেশিসম্মানিতহয়।

j) **শিক্ষারউদ্দেশ্যওস্ব-কর্মসংস্থান** (Learning objectives and self-employment): শিক্ষারউদ্দেশ্যহলব্যক্তিরমধ্যেএমনউদ্দীপনাতৈরিকরাযাব্যক্তিকেতারসামাজিকঅবস্থানেরউন্নতিরজন্যকঠোরপরিশ্রমকরতেবাধ্যকরে।শিক্ষাএকটিস্ব-কর্মসংস্থানতৈরিকরতেসাহায্যকরে, যাসামাজিকউন্নতিরএকটিগুরুত্বপূর্ণদিক।

k) **নারীরসামাজিকঅবস্থানউন্নতিতেশিক্ষা** (Education to improve the social status of women):

নারীদেরমধ্যেশিক্ষারজনপ্রিয়তানারীদেরসামাজিকঅবস্থানকেউল্লেখযোগ্যভাবেপরিবর্তনকরেছে।এটিতাদেরসামাজিকঅবস্থান, মর্যাদাএবংউচ্চসামাজিকপ্রতিপত্তিঅর্জনেসহায়তাকরেছে; যানারীরঊর্ধ্বমুখীসামাজিকগতিশীলতানির্দেশকরে।

l) **সামাজিকগতিশীলতায়পেশাগতপরিবর্তনেরগুরুত্ব** (Importance of occupational change in social mobility): পেশারপরিবর্তনসামাজিকগতিশীলতারসর্বোত্তমএককসূচকহিসাবেবিবেচিতহয়।এরকারণহলযেপেশাগতঅবস্থানবামর্যাদাশিক্ষাগতঅবস্থানবামর্যাদারসাথেঘনিষ্ঠভাবেসম্পর্কিতযেমন, আয়েরধরনএবংশ্রেণিরঅবস্থানেরঅন্যান্যনির্ধারক।শিক্ষাব্যক্তিকেকর্মভিত্তিক, ব্যবহারিক, সৃজনাত্মক, ওউৎপাদনশীলকাজশেখানোরদ্বারাসামাজিকগতিশীলতাকেপ্রভাবিতকরেথাকে।

m) **শিক্ষা: সামাজিকপরিবর্তনেরচালিকাশক্তি** (Education: A driving force for social change): বর্তমানসময়েরপ্রেক্ষাপটেশিক্ষাব্যক্তিজীবনেরসবচেয়েগুরুত্বপূর্ণএবংগতিশীলশক্তি, যাতারসামাজিকবিকাশকেপ্রভাবিতকরে।এটিসামাজিককাঠামো, সামাজিকপরিবর্তনএবংগতিশীলতারএজেন্টহিসাবেওকাজকরে।

১৫.৯সারসংক্ষেপ (Summary):

সামাজিকগতিশীলতারধারণাটিপারিবারিকপটভূমিবাপূর্ববর্তীকর্মসংস্থানের (সামাজিকস্তরবিন্যাস, পেশাগতঅবস্থা, শ্রেণীসনাক্তকরণ, আর্থ-সামাজিকঅবস্থা) এরসাথেতুলনাকরেএকটিসামাজিকঅবস্থানথেকেঅন্যসামাজিকঅবস্থানেস্থানান্তরিতহওয়ারঘটনাকেবোঝায়।একজনব্যক্তিবাব্যক্তিরগোষ্ঠীরসামাজিকঅবস্থানেরপরিবর্তনবিভিন্নরূপএবংআকারনেয়।একসময়েরগতিশীলতাএকধরনেরহবেএবংসময়েরঅন্যসময়আবারঅন্যধরনেরহতেপারে।শিক্ষাব্যক্তিওগোষ্ঠীরসামাজিকঅবস্থান, পেশাগতকাঠামো, জীবনধারা, অভ্যাসএবংআচার-ব্যবহারসম্পর্কেগতিশীলতারক্ষেত্রেএকটিগুরুত্বপূর্ণভূমিকাপালনকরে।

১৫.১০স্ব-মূল্যায়নপ্রশ্নাবলী(Self-Assessment Questions):

1) সামাজিকগতিশীলতারঅর্থওসংজ্ঞাদাও।
2) সামাজিকচলমানতারবৈশিষ্ট্যগুলিউল্লেখকরো।
3) সামাজিকগতিশীলতারপ্রকারভেদউল্লেখকরো।
4) সামাজিকগতিশীলতারউপাদানগুলিআলোচনাকরো।
5) সামাজিকচলমানতারক্ষেত্রেশিক্ষারগুরুত্বকতটা - তানিজেরভাষায় বর্ণনাকরো।

১৫.১১তথ্যসূত্র(References):

8) Banerjee, A. (2010). *Fundamentals of Educational Sociology.* Kolkata: B. B. Kundu Grandsons.

9) Bhatia, B. D. (1977). *Theory and Principles of Education (Philosophical and Sociological Bases of Education.* Delhi: Doaba House
10) Bhatia, K.K. (2008). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kalyan Publishers.
11) Bhushan, Vidya & Sachdeva, D. R. (2010). *An Instruction to Sociology.* Agra: Kitab Mahal.
12) Chakraborty, J. C. (2007). *A Handbook of Educational Sociology.* Kolkata: K. Chakraborty Publications.
13) Hemlata, T. (2014). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.
14) Jayaram, N. (2015). *Sociology of Education in India.* Jaipur: Rawat Publications.
15) Pandey, K.P. (2010). *Perspectives in Social Foundations of Education*, New Delhi: Shipra Publications.
16) Pathak, R.P. (2015). *Philosophical and Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers and Distributors.
17) Rai, B.C. (1988). *Theory of Education—Sociological and Philosophical Bases of Education.* New Delhi: Lucknow: Prakashan Kendra.
18) Shah, B. V. & Shah, K. B. (1998). *Sociology of Education.* Jaipur: Rawat Publications.
19) Sharma, Y. K. (2000). *Foundations in Sociology of Education.* New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors.
20) Talawar, M.S. and Kumar, T.P. (2010). *Philosophical and Sociological Foundations of Education*, New Delhi: Himalaya Publishing House.
21) Talesra, Hemlata (2014). *Sociological Foundations of Education.* New Delhi: Kaniskha Publishers, Distributors.
22) Taneja, V.R. (2003). *Socio-Philosophical Approach to Education.* New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.